চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৫ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 06 July 2019 ■ আগরতলা, ৬ জুলাই, ২০১৯ ইং ■ ২০ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সীতারমণের প্রথম সাবধানী বাজেট

ভারতীয় রেলে 'পিপিপি' মডেলের প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই।। শুক্রবার দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ন্যূনতম সরকার, সর্বোত্তম পরিষেবা, এটাই নরেন্দ্র মোদী সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। ২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে যাবে বিদ্যুৎ। পৌঁছে যাবে দূষণমুক্ত জ্বালানিও। ২০২৪ সালের মধ্যে শহর হোক অথবা গ্রাম দেশের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে বিশুদ্ধ পানীয় জল। প্রত্যাবর্তনের পর এদিন সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে একথাই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী এদিন বলেন, 'এ বছরই তিন লক্ষ কোটি (৩ ট্রিলিয়ন ডলার) মার্কিন ডলারের অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে ভারত।' অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন, '২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে যাবে বিদ্যুৎ। পৌঁছে যাবে দূষণমুক্ত জ্বালানিও।' তবে, মধ্যবিত্তের আয়কর প্রত্যাশা মুখ থুবড়ে পড়েছে, পেট্রোল-ডিজেলে লিটারপিছু ১ টাকা সেস চাপিয়েছেন নির্মলা। একইসঙ্গে সোনা-সহ মূল্যবান ধাতুরও দাম বাড়তে চলেছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে জনধন অ্যাকাউন্টধারীদের জন্য ৫ হাজার টাকার ওভারড্রাফ এবং ১ লক্ষ পর্যন্ত ঋণের সংস্থান করা হবে।

নির্মলার বাজেটে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ার আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। দ্বিতীয় মোদী মন্ত্রিসভার প্রথম বাজেটে বিরূপ প্রভাব শেয়ার বাজারে।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের প্রথম বাজেট পেশ শেষে কার্যত ধস নামে শেয়ার বাজারে। ৪০ হাজার থেকে বাজেট শেষে এক ধাক্কায় ৫০০ পয়েন্টের বেশি পড়ল শেয়ার সূচক। এদিন পতন হল নিফটিরও।

প্রথম বাজেটে ভারতীয় রেলে 'পিপিপি' মডেল বা 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ'-এর প্রস্তাব দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এদিন প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী সাফ জানান, বয়সের ভারে ন্যুব্জ ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণ ও নয়া পরিকাঠামো নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় ১৫ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু রেল আয় করছে মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ফলে এই বিপুল অর্থ জোগান দিতে প্রয়োজন বেসরকারি বিনিয়োগের। তাই এই মুহূর্তে পরিস্থিতির দাবি মেনে 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' অত্যন্ত জরুরি। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের বাজেটকে দিশাহীন বলে মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বাজেট শোনার পর টুইটারে মমতার প্রতিক্রিয়া, 'এই বাজেট সম্পূর্ণ দিশাহীন। সত্যি কথা বলতে কি, পুরো দিশাটাই লাইনচ্যুত হয়ে গিয়েছে।

দীর্ঘ ৭২ বছরের রীতি ভেঙে এবার নতুন চমক দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ব্রিফকেস ছাড়াই এবার বাজেট নথি নিয়ে সংসদে আসেন অর্থমন্ত্রী। ঘড়ির কাঁটায় বেলা এগারোটা, ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করেন দেশের প্রথম পূর্ণ সময়ের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। শুরুতেই সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'সম্প্রতি শেষ হওয়া লোকসভা ভোটে ব্যাপক হারে মানুষ ভোট দিয়েছেন। ভোটে স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন দেশবাসীউ নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে প্রথম সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার সংসদে বাজেট পেশ করার আগে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ছবি -পিআইবি

- পেট্রল-ডিজেল
- সোনার মতো মূল্যবান ধাতুর
- কিছু গাড়ির যন্ত্রাংশ
- বই ও পেপার সরঞ্জাম
- লাউড স্পিকার
- এসি-র যন্ত্রাংশের
- প্লাগ, সকেট, সুইচ
- সিসিটিভি ক্যামেরা
- আইপি ক্যামেরা
- পিভিসি পাইপ
- টাইলস
- সিগারেট

- গৃহঋণে ৩.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় থাকছে
- বিদ্যুৎচালিত গাড়ি
- বিদ্যুৎচালিত গাড়ির যন্ত্রাংশের
- প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম
- চামড়া
- ন্যাপথা
- সেট টপ বক্স
- মোবাইল চার্জার
- কাঁচামাল
- পশম

উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য বরাদ্দে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি

অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ৫ জুলাই।। ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষে বাজেটে ডোনার মন্ত্রককে বরাদ্দ বেড়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে বরাদ্দ হয়েছিল ২৬২৯ কোটি টাকা। সেই তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষে ডোনার মন্ত্রককে বরাদ্দ হয়েছে ৩০০০ কোটি টাকা। এছাড়া, উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ওই খাতে এবার ৬৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছিল ১৪০ কোটি টাকা।

তবে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ খাতে এবার বরাদ্দ কমেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষের বাজেটে এই খাতে ৫৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ, ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে এই খাতে বরাদ্দ করা হয়েছিল ৬০৭ কোটি টাকা।

সার্বিকভাবে বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য উল্লেখযোগ্য বরাদ্দ বেড়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে বাজেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য ৫৯ হাজার ৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গত অর্থবর্ষের তুলনায় বৃদ্ধি ২০.৫ু। আজ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামান লোকসভায় সাধারণ বাজেট পেশ করার পর এই তথ্য উঠে এসেছে। তাতে দেখা গেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ খাতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, ভারত সরকারের ৫৫টি মন্ত্রক থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তা করা হয়েছে। এবছর বাজেটে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং সমন্বয় খাতে বরাদ্দ দ্বিগুন করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ওই খাতে ৬৭২৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দ্বিগুন বেড়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ১২৯৮৬ কোটি ৬ লক্ষ টাকা। তবে, কেন্দ্রীয় ভূতল সড়ক, পরিবহন এবং মহাসড়ক মন্ত্রককে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য বরাদ্দ কমেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৬২১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এবার ৬০৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

এদিকে, সেন্ট্রাল পুলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং সিকিমের জন্য এবার বরাদ্দ কমেছে। ২০১৯-২০ অর্থ বর্ষের বাজেটে সেন্ট্রাল পুলে এই অঞ্চলের জন্য ৫৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ, ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে এই খাতে ৭৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল সড়ক ক্ষেত্রবিশেষ উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বর্ষে বরাদ্দ ৩৯১ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে এবার এই খাতে ৬৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ভোটার তালিকা নিয়ে বিজেপি ও কংগ্রেস সমর্থকদের সংঘর্ষে উত্তেজনা ফটিকরায়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ জুলাই।। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুহুর্তে উনকোটি জেলার ফটিকরায় বিধানসভার রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৪ পরিবারের ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়াকে কেন্দ্র করে বিজেপি এবং কংগ্রেস কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ফটিকরায়ের রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েত। এর রেশ গড়ায় রাত পর্যন্ত। ঘটনায় আহত হয় দুজন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ রাধানগর গাওসভার ১ এবং ২ নং ওয়ার্ডের মোট ২৮ জন ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় নেই। বাদ পড়া ভোটাররা কংগ্রেস সমর্থক বলে জানা গেছে। তা দেখে বেশ কয়েকজন ভোটার বুধবার রাধানগর পঞ্চায়েতে গিয়ে পঞ্চায়েত সচিবের সাথে সাক্ষাৎ করে। এক পর্যায়ে তারা ঘেরাও করে রাখেন পঞ্চায়েত সচিব সহ পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্মীদেরও। এই খবর জানতে পেরে এলাকায় কিছু সংখ্যক বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতি পঞ্চায়েতে গিয়ে ভোটারদের উপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ।

শুরু পাল্টা আক্রমণ। দুই দলের সংঘর্ষে নষ্ট হয় পঞ্চায়েতের সামগ্রী। আহত হয় দু দলের দুই কর্মী সমর্থক। নিগ্রিহীত করা হয় পঞ্চায়েত সচিবকেও। খবর পেয়ে ছুটে যান কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিকেরা নেতৃত্ব ফটিকরায় থানার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খাদি হোক ছোট শিল্পপতিদের ভরসা জানালেন নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। ত্রিপুরা খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েই প্রধানমন্ত্রী মোদীর স্বপকে বাস্তবায়নে অঙ্গিকার করলেন বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য্য। তাঁর মতে, প্রধানমন্ত্রীর স্বপ পূরণে খাদি হোক ছোট শিল্পপতিদের ভরসা। তাঁর কথায়, আজ সাধারণ বাজেটেও খাদিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চাইছেন খাদিকে কেন্দ্র করে ছোট শিল্পপতিরা উপকৃত হোক।

আজ ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের দায়িত্ব নেন বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য্য। এছাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুম ও কক্সবাজারের মধ্যে সরাসরি বাস, কেন্দ্রকে চিঠি লিখবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। ত্রিপুরার দক্ষিণ জেলার প্রান্তিক শহর সাব্রুম থেকে বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী কক্সবাজার পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখবে ত্রিপুরা সরকার। আজ শুক্রবার বিকেলে এ-কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে 'টাউনশিপ স্কিম ইন আগরতলা সিটি' নামক প্রকল্পের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীবিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এ-কথা জানান। তিনি আর জানান, ত্রিপুরা সরকার পর্যটনের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। পর্যটন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এই বাজেটে গরিব মানুষের শক্তি বাড়বে যুবকদের নতুন ভবিষ্যৎ খুলবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই।। শুক্রবার সংসদে বাজেট পেশ করলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। নতুন ভারত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ বলে এই বাজেটের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর প্রতিক্রিয়ায়, এই বাজেট দেশকে সমৃদ্ধ করবে। সাধারণ মানুষকে সমর্থ করে তোলার লক্ষ্যে এই বাজেট। এতে গরিব মানুষের শক্তি বাড়বে। এই বাজেট যুব সম্প্রদায়ের কাছে নতুন ভবিষ্যৎ খুলে দিল।

দীর্ঘ ৪৯ বছর পর ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন মহিলা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ১৯৭০ সালে বাজেট পেশ করেছিলেন ততালীন প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেই শেষ, ২০১৯-এর আগে কোনও মহিলা অর্থমন্ত্রীকে বাজেট পেশ করতে দেখেনি ভারতবাসী। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের এই পূর্ণাঙ্গ বাজের পেশ শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানালেন, এই বাজেটের মাধ্যমে মধ্যবিত্তের উন্নতি হবে। উন্নয়নমূলক কাজ এমনকি আরও দ্রুততর হবে। করের কাঠামো সহজতর হয়েছে এবং পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে আরও আধুনিকীকরণ এনেছে এই বাজেট।'তিনি আরও বলেন, নতুন ভারতের জন্য এই বাজেট দেশের কৃষি খাতকে রূপান্তরিত করার জন্য একটি নতুন দিশা দেখিয়েছে। নতুন ভারত গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বাজেট।

লাইগেশন করার সময় মৃত্যু গর্ভবতী মহিলার উদয়পুরে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জুলাই ।। লাইগেশন করাতে গিয়ে চিকিৎসকের হাতে মৃত্যু হলো পঁয়ত্রিশ বয়সী এক গর্ভবতী মহিলার। মৃত মহিলার নাম সোমা নমঃ দাস।। বাড়ি উদয়পুর এক নং ফুলকুমারী এলাকায়। স্বামী বিশ্বজিত দাস করণিক পদে এই হাসপাতালেই চাকরিরত। সোমা পাঁচ মাসের অন্ত:সত্তা ছিলো। সোমার দুই মেয়ে।বড় মেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ও ছোট মেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠরত।

সূত্র মারফত জানা যায় মহারানী হাসপাতাল থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে উনিশ জন মহিলা লাইগেশনের জন্যে আসেন। লাইগেশন করানো হয় প্রতি শুক্রবার গোমতি জেলা হাসপাতালে। লাইগেশন করানোর আগেই যাবতীয় সব রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষা করানো হয়। পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই রুগীনিকে অপারেশনের থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। বিকেল তিনটে নাগাদ সোমার সিরিয়ালে ডাক পড়ে। অজ্ঞানের চিকিৎসক (এনেস্থেসিয়া) ডাঃ প্রদীপ জমাতিয়া রুগীনিকে দুটি ইনেকশন নার্ভে পুশ করার পরেই অপারেশনের জন্য ডঃ তানি ভট্টাচার্য মহিলার গোপনাংঙ্গে বায়ু প্রবেশ করতে গেলেই মহিলা ঘনঘন খিঁচুনি দিতে থাকে এবং হৃদ যন্ত্রে যন্ত্রণা বোধ করেন ।কিছুক্ষণ পরেই চিকিৎসারত অবস্থায় ওই মহিলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পরেন অপারেশনের থিয়েটারের টেবিলেই। সিনিয়র ডাক্তারদের অভিমত দুটি কারনে রোগী মৃত্যু হওয়ার হতে পারে। প্রথমত ওই ইনজেকশন ভুল ভাবে বা অধিক পরিমাণেপুশ করে থাকলে । অন্যথায় সার্জারি করার সময় গোপনাঙ্গে বায়ু প্রবেশের জটিলতার জন্য।

সূত্র মারফত জানা যায়, অপারেশন করার জন্য যে ডাক্তার নিয়োজিত ছিলেন ওনার নাম ডাঃ তানি ভট্টাচার্য। ওনার বয়স আনুমানিক পঁয়ষট্টি বৎসর।। ষাট বছর চাকরির শেষে ওনাকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তিন বছরের জন্যে পুনর্নিয়োগ করেছিলো। পুনর্নিয়োগের সময় পেরিয়ে আরো অতিরিক্ত দুবছর হয়ে গেলেও তাকে দিয়েই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কোন ক্রমে দিনের পর দিন অপারেন চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ পনেরো জনের লাইগেশন করানো হয়েছিল। সোমা ষোল নম্বরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেট পেশ হতেই শেয়ার বাজারে ধস

নয়াদিল্লি, ৫ জুন।। শুক্রবার দ্বিতীয় মোদী মন্ত্রিসভার প্রথম বাজেটে বিরূপ প্রভাব শেয়ার বাজারে । কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের প্রথম বাজেট পেশ শেষে কার্যত ধস নামে শেয়ার বাজারে। ৪০ হাজার থেকে বাজেট শেষে এক ধাক্কায় ৫০০ পয়েন্টের বেশি পড়ল শেয়ার সূচক। এদিন পতন হল নিফটিরও।

ব্রিটিশ আমলের ব্রিফকেসের বদলে অশোকস্তম্ভের চিহ্ন দেওয়া লাল শালু মোড়া বাজেট ভাষণের নথি নিয়ে শুক্রবার সংসদে প্রবেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এদিন দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেন তিনি উ বাজেটে পেট্রোল ও ডিজেলে লিটার প্রতি এক টাকা সেস বসানো ও বড়লোকদের করের পরিমাণ বাড়ান হয়েছে উ বিরূপ প্রভাব দেখা গেল শেয়ার বাজারে উ বাজেট শেষ হতেই দ্রুত পতন শুরু হয় শেয়ার বাজারে উ এদিন বাজেট শুরুর আগে প্রত্যাশা রেখেই উপরের দিকে খোলে শেয়ার বাজার। সেনসেক্স ছোঁয় ৪০ হাজার। কিন্তু নির্মলা সীতারামনের বাজেট পেশ শেষে কার্যত ধস নামে শেয়ার বাজারে। ৪০ হাজার থেকে বাজেট শেষে এক ধাক্কায় ৫০০ পয়েন্টের বেশি পড়ল শেয়ার সূচক। এদিন পতন হল নিফটিরও। বাজেট পেশের আগেই বিএসই সূচক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজেটে নতুন ভারতের প্রগতিশীল চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ঐতিহাসিক বললেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেটে নতুন ভারতের প্রগতিশীল চিন্তাধারার বহিঃ প্রকাশ। কারণ, এই বাজেট গরিবদের স্বস্তি আনবে, সাথে দেশের উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করবে। শুক্রবার বাজেট প্রতিক্রিয়ায় এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। তিনি আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে একটি জনমুখী বাজেট পেশ করার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। এদিকে, উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন বলেছেন এই বাজেট ঐতিহাসিক।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বাজেট দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য সাহায্যকারী হবে। তাঁর কথায়, ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য ঘর এবং ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার মতো পরিকল্পনাগুলি সরকারের নতুন ভারত গঠন করার প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধতাকে প্রদর্শন করছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই বাজেট নতুন ভারতের প্রগতিশীল চিন্তাধারত্রকে প্রদর্শন করে এবং শুধু গরিবদের জন্য স্বস্তি আনবে তা নয়, বরং দেশের উন্নয়নকেও ত্বরান্বিত করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পথ প্রদর্শনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ আজ দ্বিতীয় এনডিএ সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করেন। এই বাজেট ভারতের অর্থনীতিকে দারুণভাবে সমৃদ্ধ করবে বলে তিনি মনে করেন। সাথে যোগ করেন, বয়স্ক নাগরিক, মহিলা, ছাত্র, যুবা, কৃষক এবং মজদুর-সহ সমাজের সকল অংশের জনগণ এই বাজেটের ফলে উপকৃত হবেন।

তিনি বলেন, মাইক্রো ইকোনমিক ব্যবস্থায় পরিকাঠামো তৈরির উপর আলোকপাত করে পাঁচ বছরে ১০০ লক্ষ কোটি টাকার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সাথে "গ্রাম, গরিব ও কিশাণ" এবং অবশ্যই মহিলাদের গুরুত্ব দেওয়ায় এই বাজেট আরও সার্বিক রূপ নিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ২ কোটি ঘর, ১.২৫ লক্ষ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক, ভারতমালা প্রকল্প-২, বিদ্যুৎ এবং সবার জন্য এলপিজি গ্যাস, জলের উপর দৃষ্টিপাত, শ্রমিক আইন ও কানুন, গ্রামীণ এলাকার জন্য ইনকিউবেটর, জাতীয় পরিবহণ কার্ড, সামাজিক নিরাপত্তা বিনিময়ের মতো কিছু বড় ঘোষণা যা দেশকে আরও বিকশিত ভারতের পথে নিয়ে যাবে। সাথে তিনি বলেন, জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে উদ্দেশ্যসাধন করা, উচ্চশিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষার উপর আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ, ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি দেশে প্রচুর চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে। তাতে, অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুফল পৌঁছে যাবে।

তিনি আরও বলেন, বাজেটের পরিণামে ব্যাঙ্কিং রিফর্ম জারি থাকবে। তার কথায়, ৪ লক্ষ কোটি টাকার এনপিএ উদ্ধার করা হয়েছে এবং এনবিএফসিগুলিকে সাহায্য করার জন্য নতুন নীতিমালা আনা হয়েছে। তাঁর দাবি, ব্যবসার জন্য আরও বেশি নগদ সহজলভ্য হবে। এদিন তিনি আরও দাবি করেন, এক লক্ষ কোটি টাকা পুনঃবিনিয়োগের বড় লক্ষ্যমাত্রা স্বাগত জানানোর মতো পদক্ষেপ এবং জনগণকে সার্বজনীক সম্পত্তির মালিকানা দিতে তাঁদের জন্য ২৫ শতাশ পুনঃবিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করা একটি মহান পদক্ষেপ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজেটে করদাতাদের চিহ্নিত করার উপর দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এবং তাঁদের ব্যবসা করার ক্ষেত্র সরল করার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ২৬৩ ▫ ৬ জুলাই ২০১৯ ইং ▫ ২০ আষাঢ় ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

তিলোত্তমা ও স্মার্টসিটি

রাজ্য সরকার ও আগরতলা পুর নিগমের লুকোচুরি খেলার দিন কি শেষ হইবে না? কিছুদিন পর পরই আগরতলা পুর নিগম শহরে বেআইনী জবর দখলকারীদের বিরুদ্ধে অভিান চালাইয়া থাকেন। এই বেআইনী ও জবর দখলদারীদের যথাযথ নোটিশ ইত্যাদি দিয়া ব্যবস্থা নেওয়াই রীতি। কিন্তু জবরদখলকারীরা অনেকেই পুর নিগমের নোটিশকে পাত্তা দেন না। অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াও যখন কোনও কাজ হয় না তখন নিগম বুলডেজার দিয়া এইসব বেআইনী ইমারত ভাঙ্গিয়া দিয়া থাকে। বুধবার শহর আগরতলার কয়েকটি স্থানে ডজার দিয়া বেআইনী বিল্ডিং ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শহরের বহু সরকারী জায়গা দীর্ঘদিন যাবত জবর দখল হইয়া গেলেও পুর নিগম তাহা দেখিয়াও না দেখার ভান করিয়া থাকে। রাজধানী শহর আগরতলার কামান চৌমুহনী সেন্টাল রোড হইতে শুরু করিয়া শহরে তো হাঁটা চলা করাই দায়। তাহার উপর আছে রাজপথের ফুটপাত দখল করিয়া দোকানপাট গজাইয়া উঠা। শহরের বিভিন্ন এলাকায় হকাররা বসিয়া পড়ে। তাহাদের রুটি রুজির উপর আঘাত আসিবে ব লিয়া ব্যবস্থা না নেওয়ার যুক্তি ধোপে টিকিতে পারে না। কারণ রাজপথ জনসাধারণের চলাচলের জন্য। এখানে দোকান সাজানো বা বেকার পুনর্বাসনের জন্য নহে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় শহরের রাজপথ জুড়িয়া যখন দোকান সাজাইয়া বসা হয় তখন পুর নিগম হাত পা গুটাইয়া বসিয়া রং দেখে। ফুটপাতে দোকান সাজাইয়া বসিতে দেওয়া হয় কেন? যখন বেআইনী নির্মাণ হয় তখন পুরসভার কর্তব্যরত কর্মীরা কোথায় থাকেন? অভিযোগ যে, এইসব বেআইনী ইমারত তৈরীতে একশ্রেণীর পুর কর্মীরাও জড়িত। তাঁহারা নাকি নগদ দক্ষিণার বিনিময়ে এইসব বেআইনী ইমারতে মদত দিয়া থাকেন। সরকারী জমি দখল করিয়া বহুতল নির্মাণের প্রবণতা দিনে দিনেই বাড়িতেছে। এই প্রবণতার নাগাল টানিয়া ধরা যাইতেছে না।

শহর আগরতলার বহু সরকারী জমি বেদখল হইয়া গিয়াছে। শহরের রাজন্য আমলের পুকুর .. জবর দখল চলিতেছে। রাজন্য আমলে প্রভুবাড়ীর দুই পুকুরের অনেক জমি গ্রাস হইয়া গিয়াছে। এই দুই পুকুর নিয়া কিছু দিন পূর্বে পুর নিগমকে দৌড়াঝাপ করিতে দেখা গিয়াছে। পুকুরের আবর্জনাও বছর বছর পরিষ্কার করা হইত। কিন্তু গত কিছু দিন যাবৎ এই দুটি পুকুরের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না পুর নিগম। সরকারও হাত তুলিয়া আছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দুই পুকুর নিয়া পুর নিগমকে যথেষ্ট তৎপর হইতে দেখা গিয়াছিল। খবরে প্রকাশ পাইয়াছিল এই পুকুরকে পুণরুজ্জীবিত করা হইবে। পুকুরের চারদিকে পার্ক করা ও ফুল গাছ ইত্যাদি মনোরম পরিবেশে উন্নীত করা হইবে। এই ব্যাপারে অর্থিক অনুমোদনও নাকি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু, জবর দখলকারীদের চাপের মুখে পুর নিগম এই শুভ উদোগ হইতে পিছাইয়া যায়। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার পরও এই অবহেলিত পুকুর উদ্ধারে কোনও পদক্ষেপ নাই। বরং লক্ষ্য করিবার বিষয় নতুন করিয়া পুকুর দখল হইয়া যাইতেছে। এই বিষয়ে সংবাদপত্রে ইতিপূর্বেই অবহিত করা হইলেও পুর নিগমের টনক নড়িতে চায় না। শহর আগরতলাকে স্মার্ট সিটি করার উদ্যোগ কিভাবে সফল হইবে? রাজন্য আমলের পুকুর গ্রাস হইয়া যাইতেছে। যদি এই পুকুর উদ্ধার করা না হয়, পার্ক ইত্যাদির যে প্রকল্প ছিল তাহা বাস্তবারয়ণ করা না যায় তাহা হইলে স্মার্ট সিটি গড়িয়া উঠিবে কিভাবে? রাজন্য আমলের ইতিহাস বিজড়িত এই পুকুর যত শীঘ্র সম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে। এই পুকুর এখন জঞ্জাল ফেলিবার প্রশস্ত জায়গা হইয়া উঠিয়াছে।

শহর আগরতলার লোকসংখ্যা, যানবাহন পাল্লা দিয়া বাড়িতেছে। কিন্তু, শহরের পরিসর তো বাড়িতেছে না। ফলে, শহরে পথ চলাই দায়। রিক্সা, অটো, টমটম, বড় গাড়ি ও ছোট গাড়ির বেপরোয়া চলাচল দিনে দিনেই শহরে গভীর সমস্যা দেখা দিয়াছে। রাজপথের দুদিকে বাইকের পার্কিং চলিতেছে। ফলে অপ্রশস্ত সড়কে হাটাচলা, যান চলাচল মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হইতেছে। শহরের শান্তিপাড়া মসজিদ পট্টিতে রাস্তা দখল করিয়া বাইক পার্কিং চলিতেছে। শুধু মসজিদ পট্টি নহে, সেন্ট্রাল রোড, কামান চৌমুহনী হইতে মহারাজগঞ্জ বাজার পর্যন্ত সড়কের দুইপাশে বাইক, গাড়ীর পার্কিং এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিরোধ নাই। তাহার উপর আছে গোছের উপর বিষফোড়ার মত ট্রাফিক পুলিশের নো এন্ট্রি। সোজা কথায়, যানবাহন ইত্যাদির ভীড়ে পথচারীদের পথ চলাই দায়। গোটা শহরই যেন নাকাবন্দী হইয়া থাকে। এই পরিস্থিতি হইতে পুরবাসীরা মুক্তি চায়। চায় একটু মুক্ত নিঃশ্বাস নিতে। আর এজন্যই, দূষণ প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজন আরও বেশী জলাশয় ও পার্কের ব্যবস্থা। তবেই না শহর স্মার্ট হইবে। ঘন জনবসতি এলাকায় একটি পুকুর দিনে দিনে মানুষের অত্যাচারে পরিত্যক্ত অবস্থায় ঠেকিয়াছে। শহরের মুক্ত নিঃশ্বাস নিবার জায়গাও দিনে দিনে হ্রাস পাইতেছে। এই নিদারুণ পরিস্থিতি হইতে শহরকে মুক্ত করিতে না পারিলে স্মার্ট সিটির স্বপ্ন অধরাই থাকিয়া যাইবে। এর জন্য এই মুহূর্তে সবচাইতে বড় প্রয়োজন পুর নিগমকে আরও বেশী অগ্রণী হওয়া। রাজনীতির সংকীর্ণতার উর্ধে উঠিয়া কাজ করিতে না পারিলে মহৎ কর্ম সম্পাদন অসম্ভব। আমরা বিশ্বাস করি, রাজ্য সরকার ও পুর নিগমের ঐকান্তিক প্রয়াসে শহর আগরতলা একদিন পর্য্যটকদেরও আকর্ষণ করিবে। পর্যটন উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছে। এর জন্য প্রয়োজন শহর, আগরতলার সৌন্দর্য্যায়ণে আগাইয়া যাওয়া। শহরের বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ খবর নিয়া উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। আশা করা যাইতে পারে শহর আগরতলা তিলোত্তমা রূপে খুব সহসাই আবির্ভূতা হইবে। এখন সেই অপেক্ষারই পালা।

হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য ফেবু-তে, করিমগঞ্জে মামলা শীঘ্র ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস এসপি-র

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ জুলাই (হি.স.) : বিগত বেশ কয়েকদিন থেকে একটি দুষ্টচক্র শান্তির দ্বীপ বলে পরিচিত বরাক উপত্যকায় সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়াতে অতি-সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দুষ্ট চক্রটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যবম ফেসবুককে হাতিয়ার করে সমাজে প্রতিনিয়ত সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। কিছুদিন থেকে আসাম পাবলিক গ্রুপ নামের একটি সাইট থেকে ফেসবুকে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস ও আস্থাকে লাগাতার আঘাত করা হচ্ছে। এই গ্রুপে রাজীব চৌধুরী ওরফে জ্যাকসন নামের এক যুবক সনাতন ধর্মের দেবদেবীদের নিয়ে অত্যন্ত অশালীন মন্তব্য করছে। মন্তব্যগুলো এতটাই অশ্লীল যে তার সামান্যতম এই খবরে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। তার এই সাম্প্রদায়িক পোস্টগুলিকে সমর্থন করে অনেকে আবার কমেন্টে রাইট এবং শেয়ারও করছেন। পোস্টটি দেখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা, হিন্দু ভাবাবেগে আঘাত করা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশে আভিযোগ জানানোর সিদ্ধান্ত নেন সাংবাদিক মৃণাল সরকার। তাঁকে সমর্থন করে এগিয়ে আসেন অন্য সাংবাদিকরা যথাক্রমে রাতুল দত্ত, সাজন দেব, অসীম দেব, পার্থ নন্দী, বিভাস বর্ধন (আইনজীবী), শর্মিলা পুরকায়স্থ প্রমুখ। আজ (শুক্রবার) তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার মানবেন্দ্র দেবরায়ের সঙ্গে দেখা করে লিখিত অভিযোগ জানান। এর সঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশ্লীল পোস্টের স্ক্রিন শটের কপিও তুলে দেওয়া হয় পুলিশ সুপারের হাতে। পুলিশ সুপার বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড় দেবজিৎ নাথকে নির্দেশ দিয়েছেন। সাংবাদিকদের অভিযোগপত্র পড়ে পুলিশ সুপার বলেন, এই ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপ সমাজের শান্তি বিনষ্ট করছে। এ-সব বন্ধ হয়ে গেলেই ভালো। যারা সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করবে তাদের কোনও অবস্থায় ছাড়া হবে না। সাম্প্রদায়িক বিষ মেশানো পোস্টগুলোর উপর নজরদারি করছে পুলিশ। কমেন্ট বা শেয়ার যারা করছে তাদেরকেও তদন্তের আওতায় আনা হবে বলে আশ্বাস দেন পুলিশ সুপার দেবরায়।

মূল অভিযোগকারী মৃণাল সরকার বলেন, একাংশ মানুষ হিন্দু বা সনাতন ধর্মের প্রেক্ষাপট না জেনেই সোশাল মিডিয়ায় উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে। এ-সব বন্ধ করতে তিনি সচেতন মানুষজনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আইনজীবী বিভাস বর্ধন বলেন, মাস-দুয়েক আগে কালিগঞ্জ এলাকায়ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল একটি দুষ্টচক্র। তবে এলাকার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তা শক্ত হাতে প্রতিহত করায় জল বেশিদূর গড়ায়নি।

পৃথিবীর মহৎ পেশা মানব সেবা

আরিফুল ইসলাম সাহাজি

পৃথিবীর মহৎ পেশা মানব সেবা। ‘জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর’, স্বামী বিবেকানন্দের এই অমরবাণী আজও হৃদযপটে চিত্রিতে হয়। জীবসেবাই তো শিবসেবা, কেনন ঈশ্বরের বাস তো মানব শরীরেই, মন্দির কিংবা মসজিদে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? মানবসেবারমহৎকর্ম করবার সৌভাগ্য কমবেশি সকলেইরই হয়,সাধারণ মানুষ হাজার রকম কর্ম করে জীবনের চলার পথকে মসৃণ করবার চেষ্টা করেন। এই কর্মপন্থাই হল পেশা। আর পাঁচটা মানব পেশার থেকে চিকিৎকদের কর্ম একটু পৃথক ধরনের মুমূর্ষু রোগীকে প্রাণদান করেন চিকিৎসক। সরাসরি এমন মানবসেবার সুযোগ অন্যান্য পেশার মানুষদের সৌভাগ্যে ঘটে না। মাটি-উত্তাপ-জল-বায়ু ছাড়া মানবভূমি কল্পনা করা যায় না, সেইরকমই চিকিৎসক ব্যতীত দেশ সমাজ কল্পনা করা স্বপ্নেও সম্ভবপর নয়। চিকিৎসকদের কি ভয়ঙ্কর রকম প্রয়োজন। রয়েছে। সাম্প্রতিক চিকিৎসক অসহযোগে আমরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। অনেক গরিব মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা গেছেন। এটাও কি একপ্রকার অনিচ্ছাকৃত খুন নয়? কেননা চিকিৎসা ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি সুস্থ থাকলে সকলেই ঘুমের দেশে নিশ্চয়ই চলে যেতেন না। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো সচল থাকলেও কিছু মানুষের মৃত্যু হয়, তবে বিনা চিকিৎসায় আত্মীয় হারানো পরিজনরা কীভাবে নিজেদেরকে সান্ত্বনা দেবে? তাঁরা কি ক্ষমা করবেন এই তথাকথিত মানুষের ভগবানদের? চিকিৎসকগণ যদি একটু মানবিকতা দেখাতেন, তাহলে তাঁর বাচ্চাটা আজও চোখের সামনেই থাকত, এই আফশোস কি আদৌ কখনও যাবে? আগামী দিনে এই আন্দোলনই হত দেশবিদেশে নব্য চিকিৎসক বিল্পবীগণকে পথ দেখাবে,কিন্তু স্বজনহারা মা কখনও ভুলবেন না, এই অচলাবস্থার জন্যই অকালে চলে যেতে হয়েছে তাঁর আত্মজকে।

নিরাপত্তা সকলেরই মৌলিক অধিকার, ভয়ভীতির মধ্যে কাজ করাও বেশ অসুবিধার এ বিষয়ে দ্বিমত থাকা উচিত নয়। চিকিৎসকদের অবশ্যই নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে রাখা দরকার, যাঁরা আমাদের জীবনরক্ষায় সব ধরনের চেষ্টা করেন, তাঁদেরকে কেউ মেরে চলে যাবে, এটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এনআরএস হাসপাতালে যে ঘটনা নিয়ে এই মহালহকাকাণ্ডটি ঘটল সে বিষয়ে আলটপকা মন্তব্য না করাই ভালো, বিষয়টা তদন্তসাপেক্ষ। প্রথম থেকেই কিন্তু একটা অভিযোগ উঠছিল, চিকিৎসকদের গাফিলতিতে রোগী মৃত্যু, পরে লাশ আটকে রাখার ফলেই গণ্ডগোলের সুত্রপাত ঘটে। দু’লরি ভর্তি দু’শতাধিক মানুষ নিয়ে জুনিয়র চিকিৎসকদের উপর হামলার যে ঘটনা জুনিয়র ডাক্তারদের তরফ থেকে তোলা হচ্ছিল, তাও আষাড়ে গল্প বলেই অনেকে অভিযোগ করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়াতে বাইরাল হওয়া অল্প কয়েক সেকেন্ডের যে ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে, সেখানে পিরস্কার দেখা যাচ্ছে জুনিয়র ডাক্তারগণ রোগীর এক পরিজনকে বেদম প্রহার করছেন, পুলিশ উদ্যোগী না হলে হয়ত মরেই যেত। ডা পরিবহ মুখোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনাটি কাম্য ছিল না, তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, সেটা সকলেরই প্রার্থনা। তবে ওইদিন সঠিক কী হয়ছিল, সেটা বুঝতে অবশ্যই সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ঘটনা পরস্পরায় যাই ঘটে থাকুক, তার পুনরাবত্তি হওয়া কাম্য নয়। এমন ঘটনা আগামীতে যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই প্রশাসন সঠিক পদক্ষেপ নেবে। তবে সাধারণ মানুষের একজন প্রতিনিধি হিসিবে বুঝতে পারছি, এই দাবি আদায়ের কয়েকদিনে সাধারণ মানুষের বড় ক্ষতি হয়ে গেছে। উচ্চবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত, অর্থাৎ সমাজের এলিটপর্বের প্রতিভূ যাঁরা, তাঁরা কখনই সরকারি হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল নন, কোনও দিনই ছিল না। সরকারি হাসপাতালগুলোতে সাধারণত ভিড় জমান ছাপোষা মধ্যবিত্ত আর নিম্নবিত্ত সমাজের মানুষজন, ফলে এই তথাকথিত আন্দোলনের ফলে প্রাপ্তি যাই হোক সামাজিকভাবে অল্পদামি মানুষগুলোর প্রাপ্তি কিন্তু অনেকটাই বোগাস্তির, স্বজনহারানো কান্নাও। টিভির পর্দায় দেখা গেল একজন গর্ভবতী তরুণী আরজিকর মেডিকেল হাসপাতালে গেটে ছটফট করছেন, অথচ গেটে তালা। এখানে বোঝা দরকার সকলেই জানেন হাসপাতালগুলোতে অসহযোগ আন্দোলন চলছে, পাশাপাশি এটাও সত্য কতটা অসহায় হলে প্রসবের মতো এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ রোগীকে তাঁরা সরকারি হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। আসলে তাঁদের বেসরকারি হাসপাতালে যাওয়ার মতো অর্থই নেই। আবার মালদহ মেডিকেল কলেজের একজন পিতার আর্তনাদ সকলের হৃদয়কে মোচড় দিয়েছে, তিনি তাঁর সাপে কাটা বালক পুত্রকে নিয়ে এসেছেন সরকারি হাসপাতালে, ফিরিয়ে দিনেল চিকিৎসকগণ। বিনা চিকিৎসায় মারা গেল সেই বালক। চিকিৎসকগণ এবটু মানবিক হতে পারলেন না? অন্ততঃ যাঁরা মারাত্মক রকম সিরিয়াস পেশেন্সট, তাঁদের প্রকি কি একটু নমনীয়তা দেখানো যেত না? সাধারণ অল্পবিস্তর অসুস্থ রোগীদের বেশ কিছুদিন চিকিৎসার বাইরে রাখলেও বিশেষ ক্ষতি নেই, তবে সাপে কাটা, আত্মহনন, অ্যাক্লিডেন্ট, ক্যান্সারের মতো পেশেন্টদের হাতে তো সময় নেই, অত, সেজন্যই ডাক্তারবাবুদের দাবি আদায়ের জেদের তলায় অসহায়ের মতো পিষ্ট হলেন তাঁরা।

সমস্ত ঘটনার মূল পীঠস্থান এনআরএসের জুনিয়র চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোরপান শাহ নামে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ রয়েছে। সেই মামলাটির এখনও সুরাহা হয়নি। কোরপানের পরিবার ন্যায়বিচার পাবে কিনা, সে সময় জানে। চিকিৎসকগণ অবশ্যই নিরাপত্তা চাইবেন,এটা তাঁদের মৌলিক অধিকার। তবে আমরা যাঁরা সাধারণ মানুষ তাঁদেরও তো নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ সোজাভাবে শিরদাঁড়া সোজআ রেখ বললে, চিকিৎসকদের হেনস্থা পীড়ন করলে অবশ্যই একশোবার সাজা হোক অপরাধীর তবে চিকিৎসকদের অবহেলায় রোগীয় মৃত্যু হলে চিকিৎসকগণ কেন কৈফিয়ত দেবেন না? চিকিৎসকগণ সুস্থ পরিষেবা প্রদান করছে কিনা, এই বিষয়টি কেন নজরদারির আওতায় আনা হবে না? আইনের ঊর্ধ্বে কেউই নন, এই বিশ্বাসটা হারিয়ে গেলে মুশকিল।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

এক বালতি জলের জন্য মারামারি

সুতীর্থ চক্রবর্তী

জলের অভাব নিয়ে ‘নীতি আয়োগ’-এর সাম্প্রতিক রিপোর্টটি দেশে বেনজির আলোড়ন তৈরি করে দিয়েছে। কয়েক দিন ধরে আমরা কাগজে চেন্নাইয়ের জলাভাবের খরব ও ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম। জলের কলের সামনে লাল-নীল বালতি,কলসি ও জ্যারিকেনের লম্বা লাইন। কোথাও কোথাও লাইনের শেষ দেখা যাচ্ছে না। জলের অভাবে চেন্নাই মেট্রোর বাতানুকূল যন্ত্র বন্ধ রাখতে হচ্ছে। আইটি কোম্পানিগুলো তাদের কর্মীদের বলছে, বাড়িতে বসে কাজ করুন। অফিসে এলে টয়েলটের জল খরচ হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি সব খবর।

অথচ এই চেন্নাইয়ে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চেন্নাই, এমন ছবি দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। প্রায় সারা বছরই বৃষ্টি লেগে থেকে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত চেন্নাইয়ে। এবং চেন্নাইয়ের বাসিন্দারা সবসময়ই প্রত্যক্ষ করছেন বঙ্গোপসাগরের বিপুল জলরাশি। কিন্তু কী পরিহাস, সারাদিন যাঁরা এত জল দেখছেন,তাঁরা পান করার জন্য, অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য ‘পরিশুদ্ধ জল’ পাচ্ছেন না। তিনটে নদী যাবতীয় পুকুর ও জলাভূমি শুকিয়ে গিয়েছে। জল নেই ভূপৃষ্ঠে। এখন অভাব ভূগর্ভের জলেও।

নীতি আয়োগ তাদের রিপোর্টে বলেছে, চেন্নাইয়ের এই দশা আগামী বছরের মধ্যে হতে চলেছে রাজধানী দিল্লি, বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদেও। ২০২০-র মধ্যে দেশে মোট ২১ টি শহরে ভূগর্ভস্থ জল মিলবে না। আরও দশ বছর রাদে, অর্থাৎ ২০৩০-এর মধ্যে দেশের ৪০ শতাংশ শহরবাসী জল পাবেন না। নীতি আয়োগের এই রিপোর্টের কথা সাংবাদমাধ্যমে দেখে দেশের মানুষ আঁতকে উঠেছেন। জলই যদি জীবন হয়, তাহলে জল না পেয়ে মানুষ বাঁচাবে কী করে? এই রাজ্যে বসে আমরা বিপদের ভয়াবহতা প্রকৃত অর্থে অপলব্ধি করতে পারছি না, কারণ এখনও দেশে জলসম্পদের সিংহভাগ রয়েছে এই পূর্ব ভারতের ভুগর্ভে। এই রাজ্যে আমরা টিউবওয়েলের নল ২০০ ফুট নামিয়ে দিলেই অঢেল মিষ্টি জল পেয়ে যাই। তাই কল্পনাই করতে পারি না—‘জলাভাব’ বলতে কী বোঝায়। ভূগর্ভ থেকে এই হারে জল তুলতে তুলতে যে অচিরেই আমাদের দশা চেন্নাই বা বেঙ্গালুরুর মতো হবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই।

রাস্তাঘাটে অনেকেই প্রশ্ন করছেন, নীতি আয়োগের রিপোর্টটি কি আমাদের এ রাজ্যের মানুষকেও যথেষ্ট ভাবাচ্ছে? এককথায় এর উত্তর অবশ্যই ‘না’। দেশের ৬০ কোটি মানুষ বহুদিন ধরেই প্রবল থেকে প্রবলতর জলকষ্টের মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু তাতে কি আমাদের জল অপচয় করা বন্ধ হয়েছে? না কি, আমরা সাবমার্সিবল পাম্প লাগানো বন্ধ করেছি? পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা যাবে, কলকাতা ও শহরতলি থেকে শুরু করে রাজ্যের সমস্ত ছোট ছোট শহরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় বেড়েছে সাবমার্সিবল পাম্প ও টিউবওয়েলের পাইলের দোকান। সম্ভবত ওষুধের দোকান ও এত সংখ্যায় বাড়েনি। কুয়োর জলস্তর একটু নেমে গেলেই আমরা চোখ বুঝে বাড়িতে, চাষের জমিতে, কারখানায় সর্বত্র বসিয়ে দিচ্ছি সাবমার্সিবল পাম্প। একটা সাবমার্সিবল পাম্প বসাতে সবমিলিয়ে খরচ ৫০-৬০ হাজার টাকা। কুছ পরোয়া নেই, এই চাকাটা

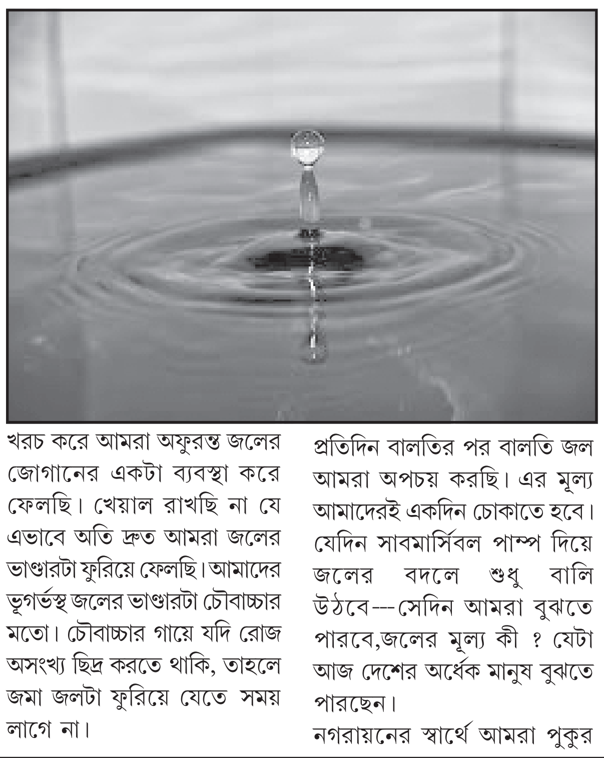

খরচ করে আমরা অফুরন্ত জলের জোগানের একটা ব্যবস্থা করে ফেলছি। খেয়াল রাখছি না যে এভাবে অতি দ্রুত আমরা জলের ভাণ্ডারটা ফুরিয়ে ফেলছি। আমাদের ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারটা চৌবাচ্চার মতো। চৌবাচ্চার গায়ে যদি রোজ অসংখ্য ছিদ্র করতে থাকি, তাহলে জমা জলটা ফুরিয়ে যেতে সময় লাগে না।

নগরায়নের স্বার্থে আমরা পুকুর শহরে এখন সবাই বহুতলের বাসিন্দা। বহুতল মানেই মাটিরতলায় নেমে যাচ্ছে সাবমার্সিবল পাম্পের মোটা পাইপ। সারাদিন হু হু করে উঠছে জল। টয়লেট আমরা যথেষ্ট জল খরচ করছি। গরমে শাওয়ারের তলায় ঘণ্টার পরঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছি। তখন খেয়ালে রাখছি না যে দেশের ৬০ কোটি মানুষের কাছে স্নানের জন্য এক বালতি জল জোগাড় করা প্রতিদিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠছে। এক বালতি জলে আমরা ও স্নান সারতে পারতাম, কিন্তু সেটা না করে স্নান করার নামে প্রতিদিন বালতির পর বালতি জল আমরা অপচয় করছি। এর মূল্য আমাদেরই একদিন চোকাতে হবে। যেদিন সাবমার্সিবল পাম্প দিয়ে জলের বদলে শুধু বালি উঠবে---সেদিন আমরা বুঝতে পারবে,জলের মূল্য কী ? যেটা আজ দেশের অর্ধেক মানুষ বুঝতে পারছেন।

আগেই বুজিয়ে ফেলেছি। নদীর জলও সর্বত্র পর্যাপ্ত নয়। তাছাড়া নদীর জল পরিশোধন করে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার পরিকাঠামো এখনও খুব সামান্য। তাই সাবমার্সিবল পাম্প থেকে যখন বালি উঠবে, তখন আমাদের কাছে বিকল্প কী? একটাই বিকল্প যেটা আজ চেন্নাই, বেঙ্গালুরুতে দেখা যাচ্ছে। জলের ট্যাঙ্কারের সামনে লম্বা লাইন। এক বালতি জলের জন্য মারামারি। অনেক টাকা খরচ করে কিনতে হচ্ছে এক বালতি জল। শহরে,গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ট্যাঙ্কার মাফিয়ারা। এটাও এক নতুন ধরনের পেশা হয়েছে। জমি মাফিযা, সিন্ডিকেট মাফিয়ার মতো ট্যাঙ্কার মাফিযা। যারা চড়া দামে বিক্রি করছে জল। জলাভাব বরাবর গ্রামেই বেশি। সাবমার্সিবল পাম্পের ব্যবহার মুড়ি-মুড়কির মতো বাড়িতে সেই জলাভাবকে ভবিষ্যতের জন্য আরও তীব্র করে তুলছে গ্রামের মানুষ। চায়ের জন্য জলর দরকার রয়েছে। বৃষ্টির জল ধরেই সেই দরকার মেটাতে হবে। তার জন্য পুকুর খুড়তে হবে। জলাভূমি তৈরি করতে হবে। মনে আছে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক করার পর অত্যন্ত সঠিকভাবেই মমতা বন্দ্যোপধ্যায় তাঁর সরকারের প্রথম স্লোগানটি দিয়েছিলেন, ‘জল ধরো, জল ভরো’। কিন্তু সেই স্লোগানের মর্ম আর ক’জনই বা বুঝতে পেরেছিলেন। গরামে গ্রামে বৃষ্টির জল ধরার উদ্যোগ এই আট বছরে ক’জন করেছেন? সাবমার্সিবল পাম্প লাগিয়ে মাটির তলা থেকে হু হু করে জল শুষে নেওয়ার সহজ পন্থা সকলের কাছে গ্রহণীয়। ভুগর্ভের জল ফুরলে চাষবাস চিরতরে বন্ধ হয় যাবে, সে খেয়াল কারও আছে?

মরুভূমির বুকে ইজরায়েল তাদের ভূখণ্ডকে সবুজ করছে সমুদ্রের নোনাজল লবণমুক্ত করে। চেন্নাইয়ে সমুদ্রের জল লবনমুক্ত করার ‘ডিস্যালিনেশন প্ল্যাটি’ তৈরির খরচ বিপুল। ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট’ তৈরি করে ভারতের জলাভাব মেটানো সম্ভব নয়। দেশের ভূখণ্ডের সামান্য অংশ সমুদ্রের তীরবর্তী।সমুদ্রে থেকে দূরবর্তী এলাকায় পরিশুদ্ধ জল পৌঁছবে কীভাবে? নদী বা ভূপৃষ্ঠের জলই আমরা পাইপে করে এখনও অধিকাংশ এলাকাতে পৌঁছতে পারিনি। প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সম্প্রতি স্লোগান দিয়েছেন, ২০২৪-এর মধ্যে দেশের সব ঘরে পাইপের জল পৌঁছে দেওয়া হবে। কিন্তু ২০২৪-এর মধ্যে যদি দেশের বড় অংশে ভূপৃষ্ঠের জল উধাও হয়ে যায়, তাহলে পাইপে করে কী পৌঁছবে? নীতি আয়োগের ভবিষ্যদ্বাণী যদি ঠিক হয়, তাহলে আমাদের ভবিতব্য হল ট্যাঙ্কার মাফিয়াদের হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া। ট্যাঙ্কারের জল এবং বাজার থকে কেনা প্লাস্টিকের বোতল বা জজারের জলই হবে আমাদের জলের একমাত্র উৎস। সেই জলে আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা মিটবে তো?

(সৌজন্যে প্রতিনিধি)

ই-যুগে ইলেকট্রনিক বিজ্ঞান

প্রিয়দর্শী মজুমদার ও সন্দীপকুমার দে

পূর্ব প্রকাশিতের পর

বারাকপুর রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ইলেকট্রনিক্স বিভাগ প্রতিবধর ছাত্রছাত্রী এবং বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে রাজ্য, জাতীয় স্তরের উচ্চতর ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন শাখা ও গবেষণামূলক বিষয়ের উপর আলোচনাচক্রের আয়োজন করে থাকে। এখানে ইকেট্রনিক্সের প্রথিতযশা শিক্ষক তথা বিজ্ঞানীরা তাদের বক্তব্যের মাধ্যমে উপস্থিত সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেন। ইলেকট্রনিক্সের বৃত্তিমুখী বিভিন্ন দিকগুলি নিয়েও আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যমে ইলেকট্রনিক্সের ছাত্রছাত্রীদের চাকরির সুযোগ।

ইলেকট্রনিক সায়েন্সের প্রচারের জন্য যদি এই ধরনের আরও অত্যাধুনিক কিছু উদ্যোগ নেওয়া যায় তবে এই বিষয়টি দিনদিন আরও বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

পরিবেশেষঃ

ইলেকট্রনিক্সের বিপুল ব্যাপ্তি এবং উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, জীবিকা ও স্বনিযুক্তি প্রকল্পের যথেষ্ট পরিমাণ সুযোগসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে এই বিষয়টি উচমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, সিবিএসই, আইএসই সবার কাছেই ব্রাতা। কোনও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিদ্যালয়ে এই বিষয়টি পড়ানো হয় না। তাই এই বিষয়টি বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরানো ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রায় অজানাই থেকে যাচ্ছে। ইলেকট্রনিক্সের মতো অন্যান্য কিছু প্রয়োগমূলক বিষয় যেমন কম্পিউটার বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান অনেক আগেই উচ্চমাধ্যমিকের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেখানে ইলেকট্রনিক্স উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যার পাঠ্যসূচির কেবলমাত্র একটি বা দুটি অধ্যায়ে অতি সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও পদার্থবিদ্যার ব্যবহারিক পাঠ্যক্রমে ইলেকট্রনিক্সের কিছু হাতে কলমে কাজ অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের বিষয়-শিক্ষক না থাকায় এই ব্যবহারিক অংশটি

অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক গুণগত মান-ও পড়ানোর সুযোগ থাকে না। ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীদের ইলেকট্রনিক্সের বিভিন্ন প্রস্তুত প্রকল্প করে আনতে বলা হয়, কিন্তু তার সঠিক পরিচালনা দেওয়া হয় না ওতার প্রয়োগও শেখানো হয় না। তাই ছাত্রছাত্রীরা বাধা হয় বিদ্যালয় বহির্ভূত বিভিন্ন সংস্থা থেকে এই প্রকল্পগুলির কার্যকারিতা না বুঝেই তৈরি করায়। অথচ যে সমস্ত বিদ্যালয়ের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পদার্থবিদ্যা ও কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়গুলি রয়েছে সেখানে খুব স্বল্প খরচেই এই পাঠ্যক্রমটি চালু করা যায়। ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহারিক অংশে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার দুটিরই প্রয়োগ থাকায়, সফটওয়্যার অংশটি কম্পিউটার প্রয়োগশালায় ও হার্ডওয়্যার অংশটিতে সামান্য কিছু স্বল্প খরচের যন্ত্রপাতি কিনে নিয়ে পড়ার সুযোগ থাকত তবে স্নাতক (সাম্মানিক/কারিগরী) স্তরে যে সমস্ত ছাত্র বা ছাত্রী ইলেকট্রনিক্স পড়ছে তারা এই বিষয়ে সম্বন্ধে আরও সমৃদ্ধ হয়ে আসত। শুধুমাত্র তাই নয়, স্নাতকস্তরে এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীর সংক্যা আরও বৃদ্ধি পেত। বর্তমান ইলেকট্রনিক্সের স্নাতম ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীরা স্কুল সার্ভিস কমিসনের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পাচ্ছে, এটি খুব ভালো উদ্যোগ। কিন্তু খুব বেশি কলেজে ইলেকট্রনিক্স না থাকায়, এই ধরনের আবেদনকারীর সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু পাশ করার পর এরাই যখন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে নিযুক্ত হচ্ছে তাদের উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পদার্থবিদ্যার পাঠদান ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না। এমনকী মুষ্টিমেয় কয়েকটি কলেজ ছাড়া কোনও সরকারি কলেজেই এই বিষয়টি পড়ানো হচ্ছে না। তাই অদূর ভবিষ্যতে সরকারের সহেযোগিতায় এই বিষয়টি উচ্চামাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ও স্নাতক স্তরে আরও অনেক মহাবিদ্যালয়ে চালু হয়ে আরও জনপ্রিয় হবে, ছাত্রাছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করবে, চাকরি ক্ষেত্রে তাদের ভবিষ্যৎ আরও সুদৃঢ় হবে এবং নতুন দিশা দেখাবে এই বিষয়ে আশা করা যায়।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

শুক্রবার আগরতলা জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে রাজ্য মহিলা কমিশন এক কর্মশালা আয়োজন করেছে। ছবি নিজস্ব।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করবে সিপিসি : চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৫।। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবশালী নেতা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সং তাও নিশ্চিত করেছেন যে তার দল কমিউনিস্ট পার্টি অব চায়না (সিপিসি) সমঝোতার ভিত্তিতে দীর্ঘদিনের রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।তিনি বলেন, 'সমঝোতার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধানে আমরা অং সান সুচিসহ মিয়ানমারের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করবো।'

শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় দিয়াওউনতাই রাষ্ট্রীয় গ্রেস্ট হাউসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে স্যাতকালে সিপিসি নেতা এ আশ্বাস দেন।বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সভায় যোগদান এবং চীনের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ৫ দিনের সরকারি সফরে এখন চীন রয়েছেন।

সিপিসি নেতার সঙ্গে স্যাৎ শেষে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য লেখক মো. নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে ব্যাপক উন্নয়নের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সং তাও আরো আশ্বস্ত করেন যে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় চীনের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।তিনি বলেন, 'দু'দেশের মধ্যে বর্তমানে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে এবং বাংলাদেশে উন্নয়ন অভিযাত্রায় আমরা আমাদের সমর্থন অব্যাহত রাখবো।'

সিপিসি নেতা বাংলাদেশের অত্যন্ত বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের উল্লেখ করে এতে 'বিশ্বে দুর্লভ' বলে বর্ণনা করেন।এর জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ বিগত অর্থবছরে ৮ দশমিক ১ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। অপরদিকে চলতি অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ জিডিপি অর্জনের ল্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।সিপিসি ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মধ্যকার সম্পর্ক আরো গভীর হবে বলে সং তাও আশা প্রকাশ করেন।কেবলমাত্র উচ্চপর্যায়ে নয়, বিভিন্ন পর্যায়ের আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দল চীন সফর করবে বলে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'এই সফরের মাধ্যমে দু'টি দলের মধ্যকার বন্ধন আরো দৃঢ় হবে।'

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শিগগিরই একটি সিপিসি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করবে।

বৈঠকের শুরুতেই সিপিসি নেতা চীন সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান।চীনকে বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও সিপিসি'র মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।তিনি ১৯৯৩ সালে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে চীনে তাঁর প্রথম সফরকে স্মরণ করে বলেন, সফরের পর থেকেই উভয় পরে মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তি মজবুত হয়।তিনি বলেন, 'আমরা সব সময় চেষ্টা করব যাতে আমাদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক বজায় থাকে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও চীন উভয়ের ল্য এক দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।তিনি বলেন, 'আমাদের সরকার ল্য অর্জনে অপ্রত্যাশিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।'বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা, ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের চীন সফরের কথা স্মরণ করেন।তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভ্রমণের কথায় ভবিষ্যতে একটি 'নতুন চীন' তৈরি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেছিলেন।শেখ হাসিনা বলেন, 'এখন আমি সেটাই দেখছি বঙ্গবন্ধু ভ্রমণের পর যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।'এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, তিনি এখন বঙ্গবন্ধুর ডায়েরি থেকে 'নিউ চীন' নামে একটি বই সম্পাদনা করছেন। তিনি বলেন, 'চীন নিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত বইটি শিগগিরই প্রকাশিত হবে।'সিপিসি নেতা এই বইটি চীনা ভাষাতে অনুবাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, তারা প্রকাশ করার পর চীনা জনগণের মধ্যে বইটি বিতরণ করবে।প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এর ৭০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলে চীনা জনগণ ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টিকে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ ও শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ ফারুক খান, পররাষ্ট্র সচিব মো. শহিদুল হক ও চীনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম ফজলুল করিম অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

লোডশেডিং, উত্তেজিত জনতা ভাঙচুর চালালো বিদ্যুৎ অফিসে

সিউড়ি ৫ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবার রাত পৌনে দুটো নাগাদ বৃষ্টির পর বীরভূমের সিউড়ির ২ নাম্বার ব্লক পুরন্দরপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় দীর্ঘক্ষন ধরে বিদ্যুৎ পরিষেবা বিচ্ছিন্ন থাকার পর মধ্যরাতে ক্ষিপ্ত জনতারা পুরন্দরপুর পাওয়ার সাবস্টেশনে একত্রিত হয়ে ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় এক বিদ্যুৎ কর্মীকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত দশটা নাগাদ ব্যাপক বৃষ্টি হওয়ার পর বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। বিদ্যুৎ কর্মীদের ফোন মারফত বারবার জানানো সত্ত্বেও কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তারা। রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ না আসায় তারা জড়ো হয় সাবস্টেশনের সামনে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ কর্মীদের অভিযোগ, রাত্রি পৌনে দুটো নাগাদ স্থানীয় জনতা পুরন্দরপুরের পাওয়ার সাবস্টেশনে এসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে অফিসের বিভিন্ন জিনিসপত্র। সাথে সাথে কর্তব্যরত এক কর্মীকে মারধরও করা হয়।

গতকাল রাতে অফিসের দায়িত্বে থাকা বিদ্যুৎকর্মী রাজকুমার মাইতি জানান, 'গতকাল রাতে ঝড় বৃষ্টির পর থেকে যে আমাদের ফিডার রয়েছে সেই ফিডারটি বসে যায়। বারবার চেষ্টা চালানো সত্ত্বেও সেই ফিডারটি ঠিক করা সম্ভব হয়নি। আর তাছাড়াও রাত দশটার পরে আমাদের আউট সোর্সের কোন ব্যবস্থা না থাকায় আমরা বিদ্যুৎ চালু করতে পারিনি। তারপর রাত পৌনে দুটো নাগাদ কুড়ি জন মত ব্যক্তি এসে আমাদের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে আমাকে মারধর করে এবং অফিসে জিনিসপত্র ভাঙচুর করে। কতগুলি জিনিস ছাড়া নিয়েও চলে যায়।' ঘটনার পর পুরন্দরপুরের বিদ্যুৎ অফিসের তরফ থেকে খবর দেওয়া হয় সিউড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ গিয়ে পুরো ঘটনা তদারকি করে এবং বিদ্যুৎ কর্মীদের বয়ান নেয় ও তদন্ত শুরু করে।

গাজিয়াবাদে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী স্বামী, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

গাজিয়াবাদ (উত্তর প্রদেশ), ৫ জুলাই (হি.স.): স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া লেগেই থাকত। মাঝেমধ্যেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পারতেন প্রতিবেশীরা। অন্য এক মহিলার সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক রয়েছে স্বামীর, এমনই সন্দেহ করতেন স্ত্রী। স্ত্রীর এই সন্দেহের জেরেই চরম পদক্ষেপ নিলেন স্বামী। উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে স্ত্রী ও তিন সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হলেন স্বামী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গাজিয়াবাদে মাসুরি এলাকায়। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, গাজিয়াবাদে মাসুরি এলাকায় স্ত্রী ও তিন সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে স্বামী। ওই ব্যক্তির পকেট থেকে সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে, তাতে উল্লেখ-স্ত্রী সর্বদাই তাঁকে সন্দেহ করত। এই কারণেই স্ত্রী ও তিন সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী হয়েছে সে। মামলা রুজু করে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শুক্রবার সকালে বাড়ি থেকে স্ত্রী-স্বামী ও তিন সন্তানের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

অবাস্তব অংকের হিসেবকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামছে পাকিস্তান

লন্ডন, ৫ জুলাই (হি.স.) : এক অবাস্তব অংকের হিসেবকে সামনে রেখে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের লিগ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে নামছে পাকিস্তান। শুক্রবার লর্ডসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টস হারলেই পাকিস্তানের সেমিফাইনাল খেলার স্বপ্ন ধুলোয় মিশে যেতে পারে।

অঙ্কের নিরিখে পাকিস্তানের শেষ চারের সম্ভাবনা এখনও জিইয়ে রয়েছে। তবে বাস্তবে সেটা কার্যত অসম্ভব। ক্রিকেটের মক্কায় বাংলাদেশকে হারালে চার নম্বরে থাকা নিউজিল্যান্ডের ১১ পয়েন্ট ছুঁয়ে ফেলা সম্ভব সরফরাজদের পক্ষে। তবে দু'দলের নেট রানরেটের ফারাক এতটাই যে শুধু জয়ে কিউয়িদের টপতে চার নম্বরে উঠে আসা সম্ভব নয় পাকিস্তানের। চাই তিনশোর বেশি ব্যবধানে জয়। হিসেব অনুযায়ী, প্রথমে ব্যাট করে পাকিস্তান ৩৫০ রান তুললে বাংলাদেশকে ৩৯ রানে অলআউট করতে হবে সরফরাজদের। অর্থাৎ জিততে হবে ৩১১ রানের ব্যবধানে। পাকিস্তান ৪০০ রান তুললে বাংলাদেশকে মুড়িয়ে দিতে হবে ৮৪ রানে। জিততে হবে ৩১৬ রানের ব্যবধানে। সরফরাজরা ৪৫০ রান করলে মাফরাফিদের অলআউট হতে হবে ১২৯ রানে। পাকিস্তানকে ম্যাচ জিততে হবে ৩২১ রানে।

তবে পাকিস্তান যদি টস হারে, তবে সেই মুহূর্তেই তাদের সামনে বন্ধ হয়ে যেতে পারে সেমিফাইনালের দরজা। কেননা, বাংলাদেশ টস জিতে প্রথমে ব্যাট করলে, তাদের ঝুলিয়ে দেওয়া টার্গেট যদি এক ওভারেও টপকে যায় পাকিস্তান, তাহলেও তাদের পক্ষে কোনও ভাবেই শেষ চারে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নেট রানরেটে পৌঁছনো সম্ভব নয়। অবশ্য বাংলাদেশ যদি টস জিতে পাকিস্তানকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়, তবে লাইফ লাইন পেতে পারে পাকিস্তান। ৯ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট সংগ্রহ করা নিউজিল্যান্ডের নেট রানরেট ০.১৭৫। ৮ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট সংগ্রহ করা পাকিস্তানের নেট রানরেট এই মুহূর্তে -০.৭৯২। রান রেটের এই ফারাক দূর করতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিরাকল কিছু করে দেখাতে হবে পাকিস্তানকে। তবে আশাবাদী নয় অন্ধ পাক সমর্থকরাও।

বাংলার অধিকার ফিরিয়ে দিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৬ জুলাই (হি. স.) : রাজ্যের বাংলা নামের অধিকার ফিরিয়ে দিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ফের দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গের নামবদল প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার

তৃণমূল-কংগ্রেস-বামেরা একযোগে কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি প্রধানমন্ত্রীকে ইতিমধ্যে চিঠি দিয়েছি। বাংলা নামের অধিকার তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করছি।''

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিভিন্ন সালের উল্লেখ করে অধিবেশনে বলেন, ২০০৩ থেকে এ ব্যাপারে আমরা ৮ বার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে যা যা জানতে চাওয়া বা শোধরাতে বলা হয়েছিল, তা করা হয়েছে। আমরা বাংলা নাম চেয়েছি। কেউ হয়ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রর সঙ্গে একই নাম হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছেন। কিন্তু ওটা বাংলাদেশ। এটা রাজ্য। পঞ্জাবও তো দুটো আছে। একটা পাকিস্তানে, একটা ভারতে।

গত মঙ্গলবার অধিবেশনে এ বিষয়ে আলোচনা শোনার পর অধ্যক্ষ বলেন, বিষয়টি নিয়ে অতীতে এই অধিবেশনেই সর্বদলীয় সিদ্ধান্ত হয়েছিল। এটির আইনি রূপ দিতে কেন্দ্রকে বলা হবে। পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলের ব্যাপারে রাজ্যের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আর্জি জানানো হবে। এরপর প্রধানমন্ত্রীকে এ ব্যাপারে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের নাম পরিবর্তনের বিষয়টি কতদূর এগিয়েছে, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে সম্প্রতি সংসদে জানতে চান রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর জবাবে লিখিত ভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই জানিয়ে দেন, বিষয়টি উত্থাপনই হয়নি। তাঁর বক্তব্য, নাম পরিবর্তনের জন্য সংসদে বিল পেশ করে সংবিধান সংশোধনী আনতে হয়। কিন্তু সেটা যে হেতু করা হয়নি, তাই নাম পরিবর্তনের বিষয়টি সেই বিল পেশের উপরেই নির্ভর করছে।

এরপর বিষয়টি নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়। শুক্রবার অধিবেশনে সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী সরব হন। তিনি বলেন, সর্বসম্মতভাবে রাজ্যের নাম 'বাংলা' করার প্রস্তাব নিয়ে তা গ্রহণ করতে কেন্দ্রকে পাঠানো হয়েছে। এটার দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। ঝুলিয়ে রাখা উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বিজেপি নেতারা বলেন, করতে দেব না। একি গায়ের জোর নাকি?''

তাঁর বক্তব্য, কোনও রাজ্যের নাম পরিবর্তন করতে হলে আগে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করতে হয়। প্রথমে ২০০৩ সালে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাজ্যের নাম 'পশ্চিমবঙ্গ' রাখতে চান। বিধানসভায় এ ব্যাপারে সর্বসম্মত প্রস্তাব নেওয়া হয়। এর পর ২০১১-র সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যের নাম বদলে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দিতে যথাক্রমে বাংলা, বেঙ্গল ও বঙ্গাল রাখার প্রস্তাব নেয় এ রাজ্যের সরকার। আমরা তার বিরোধিতা করে বলি, একটা রাজ্যের তিন রকম নাম হতে পারে না। এরপর শুক্রবার আলোচনা শেষে অধ্যক্ষ বলেন, ''রাজ্যের নামবদলের বিষয়টি আটকে রাখা আমাদের অধিকারে হস্তক্ষেপের সামিল বলে মনে করছি।

চলতি বছরের বাজেটকে 'সুষম বাজেট' বললেন শিল্পপতিরা

কলকাতা, ৫ জুলাই (হি.স.): ২০১৯-২০ আর্থিক বছরের বাজেটকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন বাংলা বাণিজ্য বিভাগের সকল শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতিরাঊ তাঁদের মতে এই বছরের বাজেট 'সুষম বাজেট'। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের চেয়ারম্যান তথা ওয়েস্টার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির প্রবীন সদস্য রাজন ভাসওয়ানির মতে, ''অর্থমন্ত্রীর ঘোষণায় আরও রাস্তা, রেলওয়ে পথ, বন্দর এবং বিমানবন্দর নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১০০লাখ কোটি টাকা ব্যয় করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এর ফলেন আগামী পাঁচ বছরে দেশে তরুণদের মধ্যে কর্মসংস্থানের প্রসারের ক্ষেত্রে বড় অগ্রগতি হবে। দেশীয় দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও তার ভাবনা সঠিক''। তিনি আরও বলেন, ''এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পরিকাঠামোগত বিকাশ, অর্থনৈতিক বৃদ্ধি এবং রিয়েল এস্টেট উভয় সরাসরি এবং পরোক্ষভাবে লাভবান হবে''।

বার্জার পেইন্টস-র ডেপুটি চেয়ারম্যান তথা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিআই) এর একজন সিনিয়র সদস্য অভিজিত রায় বলেন, পাঁচ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় যাঁদের তাঁদের আয়কর ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমি সমর্থন করিঊ'' পাশাপাশি আগে যে সকল সংস্থাকে তাঁদের ২৫০ কোটি টাকার ব্যবসার বিনিময়ে যে পরিমানে সুদ দিতে হত সেই পরিমান বাড়িয়ে এখন ৪০০ কোটি টাকা পর্যন্ত করা হয়েছেঊ এই সিদ্ধান্তকেও তিনি সমর্থন করেছেনঊ অভিজিত বাবু জানান, ''রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য যদিও কোনও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা নেইঊতাও আমরা আশা করি যে এই বছরের বাজেট প্রস্তাবগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশের পরেই বার্জার পেইন্টস-এর মতো সমস্ত রপ্তানি ভিত্তিক শিল্পকে সহায়তা করবে উন্নতির ক্ষেত্রে।''

ভারতের কেএমপিজি ডিজিটাল পার্টনার তথা বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিআই) এর একজন সিনিয়র সদস্য মনীষ জৈনের মতে, ভারত ডিজিটাল ডেটাতে বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঊ ডিজিটাল অবকাঠামো বিস্তৃত হয়েছে এবং আমরা রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারবঊ 'ভারত নেট' গ্রাম ও শহরের মধ্যে মধ্যে ডিজিটাল বিভাজনের মেটাতে সেতু হিসেবে কাজ করবে''।

অঞ্জলি জুয়েলার্সের ডিরেক্টর এ.ইউ চৌধুরী অবশ্য খুশি নন এই বাজেটেঊ তিনি মনে করেন স্বর্ণের উপর শুল্ক বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য ভাল চিহ্ন নয়ঊ কারণ সোনা জনসাধারণ শুভ অনুষ্ঠানের জন্য কেনে এবং এটি কঠিন সময়ের জন্য একটি নিরাপত্তা হিসাবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে সোনার দাম বাড়লে অনেকেই সোনা কেনার থেকে পিছিয়ে আসবেন।

নতুন বাজেট পুরোনো প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি : অধীর

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.) : নরেন্দ্র মোদী সরকারের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এই নতুন ও পূর্ণাঙ্গ বাজেটে উঠে এসেছে আর্থিক বৃদ্ধির কথা। শুক্রবার সংসদে বাজেট পেশ করেছেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এই বাজেটে বেড়েছে সোনা-পেট্রল-ডিজেলের দাম। মধ্যবিত্তের আয়কর কাঠামো অপরিবর্তিত থাকছে। পুরোনো প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি বলে সংসদে এই বাজেটের সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। তাঁর প্রতিক্রিয়ায়, 'নতুন কিছুই নেই। নতুন বাজেট পুরোনো প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তিই হয়েছে।' ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের এই পূর্ণাঙ্গ বাজের পেশ শেষে লোকসভায় কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা অধীর চৌধুরী জানালেন, 'নতুন ভারত গঠনের কথা বললেও বাজেটে সেই পুরোনো প্রতিশ্রুতিরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।' তিনি আরও বলেন, 'এই বাজেটে নতুন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের কোনও পরিকল্পনা নেই। কোনও নতুন উদ্যোগ নেই বাজেটে।' প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ৪৯ বছর পর ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করলেন মহিলা অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। ১৯৭০ সালে বাজেট পেশ করেছিলেন ততালীন প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। সেই শেষ, ২০১৯-এর আগে কোনও মহিলা অর্থমন্ত্রীকে বাজেট পেশ করতে দেখেনি ভারতবাসী।

হাতির তাণ্ডব অব্যাহত মেটেলি ব্লকে

মেটেলি, ৫ জুলাই (হি. স.) : জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকে হাতির তাণ্ডব অব্যাহত। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে একটি হাতি গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে প্রথমে টিলাবাড়ি বস্তিতে হানা দেয়। সেখানে অনিল ওঁরাও নামে এক ব্যক্তির বাড়ির রান্নাঘর ভেঙে দেয়। এরপর হাতিটি ঢুকে পড়ে টিলাবাড়ি ওজন লাইনে। সেখানে হাতিটি এতোয়া ওঁরাওয়ের ঘর ভেঙে দেয়। নষ্ট করে দেয় যাবতীয় আসবাবপত্র। সারারাত দুটি এলাকায় তাণ্ডব চালিয়ে ভোরের দিকে আবার জঙ্গলে ফিরে যায় হাতিটি।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদর অফিসের সংস্কারে সম্মতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.) : ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদর অফিস সংস্কারের সম্মতি দিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে একথা ঘোষণা করেন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত। এর আগেই মে মাসে সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াতের সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে চারটি পৃথক অধ্যয়নের আদেশ দেয় ভারতীয় সেনা। এরপর এদিন সদর অফিসের সংস্কারে সম্মতি দিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

ইতিমধ্যেই সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে দুর্নীতির ক্ষেত্রে নজরদারি এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সেনাবাহিনীর প্রধানের অধীনে মেজর জেনারেল র্যাঙ্কের একজন নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে, যিনি সরাসরি তাদের কাছে রিপোর্ট করবেন এবং অন্য একটি পদে সেনাবাহিনীর জন্য একটি পোস্ট তৈরি করা হয়েছে, যা মানবাধিকারের বিষয়গুলি তত্ত্বাবধান করবে। অন্যদিকে, পাকিস্তান প্রসঙ্গে এদিন সেনাপ্রধান বিপিন রাওয়াত বলেছেন, 'কারগিলের মতো আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না কারণ, বর্তমানে অনধিকৃত অবস্থায় এমন কোনও জায়গা নেই। তাছাড়া, ইতিপূর্বে যে পাল্টা আক্রমণ পাকিস্তান ফেরত পেয়েছে তারপর তারা আর কারগিলের মতো আক্রমণের ছক কষবে বলে আমি মনে করি না।'

মুজফফরপুরে এনসেফেলাইটিসের সংক্রমণ অব্যাহত, শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ১৪০

মুজফফরপুর, ৫ জুলাই (হি.স.): বিহারের মুজফফরপুরে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিন্ড্রোম (এইএস)-এর প্রকোপ। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে আরও দু'টি শিশুরঊ তাঁদের নিয়ে বিহারের মুজফফরপুরে এখনও পর্যন্ত এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল ১৪০ঊ হাসপাতাল সূত্রের খবর, মৃতদের অধিকাংশই কিশোর-কিশোরঊ মুজফফরপুর জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে আরও দু'টি শিশুরঊ সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪০। ১৪০টি শিশুর মধ্যে মুজফফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (এসকেএমসিএইচ)-এ মৃত্যু হয়েছে ১১৯টি শিশুরঊ এছাড়াও মুজফফরপুরের বেসরকারি কেজরিওয়াল হাসপাতালে ২১টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

গত কয়েক বছরের তুলনায় মুজফফরপুরে এবার ভয়াবহ হয়ে উঠছে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিন্ড্রোম (এইএস)-এর প্রকোপঊ চিকিতার অভাব, নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু হচ্ছে শিশুর, তা রীতিমতো চিন্তায় ফেলে দিয়েছে নীতীশ কুমার সরকারকেঊ বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশু-মৃত্যুর কারণ অপুষ্টিঊ কেউ কেউ আবার বলেছেন, লিচুর বিষ থেকেই শিশু মৃত্যুর ঘটনা ঘটছেঊ মাত্রাতিরিক্ত গরমকেও শিশু-মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা ঃ এক বছরের হাজতবাসের নির্দেশ ভাইকোর

চেন্নাই, ৫ জুলাই (হি.স.): এমডিএমকে প্রধান ভাইকোর বিরুদ্ধে ২০০৯ সালে তামিলনাড়ুতে ততালীন ডিএমকে সরকারেরর আনা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় এক বছরের হাজতবাসের নির্দেশ দিল চেন্নাই আদালত। এই মামলায় ১০,০০০ টাকা জরিমানাও দিতে হবে তামিল নেতা ভাইকোকে। শুক্রবার এই মামলার শুনানি শেষে এমডিএমকেপ্রধান অবশ্য জানিয়েছেন, তিনি কারও উদারতা চাননি। এর আগে এই মামলার শুনানি চলাকালীন স্থগিতাদেশ চেয়ে এমডিএমকে প্রধান ভাইকোর পক্ষ থেকে একটি পিটিশন পেশ করা হয়েছিল। তারপর মামলার চূড়ান্ত শুনানির দিন এক মাস পিছিয়ে যায়। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে তাঁর বই ''নান কুটরাম সত্তুজিরেন'' (বা, ''আই এম মেকিং দ্য অ্যাকুসেশন'') প্রকাশের সময় একটি ভাষণে ভাইকোর বিরুদ্ধে ধারা ১২৪ (এ)-এর অধীনে একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দায়ের করে ততালীন ডিএমকে শাসনাধীন পুলিশ। এর ১০ বছর পর, শুক্রবার এই মামলার চূড়ান্ত শুনানি শেষে এমডিএমকে প্রধান ভাইকো-কে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছরের কারাবাস এবং ১০,০০০ টাকার জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে চেন্নাই আদালত।

শুক্রবার ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদের চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব নিলেন রাজীব ভট্টাচার্য। ছবি-নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অভিনয় থেকে ফের বিরতি নিলেন ইরফান খান

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনেকদিন ধরেই তাঁর অসুস্থতার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। শোনা গিয়েছিল নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমার হয়েছে তাঁর। খবর অনুযায়ী, লন্ডনে চিকিতা করিয়ে এই বছরের শুরুতেই দেশে ফিরেছেন অভিনেতা ইরফান খান। ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন পরবর্তী ছবি ”আংরেজি মিডিয়াম”-এর শুটিংও। ছবির প্রথম অংশের শুটিং হয়েছে

রাজস্থানে। জয়পুরে শুটিং শেষ হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই। এরপরের গন্তব্য লন্ডন।সূত্রের খবর অনুযায়ী, লন্ডনে শুটিং শুরুর আগে কিছুদিনের জন্য কাজ থেকে বিরতি নিয়েছেন ইরফান। স্ত্রী সুতপা শিকদারের সঙ্গে সময় কাটাবেন তিনি। চলতি বছরের শুরুতে চিকিৎসার পর যখন ইরফান দেশে ফেরেন, তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল অনুরাগীরা। এরপর তাঁর অভিনয়ের জগতে ফেরার খবরে খুশি সিনেমাপ্রেমীরা।লন্ডনে শুটিং শুরু হলেই ”আংরেজি মিডিয়াম” টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন করিনা কাপুর খান। ছবিতে তিনি অভিনয় করছেন একজন পুলিস আধিকারিকের চরিত্রে। এই প্রথম বার কোনও ছবিতে ইরফান এবং করিনাকে একসঙ্গে দেখা যাবে। শোনা যাচ্ছে এই ছবিতে করিনা কেমিও চরিত্রে থাকলেও শুধু ইরফান খানের জন্যই তিনি কাজ করতে উৎসাহী। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন হোমি আদাজানিয়া। প্রযোজনা করছেন দিনেশ বিজন তাঁর ম্যাডক ফিল্মসের ব্যানারে। ছবিতে ইরফানের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন রাধিকা মদন। আগামী বছর ২৪ এপ্রিল মুক্তি পাবে ”আংরেজি মিডিয়াম”।

ভক্তের আকস্মিক মৃত্যু শোকজ্ঞাপন রণবীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা: কিছু অনুরাগীদের কাছে তাঁদের প্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রী ভগবানের মতো। কিছু ভক্ত আছেন তাঁরাও তাঁদের প্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতে পারার সুবাদে তারকাদের কাছে পরিচিত হয়ে যান। রণবীর সিং-এর এমনই এক ভক্তের অকালপ্রয়াণের খবর সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন চিত্রগ্রাহক ভাইরাল ভয়ানি। সেই ভক্তের নাম যতীন দুলেরা। রণবীরের সঙ্গে যতীনের একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলে ভাই। রণবীর সিং-এর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত যতীন দুলেরার আজ অকালপ্রয়াণ হল। ও অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল আর তখনই তার শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। যতীনের কোনও খারাপ অভ্যাস ছিল না। ছোট বয়সে সে তার বাবাকে হারায় এবং তাঁর আরও দুজন ছোট ভাইবোন রয়েছে। বান্দ্রাতে তার অফিস ছিল যেখানে ফারহান আখতারেরও অফিস রয়েছে। ও অনেকবার আমাকে অভিনেতাদের ছবি বা ভিডিও দিয়ে সাহায্যও করেছে। শিবাজি পার্কে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। এভাবেই হাসতে থেকো যতীন, আমরা তোমাকে

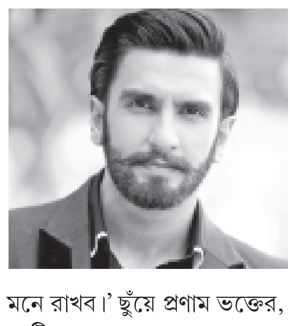

মনে রাখব।' ছুঁয়ে প্রণাম ভক্তের, নেটিজেনদের আক্রমণের মুখে রণবীর কাপুরভক্তের মৃত্যু খবর পেয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন রণবীর সিং নিজেও। তাঁর স্মরনে ছবি পোস্ট করেন সোশাল মিডিয়ায় রণবীর লেখেন, 'শান্তিতে থেকো' সঙ্গত, রণবীর এই মুহূর্তে তাঁর আগামী ছবি কবীর খান পরিচালিত ”৮৩”-শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তারই ফাঁকে এই দুঃসংবাদ শুনে প্রিয় ভক্তকে স্মরণ করতে ভোলেননি অভিনেতা।

তারকা নয়, ১৭ বছর পর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে সাদামাটা ভাবেই ধরা দিলেন সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মালডিহা গ্রামে। তবে কর্মসূত্রে আপাতত মুম্বইতেই থাকেন সুশান্ত সিং রাজপুত। প্রথমে হিন্দি ধারাবাহিক ”পবিত্র রিস্তা”, তারপর কাই পো চে, এম এস ধোনি, কেদারনাথ সহ একাধিক ছবির মাধ্যমে অভিনেতা সুশান্ত এখন জনপ্রিয়তার শিখরে। কাজের ব্যস্ততার কারণেই দীর্ঘদিন হল দেশের বাড়িতে যেতে পারেননি সুশান্ত। অবশেষে দীর্ঘ ১৭ বছর পর সম্প্রতি নিজের দেশের বাড়ি মালডিহাতে গিয়েছিলেন সুশান্ত সিং রাজপুত। উদ্দেশ্য, প্রয়াত মা ও ঠাকুমার ইচ্ছাপূরণ করা।সমস্ত স্টারডম ভুলে নিজের গ্রামের বাড়ির সমস্ত সদস্য, আত্মীয়-স্বজন ও পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিশে গেলেন বলিউড তারকা। আত্মীয়-বন্ধু বান্ধবদের কাছে সুশান্ত সেখানে তারকা নন, একেবারেই তাঁদের কাছের মানুষ। দেশের বাড়িতে যাওয়াই নয় সেখানকার খগড়িয়ার ভগবতী মন্দিরে পুজোও দেন সুশান্ত। প্রাচীন রীতি মেনে সমস্ত রীতি নীতি শেষ করার পর নিজের চুলও কেটে ফেলেন অভিনেতা।তারকা সুশান্তের এই সাদামাটা জীবন কাটানোর ছবি ও ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। কখনও সুশান্তকে খালিপায়ে গ্রামের মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গেছে, কখনও বা বাইক নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে কিংবা মাচায় বসে আড্ডা মারতে।”স্পট বয়” সূত্রে খবর, সুশান্তের পৈত্রিক বাড়ি মালডিহা গ্রামে হলেও পরবর্তীকালে সুশান্তের পরিবার পাটনাতে চলে আসেন, সেখান থেকে বসবাস শুরু করেন দিল্লিতে। ২০০২ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে মা করে হারিয়েছিলেন সুশান্ত। মায়ের মৃত্যুর পরই সুশান্তের পরিবার মালডিহা ছেড়ে পাটনায় চলে আসে। পরবর্তীকালে দিল্লিতে গিয়ে নিজের পড়াশোনা শেষ করেন অভিনেতা। গ্রামের বাড়িতে সুশান্তের সঙ্গে দেখা যায় তাঁর বাবা কে কে সিং কেও।

সলমন খান আর অজয় দেবগনের সঙ্গে এ কোন সম্পর্কের কথা বললেন তাব্বু !

নয়াদিল্লি: ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে নিজেকে একটি দারুণ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন। প্রচুর হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, নিজের জন্য তৈরি করেছেন দু”টি নির্শত সম্পর্কও।
কথা হচ্ছে বলিউড নায়িকা তাব্বুর। এই কর্মজীবনের ফাঁকেই তাঁর জীবনে এমন দু”জন এসেছেন, যাঁদের ওপর তিনি চোখ বুজে ভরসা করতে পারেন। তাঁরা হলেন সলমন খান আর অজয় দেবগন।সলমন আর অজয়ের সঙ্গে তাঁর নিঃশর্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক। এক সঙ্গে কাজ করতে করতে এক সময় একই পরিবারের সদস্যের মতোই হয়ে গিয়েছেন তিন জনে। তিনি বিশ্বাস করেন, এই সম্পর্কের কোনো দিন বিনাশ ঘটবে না।৪৭ বছরের তাব্বু সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এই দুই জনের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ নিঃশর্ত। গোটা কর্মজীবনের সঙ্গে তাঁরা জড়িয়ে-পাকিয়ে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, সহকর্মী থেকে একই পরিবারের সদস্যে পরিণত হয়েছেন। এঁদের দুই জনের সঙ্গেই কাজ করতে এসেই পরিচয়। কিন্তু এখন সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে, যেখানে তিনি জানেন তাঁরা কোনো অবস্থায় তাঁকে একা ছাড়বেন না। এঁরা এমন মানুষ যাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতেরর পর কাজের গণ্ডি পেরিয়ে ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান। এমন নয় যে, এই সম্পর্ক সারাক্ষণ একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বা একে অপরের থেকে অনুগ্রহ নিয়ে দৃঢ় হয়েছে। বা সারাক্ষণ কৃতজ্ঞতা বা বন্ধুত্বের প্রচার করে যাওয়া হয়। বরং এর ভীতটাই তৈরি হয়েছে ভরসা, বিশ্বাস আর ভালোবাসা দিয়ে। তাই তিনি এই দু”জনকে নিঃশর্ত ভাবে ভালোবাসেন।- মালাইকার শরীরচর্চার ভিডিও দেখে অমৃতা বলছেন ”শো অফ”তিনি বলেন, সলমনের সঙ্গে সম্পর্কটা কেমন যেন কোনো রকম লেনদেনের সম্পর্কহীন। কোনো রকম নামহীন একটা সম্পর্ক।১৯৯৪ সালে তাব্বু প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন ”বিজয়পথ” ছবিতে। তাঁর বিপরীতে ছিলেন অজয়। অজয়ের সঙ্গে তাঁর অন্যান্য ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে, ”হকিকত”, ”তক্ষক”, ”দৃশ্যম”, ”ফিতুর”, ”গোলমাল এগেইন”। সামনেই আসতে চলেছে পরবর্তী ছবি ”দে দে প্যায়ার দে”।সলমনের সঙ্গে তাব্বু অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে, ”বিবি নম্বর ১”, ”হাম সাথ সাথ হ্যায়”, ”জয় হো”। সামনেই আসছে নতুন ছবি ”ভারত”।

আমার ছবিগুলো তথ্যচিত্র হতে পারে, বললেন আয়ুষ্মান খুরানা

আমার প্রত্যেকটা ছবিতে একটা বার্তা থাকে আর বার্তা ছাড়া কি তা কখনও সমাজে পৌঁছানো যায়? আমার প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু তথ্যচিত্র হতে পারে এমনটাই বললেন অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি ছবিতেই কোনও না কোনও বার্তা থাকে আর সেই বার্তা সমাজে এক আলাদা মাত্রা ফেলে দেয়। ”ভিকি ডোনর” দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেছেন তিনি। এরপর ”শুভ মঙ্গল সাবধান”, ”বরেলি কি বরফি”, ”বাধাই হো”-র মতো জনপ্রিয় ছবিতে কাজ করেছেন।এই প্রত্যেকটি ছবিতে অভিনেতা সমাজে বার্তা দিয়েছেন।সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে আয়ুষ্মান বলেন, তাঁর প্রত্যেকটি ছবি তথ্যচিত্র হতে পারে। ”আর্টিকেল ১৫” তথ্যচিত্র হতে পারে? এই প্রশ্ন করা হলে অভিনেতা জানান, কেন নয়? যদি কোনও ছবি সমাজে বার্তা না ফেলতে পারে তাহলে কি তার কোনও মানে আছে? আমার মনে হয়, আমি যতগুলো ছবিতে কাজ করেছি সেই

সব ছবিগুলো তথ্যচিত্র হতে পারে।তিনি আরও বলেন, ছবিতে এন্টারটেনমেন্ট থাকা দরকার। তবে তো সবাই ছুটে আসবে দেখার জন্যে। নতুবা কোনও কিছুই হবে না। যদি সেই সমস্ত ছবি উতসবে মুক্তি পায় তাহলে তা দেখার কোনও মানে হয় না। কারণ মানুষ ছবির বিষয়বস্তু আগে থেকেই জেনে গেছে। সেই বিষয়ে তারা অবগত। কিছুদিন আগেই ”আর্টিকেল ১৫”-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে। আর সেখানে অভিনেতাকে পুলিশের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। ছবিতে চরিত্রের নাম হচ্ছে অয়ন। উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ সমাজ এই সিনেমা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গেছে।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।
শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।
বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট । এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।
তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।
কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেট যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না।
সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।
পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?
চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।
চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।
চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আরেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট।
শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

গেম ইজ ওভার”, আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে হুইল চেয়ারে বন্দি তাপসীকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাড়িতে একাই রয়েছেন, বেশ কয়েকদিন ধরেই কোনও একটি কারণে বেশ আতঙ্কিত তাপসী পন্নু। কোনওকিছু নিয়ে তিনি যে বেশ উদ্বিগ্ন তা তাঁকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। জখম পা নিয়ে হুইলচেয়ারে বসে থাকা তাপসীকে কোনও এক আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই এই আতঙ্ক থেকে বের হতে পারছেন না। মিলছে না স্বস্তি। মঙ্গলবার মুক্তি পাওয়া ”গেম ইজ ওভার” ছবির টিজারে এভাবেই ধরা পড়েছেন তাপসী পন্নু। গোটা ট্রেলার জুড়ে যেন এক অদৃশ্য আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে অভিনেত্রীকে। তাঁর কম্পিউটারে অবিরত চলছে ”প্যাক ম্যান” গেম। ট্রেলার দেখে অনুমান করা যায় ছবিতে তাপসীর চরিত্রটা একজন ভিডিও গেম ডিজাইনারের। ট্রেলারে দেখা যাচ্ছে তাপসীর আতঙ্ক শুরু হয় তাঁর বাড়িতে কোনও এক ব্যক্তির কড়া নাড়ার আওয়াজে। বেশ বোঝা যায় বাড়িতে উপস্থিত কোনও এক আযাচিত অতিথি। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। প্রতি মুহূর্তে এই আতঙ্কই তাড়া করে বেড়াতে থাকে তাঁকে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে কোনও এক ব্যক্তিকে দেখতেও পান তিনি, তারপর? ট্রেলারটি শেষ হয়েছে হুইল চেয়ার থেকে তাপসীর পড়ে যাওয়া ও কম্পিউটারের তার ও ভিডিও গেমসের রিমোটে আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায়। সবমিলিয়ে ”গেম ইজ ওভার”-এর ট্রেলারটি দেখলে আপনারও হৃদস্পন্দন যে বেড়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য।

সলমনের বাবার ধমক খেলেন জ্যাকলিন

আগে হিন্দি শিখে এসো, তারপর না হয় উর্দু ! সলমন খানের বাবা সেলিম খানের কাছে ধমক খেয়ে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা জ্যাকলিনের ! ভাবতে পারছিলেন না, ঠিক কী মন্তব্য করবেন। কী বললে, রাগি সেলিম খানের রাগ একটু হলেও গলবে। তবে কিছু বলার থেকে পুরো ব্যাপারটা হজম করে ফেললেন জ্যাকলিন।গপ্পোটা হল, ২০০৯সালে ”আলাদিন” ছবিদিয়ে বলিউডে পারাখেন জ্যাকলিন।ছবিটি ফ্লপ করলেও, সুন্দরী জ্যাকলিন কিন্তুনজর কাড়েন।তারপর একে একে ”কিক” ও ”রেস থ্রি”। সলমনের সঙ্গেজুটি বাঁধার পরথেকেই খান পরিবারের ঘনিষ্ঠে আসেন জ্যাকলিন। এমনকী, গুঞ্জনেছিল সলমনের সঙ্গেনাকি প্রেম প্রেমসম্পর্কও জ্যাকলিনের।তবে প্রথম থেকেই হিন্দি ভাষা নিয়ে সমস্যা রয়েছে জ্যাকলিনের। বহুবার সলমনেরবলার পরও নাকিহিন্দি ভালো করারব্যাপারে মন দেননিতিনি। শোনাগিয়েছে, জ্যাকলিনের হিন্দিনিয়েও কিছুটা বিরক্তসলমনের বাবা সেলিম। জ্যাকলিন যেইউর্দু শেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন অমনি নাকি ক্ষেপে গিয়ে নায়িকাকে ধমক দিয়েছেন সেলিম !

চোখকে সুস রাখতে চান ?

কিভাবে ভালো রাখবেন আপনার চোখ তা জেনে নেওয়া যাক- ১) বেশিরভাগ অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ”নাইট মোড” বা ”ওয়ার্ম মোড” বলে একটি অপশান থাকে।এই অপশনটি অন করলেই ফোনের স্ক্রিন হলদেটে হয়ে যায়।এর ফলে স্ক্রিন থেকে বের হওয়া ক্ষতিকর নীল রশ্মির পরিমাণ কম থাকে। কোনও কোনও কম্পিউটারের স্ক্রিনেও থাকে এই ওয়ার্ম মোড।২) ট্রেনে বাসে প্রতিদিন অনেকে যাতায়াত করেন।ট্রেন-বাসের হাতলে, সিটে প্রচুর পরিমাণে জীবাণু থাকে।সিট বা হাতলে হাত দেওয়ার পর সেই হাত ভুলেও চোখে দেবেন না।হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে হাত মুছে অথবা বাড়ি ফিরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে তবেই চোখে হাত দেবেন।৩) দিনে বেশ কয়েকবার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিন। বাইরে থেকে এসে অথবা কম্পিউটারে বসে একটানা কাজের করার ফাঁকে চোখে জলের ঝাপটা দিন। কয়েকদিন নিয়মিত করলেই উপকার টের পাবেন।৪) চোখ সুস্থ রাখতে নজর দিন আপনার খাদ্যাভ্যাসেও। রোজ খাবার পাতে রাখুন প্রচুর শাক-সবজি। ভিটামিন ঙ চোখের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ঙ আছে এমন কয়েকটি খাবার হল- রাঙা আলু, গাজর, পালং শাক, ব্রকোলি, লাল শাক, ক্যাপসিকাম, কমলালেবু, টম্যাটো, পেঁপে, পাকা আম ইত্যাদি।

কানের রেড কার্পেটে হিনা খান ! ঝড় উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়

কান চলচ্চিত্র উতসবের রেড কার্পেটে ছোটোপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী হিনা খান। এটি তাঁর প্রথমবার কানের রেড কার্পেটে হাঁটার সুযোগ। কেমন সাজলেন, কেমন হাঁটলেন? এই নিয়ে দর্শক-অনুরাগীদের কৌতুহল আর উতসাহের অন্ত ছিল না। তাই রেড কার্পেটে হিনা খানের হাঁটার পরই ঝড় উঠল সোশ্যাল মিডিয়ায়। কারগিল যুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি শর্ট ফিল্ম ”লাইন”-এর স্ক্রিনিংয়ে গিয়েছিলেন হিনা।একটি সুন্দর ধুসর রঙের ঝলমলে গাউনে ২০১৯ কানের শর্ট ফিল্ম লাইনসের রেড কার্পেটে হাঁটলেন হিনা। ভারত থেকে প্রসূন যোশী এবং একতা কাপুরের সঙ্গে আমন্ত্রিত ছিলেন হিনাও। ছিলেন পরিচালক ভিগনেশ শিবনও।যাইহোক, শুধু কান উতসবে নয়, ছুটি কাটাতে দারুণ আনন্দ করলেন প্যারিস শহরেও। দেখলেন প্যারিসকেও।হিনার রেড কার্পেটের পর টুইটার হ্যান্ডেলে কে, কী প্রতিক্রিয়া দিল নিজেরাই দেখে নিন।

দক্ষিণী অভিনেতা প্রভাসের সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে অবাক হবেন

এএনএম নিউজ ডেস্কঃ রাজনীতির ময়দানে বহু নেতাদের সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে আমরা অবাক হই। কিন্তু বলিপাড়ার এক এক অভিনেতাও পিছিয়ে নেই। তবে দক্ষিণী এই হ্যান্ডসাম অভিনেতার মোট সম্পত্তির পরিমাণ শুনলে আপনি অবাক হবেন। প্রায় সতেরো বছরের কেরিয়ার। দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বড় নাম প্রভাস প্রায় ১৯৬.৩৫ কোটি টাকার মালিক। তাঁর বার্ষিক আয় ৪৫ কোটি টাকা। হায়দরাবাদে প্রভাসের রয়েছে এক বড় ফার্ম হাউজ।
প্রভাস কিছুদিন আগেই একটি গাড়ি কিনেছেন। যার দাম ৬৮ লাখ টাকা। গাড়িটি হল [illegible]। এছাড়াও প্রভাসের কাছে রয়েছে ২ কোটি টাকা মূল্যের

জাগুয়ার। প্রভাসের কাছে রয়েছে আট কোটি টাকা মূল্যের রোলস রয়েজ।

শুক্রবার প্রজ্ঞাভবনে আরব্রিটেশন অ্যান্ড কন্সিলেশন শীর্ষক কর্মশালা আয়োজিত হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়ার হাসপাতালে থাকার বিষয়টি দেখবে মেডিকেল বোর্ড ঃ সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি ঢাকা, ০৫ জুলাই।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া হাসপাতালে থাকার বিষয়টি মেডিকেল বোর্ড এবং প্যারোলে মুক্তির ব্যাপারে দেখবে সরকার। সেতুমন্ত্রী শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন।খালেদা জিয়া সরকারের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে আছেন কিনা সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'তিনি (খালেদা জিয়া) কেন এতোদিন হাসপতালে আছেন সেটা কারা কর্তৃপ বলতে পারবে। তার চিকিৎসার জন্য একটা মেডিকেল বোর্ড আছে, তিনি কতদিন হাসপাতালে থাকবেন সেটা মেডিকেল বোর্ড দেখবে।'

তিনি বলেন, ' তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলে হাসপাতালে থাকবেন কি-না সেটা মেডিকেল বোর্ড দেখবে। তবে, খালেদা জিয়া প্যারোল চাইলে সেটা সরকার দেখবে।' খালেদা জিয়া কি প্যারোল চেয়েছেন এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'কেন চাইবেন। প্যারোলের কতগুলো শর্ত থাকে। যদি কোনো কারণ না থাকে, তাহলে প্যারোল চাইবেন কেন?'

প্রধানমন্ত্রীর চীন সফর নিয়ে বিএনপির মন্তব্য সম্পর্কে জানতে চাইলে সেতুমন্ত্রী কাদের বলেন, চীন আমাদের উন্নয়ন সহযোগী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরে চীনের সঙ্গে ২ বিলিয়ন ডলারের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে। এটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। উন্নয়নের জন্য সমঝোতা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন বিএনপির নেতারা দেখেন না। উন্নয়ন দেখার জন্য তাদের পাওয়ারের চশমা পরা দরকার।

তিনি বলেন, চীন সফরে রোহিঙ্গা ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চীনের কাছ থেকে আশ্বাস পাওয়া গেছে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মিয়ানমারকে চীন চাপ প্রয়োগ করবে।তিনি আরো বলেন, আসলে বিএনপি মতায় থেকে যে প্র্যাকটিসটা করেছে তারা সেটাই দেখছেন। এখন তারা সেটা করতে পারছেন না বলে তাদের এ গাত্রদাহের কারণ। পাবনার ঈশ্বরদীতে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও তৎকালীন বিরোধী দলের নেতা শেখ হাসিনার ট্রেনে গুলি বর্ষণের মামলার রায় নিয়ে বিএনপির অভিযোগ সম্পর্কে কাদের বলেন, কোনো মামলার রায় বিএনপির বিরুদ্ধে গেলে সেটাতে সরকারের হস্তপে বলে অভিযোগ করাটা তাদের গতানুগতিক বক্তব্য। আদালতের কোনো রায় বিএনপির বিরুদ্ধে গেলে সেটা সরকারের ওপর চাপানো বিএনপির পুরোনো অভ্যাস। এতে নতুনত্ব কিছু নেই। বরগুনায় রিফাত হত্যার মামলার প্রধান আসামি নয়ন বন্ড পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হওয়ার বিষয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তো বলেনি এটা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড। আমরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের সমর্থন করি না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের কোনো স্বীকৃতি দেয়নি।

গ্যাসের দাম বাড়ানোর বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, গ্যাসের দাম বাড়ানোর কিছু যৌক্তিক কারণ আছে। এটা পুনর্বিবেচনা করা হবে কি-না সেটা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যাপার। তবে আমার মনে হয় না বিবেচনার সুযোগ আছে। গ্যাসের জন্য এখনও অনেক ভর্তুকি দিতে হয়। সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং নৌ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি, শিা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এমপি, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, উপ-দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়---য়া ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য এস এম কামাল হোসেন।

চীনা বিপ্লবের বীরদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনার শ্রদ্ধা নিবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঢাকা, ০৫ জুলাই।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুক্রবার বিকেলে তিয়েন আনমেন স্কয়ারে চীনা বিপ্লবের বীরদের স্মরণে নির্মিত স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। স্থানীয় সময় বিকেল ৪ টায় প্রধানমন্ত্রী এই পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর চীনের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরদের প্রতি সম্মান জানানোর অংশ হিসেবে তিনি সেখানে কিছুণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।এর আগে প্রধানমন্ত্রী এখানে পৌঁছলে চীনের সশস্ত্র বাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাঁকে রাষ্ট্রীয় সালাম জানায়।এ সময় দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং বিউগলে করুন সুর বেজে ওঠে। পরে প্রধানমন্ত্রী গ্রেট হল অব পিপলে চীনের ন্যাশনাল পিপল'স কংগ্রেস (এনপিসি) চেয়ারম্যান লি ঝাং শু'র সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন।

গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ডাকা অর্ধদিবস হরতালে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে বিএনপি

নিজস্ব প্রতিনিধি ঢাকা, ০৫ জুলাই।। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের ডাকা অর্ধদিবস হরতালে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে বিএনপি।শুক্রবার দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠকের পর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি বলেন, "বাম দল যারা আছেন তারা আগামী ৭ জুলাই হরতাল আহ্বান করেছেন। আমরা এই হরতালের প্রতি নৈতিক সমর্থন জানাচ্ছি। "সারা দেশের মানুষ এই গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিতে তিগ্রস্ত হয়েছেন। সেই কারণে এটা একটা যৌক্তিক হরতাল বলে আমরা মনে করি। সেই কারণেই এই হরতালে আমরা নীতিগত সমর্থন জানাচ্ছি।" উচ্চ দামে আমদানি করা এলপিজিতে ভর্তুকির ভার লাঘবের জন্য সমাজের বিভিন্ন অংশের আপত্তির মধ্যেই সম্প্রতি সব পর্যায়ে গ্যাসের দাম গড়ে ৩২.৮ শতাংশ বাড়িয়েছে সরকার।এর প্রতিবাদে রোববার সারা দেশে আধা বেলা হরতালের ডাক দিয়েছে বামপন্থি দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাম গণতান্ত্রিক জোট।তাদের এই হরতালে ইতোমধ্যে সমর্থন জানিয়েছে কামাল হোসেনের গণফোরাম, আ স ম আবদুর রবের জেএসডি, মাহমুদুর রহমান মান্নার নাগরিক ঐক্য ও অলি আহমেদের এলডিপি। মির্জা ফখরুল বলেন, "জাতীয় স্থায়ী কমিটি মনে করে, গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শুধু মাত্র দুর্নীতির যে ধাপগুলো আছে বিশেষ করে গ্যাস ও জ্বালানি তেল সংক্রান্ত এসবকে অর্থায়ন করার জন্য মূলত গ্যাসের মূল্য বাড়ানো হয়েছে। "গ্যাসের এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে সমগ্র অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এবং সেটা অর্থনীতিকে তিগ্রস্ত করবে বলেই স্থায়ী কমিটি মনে করে। এতে করে প্রত্যেকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়বে, শিল্প উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে, সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।"গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ১ জুলাই জেলা ও মহানগরে বিভে সমাবেশ ও মিছিল করে বিএনপি। "জনগণের সর্বস্তর থেকে এই গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ হয়েছে। বিএনপিসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল কর্মসূচি দিয়েছে, নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু সরকার এটাকে মেনে নেয়নি অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেনি," বলেন ফখরুল। বিএনপি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আর কোনো কর্মসূচি দেবে কি না প্রশ্ন করা হলে বিএনপি মহাসচিব বলেন, "আমরা কর্মসূচি দিয়েছি। বাম দলের কর্মসূচিতে সমর্থন দিলাম।এরপর আমরা চেষ্টা করব যদি অন্য কোনো কর্মসূচি দেওয়া যায়।" বিকাল ৪টা থেকে দুই ঘণ্টা গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে স্থায়ী কমিটির এই বৈঠক হয়। বৈঠকে মহাসচিব ছাড়াও খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মওদুদ আহমদ, জমিরউদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান উপস্থিত ছিলেন। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডন থেকে স্কাইপের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন।

নয়ন বন্ডকে হত্যা করে আসল মদদদাতা যারা তাদেরকে আড়াল করা হয়েছে ঃ মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঢাকা, ০৫ জুলাই।। বাংলাদেশের বরগুনায় প্রকাশ্যে স্ত্রীর সামনে রিফাত শরীফ নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যার প্রধান আসামি নয়ন বন্ডের ক্রসফায়ারে মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিএনপি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, "রিফাত হত্যার পর যে ঘটনাটি ঘটেছে সেটা বাংলাদেশের আইন-আদালত ও রাষ্ট্রের প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে। দেখুন যে, নয়ন বন্ড প্রধান আসামিকে ক্রসফায়ারে হত্যা করা হয়েছে।"আমরা মনে করি, নয়ন বন্ডকে হত্যা করা এটার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আসল মদদদাতা যারা তাদেরকে আড়াল করা। তারা যেন আপনার আলোচনায় না আসতে পারে সেজন্য এটা করা হয়েছে। আমরা মনে করি, এটা বাংলাদেশের জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, আইনের শাসনের জন্য মারাত্মক হুমকি- এটা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত বলে আমরা মনে করি।"

বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, "আইন ও সালিশ কেন্দ্রের একটি প্রতিবেদনে এসেছে গত ৬ মাসে ৪৩৮ জনকে ক্রসফায়ার ও এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিংয়ের শিকার হতে হয়েছে।"গতকাল সম্ভবত আদালতে একটা আদেশ এসেছে সরকার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বলা হয়েছে যে, এ বিষয়ে তাদেরকে জানানো। এর আগে হাই কোর্টের একটা আদেশ ছিল, কোনো মতে বিচার বহির্ভূত হত্যা করা যাবে না। এটা সম্পূর্ণ আইন পরিপন্থি, আইনের শাসন পরিপন্থি, সংবিধান পরিপন্থি।"অর্থাৎ এটা প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে, এই দেশে এখন আইনের শাসন বলতে কিছু নাই। জনগণের বেঁচে থাকার যে অধিকারটুকু সেটাও এখন নেই। কারণ তারা এখন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দিয়ে যে কোনো সময়ে যে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করার অধিকার তারা নিয়ে নিয়েছে। যেটা আমরা মনে করি একটা স্বাধীন দেশের জন্যে, আইনের শাসনের জন্যে পরিপন্থি।"অবিলম্বে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার দাবি জানান মির্জা ফখরুল।

গ্যাসের বর্ধিত দাম মেনে নিতে বললেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী কাদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি ঢাকা, ০৫ জুলাই।। গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির পেছনে 'যৌক্তিক কারণ রয়েছে' মন্তব্য করে সবাইকে তা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

শুক্রবার ধানমণ্ডিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গ্যাসের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি পুনর্বিবেচনার সুযোগ আছে বলে তিনি মনে করেন না।উচ্চ দামে আমদানি করা এলপিজিতে ভর্তুকির ভার লাঘবের জন্য সমাজের বিভিন্ন অংশের আপত্তির মধ্যেই সম্প্রতি সব পর্যায়ে গ্যাসের দাম গড়ে ৩২.৮ শতাংশ বাড়িয়েছে সরকার।এ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দলেও যে আপত্তি এসেছে- সে বিষয়ে ওবায়দুল কাদেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সাংবাদিকরা।উত্তরে কাদের বলেন, "গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে আমি আগেও কথা বলেছি, যৌক্তিক কিছু কারণ এখানে রয়েছে। দামের সমন্বয় করার জন্য এটা অনস্বীকার্য।" গ্যাসে এখনও 'প্রচুর' ভর্তুকি দিতে হচ্ছে মন্তব্য করে সরকারের সেতুমন্ত্রী বলেন, "এ কারণেই মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়েছে। এরপরও কিন্তু সরকারকে ভর্তুকি গুণতে হবে অনেক বেশি। এ বিষয়টির যৌক্তিক কারণ রয়েছে। কাজেই সবাইকে এইটা মেনে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।"চৌদ্দ দলের মধ্যে যারা গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে একমত নন, তাদের এই 'যৌক্তিক বিষয়গুলো অনুধাবন' করার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

গণতন্ত্র আর খালেদার মুক্তি একাকার হয়ে গেছে ঃ ফখরুল

মনির হোসেন,ঢাকা,জুলাই ০৫।। খালেদার জিয়াকে গণতন্ত্রের প্রতীক উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বিএনপি নেত্রী মুক্তি পেলেই গণতন্ত্র মুক্তি পাবে।খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে শুক্রবার জাতীয় প্রেস কাবের সামনে এক প্রতীকী অনশন কর্মসূচিতে দেওয়া বক্তব্যে ফখরুল এ কথা বলেন।

সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের উদ্যোগে সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালিত হয়।মির্জা ফখরুল প্রস্তাবিত নতুন বাজেট প্রস্তাব এবং সম্প্রতি গ্যাসের দাম বাড়ানোর সমালোচনাও করেন।তিনি বলেন, "কী কারণে গ্যাসের দাম বাড়ানো হল? এর একমাত্র কারণ হচ্ছে- এই যে এলএনজি আমদানি করা হবে, তাদের লোকগুলোকে সেখানে পয়সা পাওয়ানোর জন্য।

"দুর্নীতিকে পাকাপোক্ত করার জন্য এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে এবং সেটার ভর্তুকি- যে বেশি দাম দিতে হচ্ছে, গ্যাসের দাম বাড়িয়ে সেই ভর্তুকি জনগণের কাছে থেকে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে।"

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে সাধারণ জনগণের ওপর করের বোঝা বাড়ানোর সমালোচনা করে অর্থনীতির সাবেক শিক ফখরুল বলেন, "ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে, প্রতিটিতে ত্র ভ্যাটের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। জনগণের পকেট কেটে আওয়ামী লীগের নেতা, মন্ত্রী ও সুবিধাভোগকারী ব্যক্তি যারা আছেন, তাদের পকেট ভারী করার জন্য এই বাজেটে তৈরি করা হয়েছে।

"বিএনপি মহাসচিব বলেন, "শিা ব্যবস্থা ধ্বংস করে ফেলেছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়েছে। আজকে কোথাও মানুষের কোনো শান্তি নেই, স্বস্তি নেই।"প্রতিটি মানুষ এখন এই অস্বস্তিকর দমবন্ধ করা পরিবেশ থেকে,এই অগণতান্ত্রিক পরিবেশ থেকে মুক্তি চায়। এই মুক্তি এখন পুরোপুরি একাকার হয়ে গেছে এদেশের গণতন্ত্রের প্রতীক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির সঙ্গে।"

ফখরুল বলেন, "বেগম জিয়া গণতেন্ত্রর প্রতীক। যদি তিনি মুক্তি পান তাহলেই গণতন্ত্র মুক্তি হবে। সেই মুক্তির জন্য শুধু আইনি লড়াইয়ের ওপর নির্ভর করলে হবে না, জনগণকে সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, সমস্ত মানুষকে সম্পৃক্ত করতে হবে।"পরে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না অনশনকারীদের অনশন ভঙ্গ করান।

সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক শওকত মাহমুদের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব এজেডএম জাহিদ হোসেনের পরিচালনায় এই কর্মসূচিতে গণস্বাস্থ্য সংস্থার ট্রাস্টি জাফরুল্লাহ চৌধুরীসহ বিএনপি সমর্থক বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতারা বক্তব্য দেন।

একাদশ নির্বাচনের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ ছিল প্রহসন: বিএনপি মহাসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি ঢাকা, ০৫ জুলাই।। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাস আলমগীর বলেন, নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদের যে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রকাশ করেছে তার মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণ হয়েছে এই নির্বাচন 'কতটা প্রহসন' ছিল। "আপনারা দেখেছেন প্রায় ২১৩ কেন্দ্রে শতকরা ১০০ ভাগ ভোট পড়েছে, ১৫০০-এর উপরে ভোট কেন্দ্রে শতকরা ৯৫-৯৯ ভাগ ভোট পড়েছে। যেটা অসম্ভব ব্যাপার, যেটা বাংলাদেশে সত্যিকার অর্থে অবাধ নিরপে নির্বাচন হলে সেটা কখনোই সম্ভব নয়। "ফলাফল প্রকাশের মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে, এই নির্বাচন কমিশন সরকার পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং এই নির্বাচনটাকে প্রহসনে পরিণত করেছে। আমরা এ বিষয়ে তথ্য আরও ভালোভাবে পরীা-নিরীা করছি। অল্প দিনে মধ্যে আমরা আপনাদের সামনে আসব।"

পাবনায় শেখ হাসিনার ট্রেনে গুলিবর্ষণের মামলার রায়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, "২৪ বছর পরে নিম্ন আদালত থেকে যে রায় দেওয়া হয়েছে, এতে জাতীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ও বিুব্ধ হয়েছে। সভা মনে করে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং পুরোপুরি প্রতিহিংসামূলক রায় হয়েছে এটা।যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল সেই ঘটনাতে গুলির আওয়াজ শুনা গিয়েছিল, কিন্তু কেউ হতাহত হয়নি।"সেই গুলির আওয়াজ সম্পর্কেও একজন খুব পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন যিনি এর আগে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে কাজ করেছিলেন রেন্টু তার 'আমরা ফাঁসি চাই' বইতে বলেছিলেন, এটা একটা সাজানো ব্যাপার ছিল, তৎকালীন আওয়ামী লীগের পরিকল্পনা ছিল।""এই ধরনের রায় নজিরবিহীন। আমরা মনে করি, এই ধরনের রায় শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়, প্রতিহিংসা পরায়ন। এতোটুকু ন্যায় বিচার যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিলো তারা পায়নি। যাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তারা সবাই বিএনপির স্থানীয় বা অঙ্গসংগঠনের লোকজন। আমরা তীব্র ােভ প্রকাশ করেছি।"

গত বুধবার পাবনার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত ১৯৯৪ সালে পাবনার ঈশ্বরদীতে শেখ হাসিনার ট্রেনে হামলা মামলায় ৯ জনের ফাঁসি, ২৫ জনের যাবজ্জীবন ও ১৩ জনের ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়।বিকাল ৪টা থেকে দুই ঘণ্টা গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে স্থায়ী কমিটির এই বৈঠক হয়।বৈঠকে মির্জা ফখরুল ছাড়াও খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মওদুদ আহমদ, জমিরউদ্দিন সরকার, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান উপস্থিত ছিলেন। লন্ডন থেকে স্কাইপের মাধ্যমে বৈঠকে যোগ দেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করে উত্তরপ্রদেশে চাষে জৈব সার ব্যবহারের অনুরোধ করলেন আর কে সিনহা

লখনউ, ৫ জুলাই (হি.স.) : হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষী সংবাদ সংস্থার চেয়ারম্যান তথা বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা শুক্রবার লোকভবনে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি কৃষকদের আয় দ্বিগুন করার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর রাজ্যে চাষে জৈব সার ব্যবহারের অনুরোধ জানান। জৈব চাষের মাধ্যমে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি হবে না, কৃষকদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা উপকারী । রাসায়নিক ও কীটনাশক সার প্রয়োগে মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হচ্ছে। এমন সময় জৈব চাষ সবথেকে ভাল বিকল্প। এরফলে কৃষকদের লাভও হবে। আগামী ভবিষ্যতে রাসায়নিক মুক্ত খাদ্য সামগ্রী পেতে জৈব চাষই একমাত্র পরিবর্তন আনতে পারে বলেই জানান তিনি উ উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জৈব চাষে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এদিন আবেদন জানান আর কে সিনহা ।

এদিন তিনি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষী সংবাদ সংস্থার অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত করে বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর জরুরিকালীন অবস্থার সময় এই সংবাদ সংস্থার অনেক ক্ষতি হয়েছিল। আজ সেগুলো কাটিয়ে ফের নিজের পায়ে দাঁড়ানো শুরু করেছে হিন্দুস্থান সমাচার। এখন ডিজিটাল মিডিয়া ও ইউটিউব চ্যানেলও হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষী সংবাদ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। তিনি এদিন হিন্দুস্থান সমাচারের যথাবত, যুগবার্তা ও নবথান-র বার্ষিক পত্রিকাগুলো মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের হাতে তুলে দেন। হিন্দুস্থান সমাচারের বার্ষিকী লোকসেবা আয়োগ প্রস্তুতি করা ছাত্রদের কথা মাথায় রেখে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পত্রিকায় বিশেষভাবে অনেকগুলো তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বার্ষিকীতে তথ্যসহ পরিসংখ্যান উল্লেখ করা থাকবে। এরফলে ছাত্ররা সহজ ও সরলভাবে এই বই পড়ে বুঝতে পারবে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ হিন্দুস্থান সমাচারের বার্ষিকী পত্রিকার প্রসংশা করে বলেন, প্রতিযোগী ছাত্রদের কাছে এটা খুব উপকারী হবে।মুখ্যমন্ত্রী সব প্রকাশনের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছেন, যার ফলে বেশি বেশি পাঠকবর্গের কাছে এই পত্রিকা পৌঁছাতে পারবে। এদিন আর কে সিনহার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হিন্দুস্থান সমাচারের জোনাল এডিটর সাংবাদিক অম্বিকানন্দ সহায়, ভাইস প্রেসিডেন্ট(মার্কেটিং) বিশাল সিনহা, ব্যবসায়িক ডিরেক্টর রজিত সিনহা, উত্তরপ্রদেশ ব্যুরো চিফ রাজেশ তিওয়ারি, আইনজীবী মোহনলাল প্রমুখ।

লাইফ সাপোর্টে থাকা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জীবনশঙ্কা কাটেনি: জি এম কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি ঢাকা, ০৫ জুলাই।। ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) লাইফ সাপোর্টে থাকা জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের জীবনশঙ্কা কাটেনি বলে জানিয়েছেন তার ভাই ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জি এম কাদের। শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, সার্বিকভাবে উনার (এরশাদের) অবস্থা আশঙ্কাজনক। তিনি শঙ্কামুক্ত নন।বিরোধী দলীয় নেতা এরশাদের সুস্থতা কামনায় দুপুরে জুমার নামাজের পর মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে দোয়া ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করে জাতীয় পার্টি।হাসপাতালে এরশাদকে দেখে আসার কথা জানিয়ে জি এম কাদের বলেন,গতকালের চেয়ে আজকে তাকে একটু ভালো দেখা গেছে। তবে মনে রাখতে হবে, তার শ্বাস প্রশ্বাসসহ সবকিছু চলছে কৃত্রিমভাবে।

মাইডোলিসপ্লাস্টিক সিনড্রোমে আক্রান্ত ৯০ বছর বয়সী হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে গত ২২ জুন সকালে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার ফুসফুস ও কিডনিতে সংক্রমণ ধরা পড়ে। লাইফ সাপোর্টে থাকা অবস্থাতেই শুক্রবার ভোরে এরশাদের ডায়ালাইসিস শুরু হয়। ন তার জন্য 'বি পজেটিভ' রক্ত প্রয়োজন জানিয়ে সকালে নেতাকর্মীদের রক্তা দেওয়ার আহ্বান জানায় জাতীয় পার্টি।

জি এম কাদের জানান, এরশাদের শরীরে জমে থাকা প্রায় ২ লিটার পানি বের করা হয়েছে। গত আট ঘণ্টায় ৮ ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয়েছে। গত ১০ দিনে ২৮ ব্যাগ রক্ত দেওয়া হয়েছে।শুক্রবার সন্ধ্যায় এরশাদের আরেক দফা ডায়ালাইসিস করা হতে পারে বলে জানান তিনি।উন্নত চিকিৎসার জন্য জাতীয় পার্টি এরশাদকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যেতে চাইলেও সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালের চিকিৎসকরা তাতে সায় দেননি।বৃহস্পতিবার এরশাদের শারীরিক পরীার প্রতিবেদন ওই হাসপাতালে পাঠানো হলে রাতে চিকিৎসকরা জানান, লাইফ সাপোর্টে থাকা এরশাদকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়া হবে 'বিপজ্জনক।'

দলের কেউ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হলে আপত্তি নেই বিএনপির

নিজস্ব প্রতিনিধি ঢাকা, ০৫ জুলাই।। স্থানীয় সরকার নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে বিএনপি বলেছে, দলের কেউ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হলে তাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।তবে চেয়ারম্যান পদে দলীয় প্রতীকে অনুষ্ঠেয় এই নির্বাচনে কাউকে ধানের শীষ বরাদ্দ দেবে না বিএনপি। শুক্রবার বিএনপির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির বৈঠকের পর দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।তিনি বলেন, "স্থানীয় সরকার নির্বাচন যে হচ্ছে, ইউনিয়ন পরিষদের উপনির্বাচন হচ্ছে।এখনও পুরো ইউপি নির্বাচনে সিডিউল আসেনি। এর মধ্যে আমাদের কাছে বিভিন্নভাবে আমাদের নেতা-কর্মীরা জানতে চাচ্ছেন যে, এখানে আমাদের অবস্থান কী হবে? আপনারা জানেন যে, ইতোপূর্বে যখন প্রতীক দিয়ে, পার্টির প্রতীক দিয়ে নির্বাচন করার প্রশ্ন এসেছিল তখনই আমরা এর বিরোধিতা করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে, পার্টির মার্কা দিয়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচন করাটা বাংলাদেশের জন্য উপযোগী হবে না এবং এটা বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করবে রাজনীতিরেেত্র।"আমরা এখনও মনে করি, স্থানীয় সরকার নির্বাচনেরেেত্র মার্কা ব্যবস্থা তুলে নেওয়া উচিত। প্রকৃতপে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে স্থানীয়দের মার্কা ছাড়াই নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া উচিত। েেসত্র আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বিএনপির যে সমস্ত নেতা-কর্মী বা যারা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন তারা যদি কেউ অংশ নিতে চান, তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন। কিন্তু মার্কা েেসত্র আমরা বরাদ্ধ করব না।" গত ৩০ ডিসেম্বর একাদশ সংসদ নির্বাচনে ভরাডুবির পর অনুষ্ঠিত উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বর্জন করে বিএনপি। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে ওই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া শতাধিক নেতাকে বহিষ্কারও করে দলটি।

তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকায় ফের জল সংকট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই ।। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এলাকায় ফের জল সংকট। পুরবাসীরা এই জল সংকটে পড়ে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থায়। এধরনের অচল অবস্থা গত ২দিন ধরে। শুরু হয় পুর প্রশাসনে দৌড় ঝাঁপ। খোয়াই নদীর ওয়াটার ডিটমেন্ট প্ল্যান্টে ছুটে আসেন পুর পিতা নীতিন সাহা। বিগত বাম জামানা আমলে খোয়াই নদীতে অবৈজ্ঞানীক ভাবে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টটি চালু করেছিল। যার ফলে বর্তমানে কিছুদিন পরপরই পুর বাসীরা জল সংকটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বর্তমানে গত ২দিন ধরে পুর বাসীরা জল না পাওয়াতে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টস্থলে বালুর চড়। সেই বালুর চড় সরানোর জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতার সাথে ড্রজার দিয়ে সেই বালু সরানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নীতিন সাহা জানান, এই জটিল সমস্যা দীর্ঘদিনের। তাই এখন পাইভ লাইনের মাধ্যমে চাকমাঘাট থেকে জল প্ল্যান্টে আনার জন্য প্রোজেক্ট তৈরী করে আরবান দফতরে পাঠানো হয়েছে। এলাকার বিধায়িকা কল্যানী রায় ও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে পুর বাসীদের জল সংকট দ্রুত নিরসন হয়।

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত কংগ্রেস নেতা গোপাল ভান্ডারি, শোকস্তব্ধ কুমারস্বামী

ম্যাঙ্গালুরু, ৫ জুলাই (হি.স.): অকালেই মৃত্যু! হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কংগ্রেস নেতা তথা কর্ণাটকের প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল ভান্ডারিঊ বেঙ্গালুরু থেকে ম্যাঙ্গালুরু আসার সময় কেএসআরটিসি বাসের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল ভান্ডারিঊ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

পুলিশ সূত্রের খবর, কেএসআরটিসি বাসে চেপে বেঙ্গালুরু থেকে ম্যাঙ্গালুরু আসছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল ভান্ডারিঊ বৃহস্পতিবার রাত ১০.১৫ মিনিট নাগাদ ম্যাঙ্গালুরুতে এসে পৌঁছয় বাসটি, তখনই বাসের চালক লক্ষ্য করেন গোপালবাবু সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছেনঊ বহুবার ডাকাডাকি করেও কোনও সাড়াশব্দ পাননি তিনিঊ ততণাততাঁকে নিকটবর্তী ওয়েনলক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল ভান্ডারির অকাল প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীঊ শোকবার্তায় কুমারস্বামী জানিয়েছেন, 'কারকালার প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল ভান্ডারির মৃত্যুর খবর শুনে খুবই দুঃখিতঊ খুবই সরল ও ভদ্রলোক ছিলেন তিনিঊ' প্রসঙ্গত, কর্ণাটকের উদুপি জেলার কারকালা বিধানসভা আসনের দু'বারের বিধায়ক ছিলেন গোপাল ভান্ডারি।

আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ও আধুনিক বাজেট ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.) : প্রত্যাবর্তনের পর শুক্রবার দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। তাঁর এই বাজেটকে ''আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের মাধ্যমে আধুনিক বাজেট'' বলে উল্লেখ করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

দ্বিতীয় মোদী সরকারের ''নূন্যতম সরকার, সর্বোত্তম পরিষেবা''-র লক্ষ্যকে সামনে রেখেই বাজেট পেশ করেছেন দেশের প্রথম মহিলা পূর্ণ অর্থমন্ত্রী। এদিনের বাজেটে সংসদের সামনে, নতুন ভারত গড়ার লক্ষ্যে এবং তিন লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতির দেশ গড়ে তুলতে বহু প্রস্তাব দিয়েছেন নির্মলা সীতারমণ। এই বাজেটের প্রশংসা করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'এই বাজেট এমনকি ভারতকে ৫ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতির দিকে নিয়ে যেতে সফল হবে। দরিদ্র, অনগ্রসর শ্রেণী হোক বা উচ্চবিত্ত - সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কথা ভাবা হয়েছে এই বাজেটে।'

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হরেন পাণ্ডিয়া হত্যা মামলায় নিম্ন আদালতের রায়কে বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.) : ২০০৩ সালের গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরেন পাণ্ডিয়া হত্যা মামলায় শুক্রবারনিম্ন আদালতের রায়কে বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করায় সিবিআই এবং গুজরাটের সরকারকে আপিলের অনুমতি দিয়েছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হত্যার অপরাধে ১২ জন দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছে নিম্ন আদালত। সন্ত্রাস প্রতিরোধ আইনের (পিওটিএ) অধীনে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, হত্যার চেষ্টা এবং অপরাধের জন্য তাদের দোষী সাব্যস্ত করে নিম্ন আদালতের রায়কে বহাল রাখল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি অরুণ মিশ্র ও বিনীত সারানের বেঞ্চ এই মামলায় নতুন তদন্তের জন্য এনজিও 'সেন্টার ফর পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন' (সিপিআইএল) কর্তৃক দায়ের করা একটি পিআইএল খারিজ করে দিয়েছিল। পিআইএল দাখিলের জন্য সিপিআইলে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা আরোপ করে তিনি বলেন, এই মামলায় আর কোনও আবেদন করা হবে না। সেই সময় নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন গুজরাট সরকারে হরেন পাণ্ডিয়া ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ২০০৩ সালের ২৬ মার্চ আহমেদাবাদের আইন গার্ডেনের কাছে সকালে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। সিবিআই জানায়, গুজরাটে ২০০২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাণ্ডিয়াকে হত্যা করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সংস্থা দাবি করে, রসুল পার্তি ও মুফতি সুফিয়ান পাটঙ্গিয়া কর্তৃক অভিযুক্তদের অবৈধভাবে পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছিল এবং আইএসআই-এর নির্দেশে প্রশিক্ষিত হয়েছিল। গুজরাট পুলিশের তদন্তের পর সিবিআই-এর হাতে এই মামলাটি হস্তান্তর করা হয়।

"নারী তু নারায়ণী"র প্রশংসায় হেমা মালিনী, ''সর্বব্যাপী বাজেট'' বললেন স্মৃতি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি. স.) : নূন্যতম সরকার, সর্বোত্তম পরিষেবা, এটাই নরেন্দ্র মোদী সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। ২০২২ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যেক বাড়িতে পৌঁছে যাবে বিদ্যুৎ। পৌঁছে যাবে দূষণমুক্ত জ্বালানিও। ২০২৪ সালের মধ্যে শহর হোক অথবা গ্রাম দেশের প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে বিশুদ্ধ পানীয় জল। প্রত্যাবর্তনের পর শুক্রবার দ্বিতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে এ কথাই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। প্রথম পূর্ণ সময়ের মহিলা অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে মথুরার বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী ''নারী তু নারায়ণী''র প্রশংসা করলেন। আমেঠির বিজেপি সাংসদ এবং স্মৃতি ইরানীও এই বাজেটের প্রশংসা করেছেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ''নারী তু নারায়ণী''র উল্লেখ করে এদিন হেমা মালিনী বললেন, 'দেশের প্রথম মহিলা পূর্ণ অর্থমন্ত্রীর বাজেট পেশ দেখে আমি গর্বিত। দেশের প্রতিটি মানুষ ''নারী তু নারায়ণী''র অর্থ বুঝলেই মহিলাদের ওপর হিংসার ঘটনাগুলি কমে যাবে।' অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি বলেছেন, 'এই নতুন পূর্ণাঙ্গ বাজেট দেশের প্রতিটি বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।' বিরোধীদের কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন, 'বিরোধীদের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের কান দেওয়া উচিত নয়। এই নতুন বাজেট নতুন ভারত গড়ার জন্য উপযুক্ত।'

রাজীব হত্যা মামলা : ৩০ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি নলিনীর, কথা বলতে পারবেন না রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে

চেন্নাই, ৫ জুলাই (হি.স.): মাদ্রাজ হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী হত্যা মামলায় দোষীসাব্যস্ত এস নলিনীঊ শুক্রবার নলিনী শ্রীহরণকে ৩০ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়েছে মাদ্রাজ হাইকোর্টঊ লন্ডনে থাকেন নলিনীর মেয়ে, মেয়ের বিয়ের আয়োজনের জন্য এক মাস সময় পেলেন নলিনীঊ মেয়ের বিয়ের আয়োজনের জন্য সম্প্রতি প্যারোলের আবেদন করেছিলেন নলিনীঊ শুক্রবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি এম এম সুন্দরেশ এবং বিচারপতি এম নির্মল কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ নলিনীকে ৩০ দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়েছেঊ পাশাপাশি তামিলনাড়ু সরকারকে মাদ্রাজ হাইকোর্টের নির্দেশ, আগামী ১০ দিনের মধ্যে নলিনীকে মুক্তি দেওয়ার প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত করতে হবেঊ মাদ্রাজ হাইকোর্টের আরও নির্দেশ, এই সময়ে কোনওরকম সাক্ষাতার অথবা কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না তিনি। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা পেয়ে ভেলোরের জেলে বন্দি রাজীব হত্যা মামলার দোষীসাব্যস্ত নলিনীঊ বিগত ২৭ বছর ধরে ভেলোরের বিশেষ কারাগারে বন্দি নলিনীঊ নলিনী ছাড়াও রাজীব হত্যা মামলায় যাবজ্জীবন সাজা খাটছে নলিনীর স্বামী মুরুগান (শ্রীলঙ্কার নাগরিক)-সহ ছ'জন।

দেশবাসীর আশাপূরণের বাজেট ঃ যোগী আদিত্যনাথ

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই (হি.স.): দেশের প্রথম পূর্ণ মহিলা অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানালেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শুক্রবার সংসদে দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম বাজেট পেশের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে অভিনন্দন জানিয়ে যোগী আদিত্যনাথ বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে এই প্রথম কোনও মহিলা অর্থমন্ত্রী পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন। এদিনের বাজেটে সংসদের সামনে নতুন বাজেট বক্তৃতায় বহু প্রস্তাব দিয়েছেন দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মহিলা অর্থমন্ত্রী। নতুন ও পূর্ণাঙ্গ বাজেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকলেই। পরিবেশ রক্ষা, ইলেকট্রিক মোবিলিটি এবং সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়ানোর এই বাজেটকে ''পরিবেশবান্ধব, উন্নয়নমূলক এবং গ্রিন-বাজেট'' আখ্যাও দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাজেট পেশ শেষে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানান, 'অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণজিকে অভিনন্দন জানাই। দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করেছে এই বাজেট।'

উত্তেজনা

● **প্রথম পাতার পর**

লাইগেশানের রোগী ছিলো। প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়সী ডাক্তার কে দিয়ে এই রকমের জটিল অপারেশন সম্ভব কিনা তাও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রোগীর আত্মিয় পরিজনরা সোমার মৃত্যুর পরেই হাসপাতালে বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতির তৈরী করতে থাকে। পোষ্টমরটমের পর সোমার মৃত দেহ আত্মীয় পরিজনের হাতে তুলে দিলেও পরিস্থিতি শান্ত হয় নি।পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলেও আর কে পুর মহিলা থানার ও সি শোভা রানী তেলির ঘটনা স্থলে পাওয়া যায়নি বলে ক্ষুব্ধ আত্মীয় স্বজনের অভিযোগ করেছেন। উদয়পুর ও মহারানি এলাকায় সোমার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাজ্যে বিএসএনএলের ফোর জি পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই ।। বিএসএনএল ত্রিপুরায় ফোর জি মোবাইল পরিষেবা চালু করেছে। শুধু তাই নয় আগামীদিনে পরিষেবার মান আরো উন্নত করা হবে বলে দাবি করছে সংস্থাটি। সংস্থার ত্রিপুরা এসএসএ এর জিএম অশেষ পাঠক জানিয়েছেন, অন্যান্য সংস্থা থেকে বিএসএনএল এর প্রতি মানুষের ভরসা জাগছে। তাই গ্রাহক সংখ্যাও বাড়ছে বলে তিনি দাবী করেন। রিলায়েন্স জিও ত্রিপুরায় এক নম্বরে ছিল কিন্তু, এই সংস্থার পরিষেবা এখন নিম্নমুখী হওয়ায় বিএসএনএলের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা জাগছে। তিনি বলেন, মোবাইল পরিষেবার ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের চাহিদা অনেক বেশী। তাই ফোর জি পরিষেবার পাশাপাশ ব্রডব্যান্ড সহ অন্যান্য পরিষেবার মানও উন্নত করা হচ্ছে দফায় দফায়।

মিড ডে মিল বেসরকারী সংস্থার হাতে দেওয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন সিআইটিইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই ।। মিড-ডে-মিলের দায়িত্ব বেসরকারী সংস্থার হাতে দেওয়া হলে রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করছে সিআইটিইউ। সংগঠনের তরফে শুক্রবার প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মিড ডে মিল প্রকল্পের দায়িত্ব বেসরকারী সংস্থা অক্ষয়পাত্র ফাউন্ডেশনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, এই সংবাদে সংগঠন উদ্বিগ্ন। কারণ, এখন থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা মিড ডে মিল কর্মীদের রান্না করা গরম খাবার থেকে বঞ্চিত হবে। তাছাড়া সরকারী ব্যবস্থাপনা থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পকে বেসরকারী ও ক্রমশ বহুজাতিক বিদেশী সংস্থার হাতে তুলে দেয়ার অপপ্রয়াস। সেইসাথে এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন কয়েক হাজার মিড ডে মিল কর্মী ও সহযোগীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে কি না তাও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই অনেক কর্মী ছাটাই হয়েছে। সিআইটিইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি এই সমস্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের স্পষ্টিকরণ দাবী জানিয়েছে। এই সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত যদি রাজ্য সরকার নিয়ে থাকে তবে তা প্রত্যাহারের দাবী করছে সংগঠন।

ধস

● **প্রথম পাতার পর**

৪০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। যা দেখে আইডিবিআই ক্যাপিটালের গবেষণা প্রধান এ.কে প্রভাকর বলেন, 'শেয়ার বাজারে অংশগ্রহণকারীরা আজ কর ছাড়ের আশা করছে কারণ এই মুহূর্তে কর বৃদ্ধির কোনও সম্ভাবনা নেই।' পাশাপাশি কর্পোরেট ক্ষেত্রে ট্যাক্স যদি কমেও তবে তা শেয়ার মার্কেটে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলেই মনে করছিলেনন তিনি। এপিক রিসার্চ-এর কর্ণধার নাদিম মুস্তাফাও বলেন, 'আজ বাড়তে পারে নিফটি সূচক এবং তা রেকর্ড বাড়ার সম্ভাবনা প্রবল। ১২,০০০ থেকে ১২,৫০০ হতে পারে মান।' কিন্তু, বাস্তবটা অন্য কথাই বলল।

বাজেট পেশের পর দেখা যায় দাদাল স্ট্রিটের হাল খুবই খারাপ। শুক্রবার বাজার খোলার সময় সেনসেক্স ছিল ৩৯,৯৬০। বাজেট শেষে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে তা নেমে দাঁড়ায় ৩৯.৪৪৪.৮৫ ঊ বাজেট শেষে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে তা নেমে দাঁড়ায় ১১, ৮০৩.৭৫ ঊ তবে, এর পর সেনসেক্স বেশ কিছুটা ওঠা নামা করে দুপুর ৩টে ৩০মিনিটে সেনসেক্স পৌঁছয় ৩৯, ৪৬৯.৫০-র ঘরে । এদিকে বাজার খোলার সময় এদিন নিফটি ছিল ১১, ৯৪৬। বাজেট শেষে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে তা নেমে দাঁড়ায় ১১, ৮০৩.৭৫ ঊ তবে, এর পর নিফটি বেশ কিছুটা উঠলেও দুপুর ৩টে ৩০মিনিটে তা আরও নেমে ১১, ৮০১.৪০-এ চলে আসে।

ফটিকরায়ে

● **প্রথম পাতার পর**

ওসি সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। পরিস্থিতি সামাল দিতে মৃদু লাঠি চার্জ করে পুলিশ ও টিএসআর।

এ বিষয়ে বলতে গিয়ে আক্রান্ত কংগ্রেস কর্মী জানান- অন্যদিকে বিজেপির তরফে ঘটনার দায় চাপানো হয়েছে কংগ্রেসের ঘাড়ে। এবিষয়ে এক বিজেপি কর্মী জানান কিছু সংখ্যক উপজাতি ভোটার এডিসি নির্বাচনে এডিসিতে ভোট দেয় এবং সাধারণ নির্বাচনের সময়ও ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। কিছু ভোটারের দুই জায়গাতেই নাম থাকার ফলে তা সংশোধন করতে কিছু নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। এক কথায় ভোটারদের নাম বাদ পড়ার ঘটনাটি বিজেপি কর্মী নিজ মুখেই স্বীকার করলেন। তবে কি বিরোধী দল বলেই এই অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচনের আগে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে উঠছে প্রশ্ন। অন্যদিকে কংগ্রেস দলের কর্মী সমর্থকরাও ধোয়া তুলসি পাতা নয়। এদিন সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের কাছ থেকে ঘটনার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে সংবাদ প্রতিনিধিদের সামনে ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরার সময় কংগ্রেসের দুষ্কৃতিরা ফের আক্রমণ চালায়। বিজেপির ঐ কর্মীকে এমনকি জুতো পেটাও করে। উনাকে আক্রমণের কথা স্বীকার করেছেন বিজেপি কর্মী নিজেই।

এদিন কংগ্রেস আশ্রিত সমাজদ্রোহীদের অভব্য আচরনের শিকার হতে হয় সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদেরও। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কুমারঘাট ব্লকের বিডিও মিঠুন দাস চৌধুরী এবং বৈঠক করেন পঞ্চায়েত সচিব সহ বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মীদের নিয়ে। অবশেষে বিডিওর আশ্বাসে শান্ত হয় পরিস্থিতি। এদিকে এদিন পুলিশ এবং দু দলের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে না হলে আরও বড় কোন অঘটন দেখানে ঘটার আশঙ্কা ছিল। এক কথায় বিজেপি এবং কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে সরগরম ফটিকরায়ের রাধানগর পঞ্চায়েত। রাজনৈতিক সংঘর্ষের এই ঘটনায় বর্তমানে আতঙ্ক বিরাজ করছে রাধানগরবাসীর মধ্যে।

সাব্রুম

● **প্রথম পাতার পর**

বলেন, ত্রিপুরার সাব্রুম শহরের পাশে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ফেণী নদীর উপর ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের মধ্যে সংযোগকারী সেতু তৈরি হচ্ছে। এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে এশিয়ার দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত বাংলাদেশের কক্সবাজার, যার দৈর্ঘ্য ১০০ কিমি-এর বেশি।

সাব্রুম থেকে এই সৈকতের দূরত্ব মাত্র ৭০ কিমি। এই রাস্তায় বাস চালালে মাত্র দুই ঘণ্টায় সাব্রুম থেকে কক্সবাজার পৌঁছে যাওয়া যাবে। যদি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করা হয় তবে ত্রিপুরারবাসীকে সমুদ্র দেখার জন্য দেড় দুই হাজার কিমি দূরে ভারতের অন্য শহরে যেতে হবে না, তখন তাঁরা কক্সবাজার যাবেন। এর ফলে বাংলাদেশেরও আর্থিক লাভ হবে। সমুদ্রসৈকত দেখতে গেলে মানুষ সেখানে কেনাকাটা করবেন। তাই মানুষের সুবিধার কথা চিন্তা করে সরাসরি বাস পরিষেবা চালুর জন্য কেন্দ্রকে চিঠি দেবেন।

আজকের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড় প্রফুল্লজিৎ সিনহা-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। বর্তমানে আগরতলা থেকে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা হয়ে কলকাতা পর্যন্ত সরাসরি বাস পরিষেবা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর মতে, সংশোধনগুলি আয়কর দফতরে ''ইনস্পেক্টর রাজ'' কম করার দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে এবং কর সম্মতি আন্দাজ করতে আরও সরলতা আসুক সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্যান এবং আধার-এর মধ্যে অদল-বদলের সুবিধা ও এক কোটি টাকার উপর নগদ উইথড্রয়াল-এর উপর বার্ষিক ২ শতাংশ করারোপ করা নগদহীন লেনদেনের দিকে একটি বড় পদক্ষেপ।

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে লোকসভা নির্বাচন হয়েছিল। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আজ সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। শুক্রবার বাজেট প্রতিক্রিয়ায় এভাবেই কেন্দ্রের প্রশংসা করেন ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। তার কথায়, সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি-কে ভোট দিয়েছেন। ফলে, তাঁদের জন্যই এই বাজেট পেশ হয়েছে। তাঁর দাবি, আজ জনমুখী, গরিবমুখী এবং উন্নয়নমুখী বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

এ-প্রসঙ্গে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রগতিতে লক্ষ্য ঠিক করে গতি বাড়ানোর দিশায় ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের সাধারণ বাজেট পেশ হয়েছে। অতীতে খুবই জটিল বাজেট পেশ করা হত। কিন্তু আজ বাজেট সাধারণের বোঝার সাধ্যের মধ্যেই রয়েছে। তিনি বলেন, জাতি ও দেশ গঠনের লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তাতে, সকল অংশের মানুষ উপকৃত হবেন।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাজেটে দেশকে মজবুত করার দিশা দেখানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, দেশ নতুন করে গঠন এবং নয়া ভারতে রূপান্তরের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, বাজেটে দেশের দশ বছরের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। কারণ, শহরের বদলে গ্রাম প্রাধান্য পেয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, গ্রাম উন্নত হলে তবেই দেশ উন্নতির শিখরে পৌঁছবে, এই উপলব্ধি থেকেই আজ সাধারণ বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। তিনি ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

চেয়ারম্যান

● **প্রথম পাতার পর**

বোর্ড অব ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন গৌরাঙ্গ পাল, রূপক অধিকারি, জয়কিশোর জমাতিয়া, শম্ভু মানিক এবং রঞ্জন সিনহা। রাজীববাবু বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর উপর ভরসা করেছেন। খাদি বোর্ডের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছেন। সেই দায়িত্ব পালনে কঠোর পরিশ্রমে পিছুপা হবেন না বলে জানান তিনি।

তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপকে বাস্তবায়নে কোন কসুর রাখব না। তিনি বলেন, আজ বাজেটে খাদি প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ, প্রধানমন্ত্রী চাইছেন খাদিকে কেন্দ্র করে শিল্পোদ্যোগীদের উৎসাহিত করা হোক। রাজীববাবুর দাবি, লঘু উদ্যোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদিকে গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি মনে করেন, খাদিকে ভর করে ছোট শিল্পপতিরা উপকৃত হবেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় খাদির শ্রীবৃদ্ধিতে রূপরেখা সমস্ত স্তরে বিস্তার লাভ করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হবে। শুধু তাই নয়, কর্মসংস্কৃতি তৈরির চেষ্টা হবে। কারণ, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়নে খাদির অংশিদার চাইছেন। সেই লক্ষ্যে কাজ করা হবে, বলেন তিনি।

এদিন তিনি জানান, বিগত দিনে খাদি বোর্ডের দূর্নীতির ঘটনায় তদন্ত করা হবে। দুর্নীতিবাজদের কোনভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না। তাঁর দাবি, দুর্নীতির সাথে যুক্তদের অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার দূর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই, দুর্নীতিবাজদের সাথে কোন আপোষ করা হবে না।

সাবধানী বাজেট

● **প্রথম পাতার পর**

ব্যাপক সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে।' এরপরই অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'খাদ্য নিরাপত্তায় বাজেট বরাদ্দ তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা যখন ২০১৪ সালে সরকার গঠন করেছিলাম, তখন ১.৮৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতি ছিল। এখন এই অর্থনীতি ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের (তিন লক্ষ কোটি) অর্থনীতি, যা সারা বিশ্বে তৃতীয় ডিজিটাল ইন্ডিয়ার সুবিধা সব ক্ষেত্রে পৌঁছে যাচ্ছে। ১ লক্ষ কোটির (১ ট্রিলিয়ন ডলার) অর্থনীতিতে পৌঁছতেই ভারতের ৫০ বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। কিন্তু, হৃদয় যখন আশা, বিশ্বাস ও উচ্চাকাঙ্খায় পরিপূণ, তখন বিগত পাঁচ বছরেই ১ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতি যুক্ত করা হয়েছে। মজবুত দেশের জন্য মজবুত নাগরিক লক্ষ্যেই এগোচ্ছি আমরা। নতুন ভারত গড়াই লক্ষ্য। অর্থমন্ত্রী বলেছেন, পলিসি প্যারালিসিস ও লাইসেন্স কোটা নিয়ন্ত্রণের দিন চলে গিয়েছে। ইন্ডিয়া আইএনসি ভারতের কর্মসংস্থান নির্মাতা, দেশের সম্পদ নির্মাতা। পারস্পরিক বিশ্বাসের সঙ্গেই আমরা তা লাভ করতে পারি।

'ভারতমালা', 'সাগরমালা' প্রকল্পের মাধ্যমে শহর-গ্রামের ব্যবধান কমানোর পরিকল্পনা করেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার। অর্থমন্ত্রীর কথায়, "'ভারত মালা', 'সাগরমালা' ও 'উড়ান'-এর মতো প্রকল্প গ্রামীণ ও শহুরে ব্যবধানকে কমাচ্ছে, ফলে আমাদের পরিবহণ পরিকাঠামোর উন্নতি হচ্ছে।' বাজেট পেশ করার সময় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, 'মহিলাদের সম্ভ্রম ও সম্মান বেড়েছে বাড়ি বাড়ি শৌচালয় তৈরির মাধ্যমে। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, জল মার্গ বিকাশ, ফ্রেট করিডর তৈরি হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য এই পরিকাঠামো নির্মাণ ব্যাপক সহায়ক হয়েছে। দেশকে মজবুত অর্থনৈতিক ভিতের উপর দাঁড় করানোই লক্ষ্য। ইলেকট্রিক যানবাহন তৈরিতে উতাহ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। নির্মলা সীতারমণ আরও বলেছেন, ব্যক্তিগত এবং গণ পরিবহণে এই ব্যাটারি চালিত বা ইলেকট্রিক যান ব্যবহারে জোর দেওয়া হবে। ২০১৮-১৯-এ নতুন মেট্রো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি বছর ২১০ কিলোমিটার রেললাইন পাতা হবেঊ নতুন ৩০০ কিলোমিটার মেট্রো লাইন তৈরির লক্ষ্যে এগনো হবে। ফরাক্কা ও হলদিয়ায় নেভিগেশন গেট তৈর করা হবেঊ আধুনিক বাড়িভাড়া আইন আনা হবে। সাধ্যের মধ্যে বাড়ি তৈরতে জোর দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝার শিল্পের জন্য ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই ঋণের জন্য মাত্র ২ শতাংশ সুদ দিতে হবে এই সব সংস্থাকে, এতে ৩ কোটি ক্ষুদ্র ও মাঝার ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন।

দেশের প্রথম পূর্ণ অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করার সময় আরও বলেছেন, যানবাহনে যাতায়াতের জন্য একটি নির্দিষ্ট কার্ড তৈরি হবে। অসামরিক বিমান পরিবহণে ভারতে বিপুল বাণিজ্যের সুযোগ রয়েছে। বিমান পরিবহণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উতাহ দেওয়া হবে। ২০১৮ থেকে ২০৩০ এর মধ্যে রেলের জন্য ৫০ লক্ষ কোটি টাকা প্রয়োজনঊ আমরা সরকার-বেসরকারি উদ্যোগের পরিকল্পনা করেছি। অর্থমন্ত্রীর কথায়, 'রেলের পরিকাঠামোর আরও উন্নতি করা হবে। রেলের পরকাঠামো উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কাজ করা হবে।২০১৮ থেকে ২০৩০ এর মধ্যে রেলের পরিকাঠামোর জন্য ৫০ লক্ষ কোটি টাকা প্রয়োজন। দ্রুত উন্নয়ন এবং যাত্রীদের মালবাহী সেবা প্রদানের জন্য পিপিপি ব্যবহার করা হবে।'

অর্থমন্ত্রী আরও ঘোষণা করেছেন, কেওয়াইসি পদ্ধতিকে আরও সহজ করা হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা সত্ত্বেও ভারতে বিদেশি বিনিয়োগ বেড়েছে। ভারতকে বিদেশি বিনিয়োগের স্বর্গরাজ্য করে তুলতে বদ্ধপরিকর সরকারঊ বিদেশি শিল্পপতি, বিনিয়োগকারীদের নিয়ে প্রতি বছর একটি বাণিজ্য সম্মেলণ করা হবে। দেশের গ্রামীন অংশের উন্নয়নে জোর দিয়েছে সরকার। জাতীর জনক মহাত্মা গান্ধীর উদ্ধৃত দিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, গান্ধীজী বলেছিলেন, গ্রামেই ভারতের আত্মা বাস করে। গ্রাম-গরিব-কৃষক, আমাদের সরকারের প্রতিটি প্রকল্পে এই লক্ষ্যই থাকে। ৭ কোটি নতুন গ্যাস কানেকশন দেওয়া হয়েছে উজ্জ্বলা যোজনায়। প্রতিটি গ্রামে ২০২২ সালের মধ্যে বিদ্যুতও দূষণহীন জ্বালানি পৌঁছে দেওয়া হবে। কেউ না নিতে চাইলে সেটা আলাদা বিষয়। দেড় কোটি গ্রামীণ বাড়ি তৈরি করা হয়েছে গত পাঁচ বছরে। আরও ১.৯৫ কোট বাড়ি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হবে। প্রথমে ৩১৪ দিনে এই বাড়ি গুলি তৈরি সম্পূর্ণ করা হত, এখন সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১১৪ দিনে। কৃষক পরিকাঠামোয় আমরা ব্যাপক হারে বিনিয়োগ করব।

ব্রটিশ আমলের ব্রিফকেসের বদলে অশোকস্তম্ভের চিহ্ন দেওয়া লাল শালু মোড়া বাজেট ভাষণের নথি নিয়ে শুক্রবার সংসদে প্রবেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এদিন দ্বিতীয় মোদী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে রেলের পরিকাঠামো নির্মাণের কথা ঘোষণা করলেন রেলমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সাফ জানান জরাগ্রস্ত ভারতীয় রেলের খোলনলচে পালটাতে বেসরকারি বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরি । এর জন্য ভারতীয় রেলে এবার রেলে 'পিপিপি' মডেল বা 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ'-এর প্রস্তাব দিলেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এদিন অর্থমন্ত্রী সাফ জানান, বয়সের ভারে ন্যুব্জ ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণ ও নয়া পরিকাঠামো নির্মাণে আনুমানিক ব্যয় ১৫ লক্ষ কোটি টাকা। কিন্তু রেল আয় করছে মাত্র ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। ফলে এই বিপুল অর্থ জোগান দিতে প্রয়োজন বেসরকারি বিনিয়োগের। তাই এই মুহূর্তে পরিস্থিতির দাবি মেনে 'পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ' অত্যন্ত জরুরি। এদিন সীতারমণ আরও জানান, যাত্রী পরিষেবা ও দেশজুড়ে পণ্য জোগানের কথা মাথায় রেখে নির্মলা সীতারমন জানালেন, শুধুমাত্র রেলের পরিকাঠামোয় আগামী ১১ বছরে (২০৩০ সাল পর্যন্ত) ৫০ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

এদিন রেলে ''আদর্শ ভাড়া'' লাগু করার ঘোষণাও করেন সীতারমন। দেশে আরও ৩০০ কিলোমিটার মেট্রো রেল প্রকল্পের অনুমোদনও দিয়েছে কেন্দ্র। রেলের টিকিটের দাম বাড়েনি। তবে আগামী দিনে আদর্শ ভাড়া প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী। অনেকেই মনে করছেন, রেলের লোকসান কমাতে ভাড়া বাজারের উপরে ছাড়া হতে পারে। যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য, সুযোগসুবিধা ও নিরাপত্তায় জোর দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। ট্রেনের গতি বাড়ানোর চেষ্টাও জারি থাকবে।

২০২২ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাবে ফ্রেট করিডরের কাজ। এর ফলে রেল লাইনের উপরে চাপ কমবে। তার জেরে আগামী দিনে সেমি হাইস্পিড ট্রেন চালানো সম্ভব হবে। ছোট শহরে রেলের উন্নয়নে এসপিভি-র উপরে জোর দিয়েছে সরকার। সেমি হাইস্পিড ট্রেনের সংখ্যাও বাড়তে চলেছে। সময়ে ট্রেন চালানোর উপরেও জোর দিয়েছে কেন্দ্র।

ধোনির অবসর নিয়ে এবার মুখ খুললেন শ্রীলঙ্কার এই ক্রিকেটার

আজকাল ওয়েবডেস্ক: তাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিশ্বকাপে মারকাটারি ইনিংস খেলতে পারছেন না মহেন্দ্র সিং ধোনি। চারিদিক থেকে ধেয়ে আসছে সমালোচনা। বিশ্বকাপের পরেই কি অবসর নেবেন? কথাটা ঘুরপাক খাচ্ছে চারিদিকে। যদিও ভারতীয় দল রয়েছে মাহির পাশেই। এবার ধোনির অবসর প্রসঙ্গে মুখ খুললেন শ্রীলঙ্কার লাসিথ মালিঙ্গা। তাঁর মতে, আরও এক—দু'বছর খেলে দিতে পারবেন ধোনি। মালিঙ্গা বলেছেন, 'আমি তো মনে করি ধোনির আরও এক কিংবা দু'বছর খেলা উচিত। গত ১০ বছরে বিশ্বের সেরা ফিনিশার ধোনি। ভবিষ্যতে ধোনিকে টপকাতে কেউ পারবে বলে মনে হয় না। তরুণদের গাইড করে। ধোনির মতো অধিনায়ক ছিল বলেই বর্তমানে ভারতীয় দলটা এত ভাল। এই টুর্নামেন্টে যে কোনও দলকে হারাতে পারে ভারত।' বিশ্বকাপে আফগানিস্তান ম্যাচে স্লো ব্যাটিং করেছিলেন ধোনি। ইংল্যান্ড ম্যাচেও সঠিক সময়ে জ্বলে উঠতে পারেননি। বাংলাদেশ ম্যাচে ৩৫ করলেও সমালোচিত হয়েছেন। তারপরেও ধোনির পাশে দাঁড়ালেন মালিঙ্গা।

বিরাট কোহলির অধিনায়কত্ব নিয়েও কথা বলেছেন মালিঙ্গা। তাঁর মতে, 'ভারতীয় দলে এত ভাল ভাল ক্রিকেটার রয়েছে যে অধিনায়ককে বাড়তি কিছু করতে হয় না। একটা দারুণ দল পেয়েছে বিরাট।' এর পরই মালিঙ্গার সংযোজন, 'দলে বুমরা, সামির মতো বোলার রয়েছে। নির্দিষ্ট জায়গায় বল ফেলে যাচ্ছে। বুমরা তো ডেথ ওভার স্পেশালিস্ট। দলে দু'জন কোয়ালিটি স্পিনার রয়েছে।' নিজের দল নিয়ে মালিঙ্গার মত, 'দুটো ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়াতেই আমাদের দ্রুত ফিরে যেতে হচ্ছে।'

হারলে আরও বড় লজ্জায় পড়বে পাকিস্তান

Pic Courtesy- Twitter official

সুনীল গাভাসকার: ভারত---পাকিস্তানের লড়াই পুরনো। তবে পাকিস্তান—বাংলাদেশের লড়াইয়ে অনেক বেশি মশলা থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ম্যাচ নিয়ে আলোচনা হয় না, কারণ দু'দেশের প্রচারমাধ্যমই ধরে নেয় বাংলাদেশ পারবে না। অথচ চলতি বিশ্বকাপে এবং গত দু'বছরে বাংলাদেশ যেভাবে খেলছে, তাতে ধারণা বদলাচ্ছে। এক সময় বাংলাদেশের প্লেয়াররা ম্যাচ শুরুর আগে বিপক্ষের ক্রিকেটারদের সই নিত। সেই বাংলাদেশ আর এই বাংলাদেশ এক নয়। এখন বাংলাদেশ শেষ ওভার, শেষ বল পর্যন্ত লড়াই করে। আগের মতো ক্যাচ পড়লে, কিংবা সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধে গেলে, ওরা আর ভাবে না সবাই বাংলাদেশকে টার্গেট করেছে। সবাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। আসলে এখনকার বাংলাদেশ দল বর্তমান নিয়ে ভাবে। বাংলাদেশ ক্রিকেটে সবচেয়ে ভাল যে ঘটনাটা ঘটেছে, সেটা হল বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ। হ্যাঁ এই লিগে এমন কিছু খারাপ ঘটনা ঘটেছে, যা ভুলে যাওয়াই ভাল। সে তো আইপিএলেও ঘটেছে। কিন্তু বিপিএলের সময় বাংলাদেশের প্লেয়াররা সুযোগ পেয়েছে অন্যান্য দেশের আন্তর্জাতিক প্লেয়ারদের সঙ্গে ড্রেসিংরুমে সময় কাটানোর। সেই সঙ্গে তাদের মানসিকতা, প্রস্তুতির ধরন, চাপের মুখে কীভাবে নিজেকে মেলে ধরতে হয় এসব সম্পর্কেও আভাস পেয়েছে। এই সব কিছু থেকেই বাংলাদেশের প্লেয়াররা শিক্ষা নিয়েছে। ফলে আগের থেকে ওদের রেজাল্ট ভাল হচ্ছে। বাংলাদেশের প্লেয়াররা এখন বুঝে গেছে, ক্রিকেট মানে শুধু প্রতিভা নয়। মানসিকতাও। আর এই ব্যাপারটা সাকিব আল হাসান আর মুশফিকুর রহিমের থেকে বেশি ভাল করে আর কেউ প্রমাণও করেনি। মুশকিফুর যেমন ভাল উইকেটকিপার, তেমনই আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান। চলতি বিশ্বকাপে সাকিব তো ব্যাট হাতে সবচেয়ে বেশি ধারাবাহিক। পাশাপাশি বল হাতেও গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট তুলে নিচ্ছে। তবে ফিল্ডিংয়ে এখনও পিছিয়ে বাংলাদেশ। অন্য দলের তুলনায় ওদের দলে এমন অনেক ফিল্ডার আছে, যাদের লুকিয়ে রাখতে পারলে বেঁচে যায় বাংলাদেশ অধিনায়ক। ফিল্ডিংয়ের সমস্যাটা সত্যিই ওদের ভোগাচ্ছে। অন্যদিকে পাকিস্তান জানে ওদের পক্ষে সেমিফাইনালে পৌঁছনো এককথায় অসম্ভব। তবে টুর্নামেন্টের শেষটা ওরা ঠিকভাবে করতে চাইবে। আসলে এই ম্যাচটা ওরা কোনওমতেই হারতে চাইবে না। হারলে আরও বড় লজ্জায় পড়বে। তাই বোঝাই যাচ্ছে, বড় ব্যবধানে বাংলাদেশকে উড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামবে পাকিস্তান। কিন্তু মুশকিল হল বিশ্বরেকর্ড করে যদি ম্যাচটা জেতে, তা হলেও যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে না। আসলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে পরাজয় এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রান তাড়া করার ব্যাপারে নিষ্প্রভ মনোভাবই এর জন্য দায়ী। সব অর্থেই শুক্রবার মরা

শচীনের ২৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন এক আফগান তরুণ

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শচীন তেন্ডুলকারের ২৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিলেন আফগান তরুণ ইকরাম আলি। বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৮ বছরের তরুণ ইকরাম ৯২ বলে ৮৬ রান করেন। দলকে জেতাতে না পারলেও ভেঙে দিলেন শচীনের রেকর্ড। ১৯৯২ বিশ্বকাপের সময় শচীনের বয়স ছিল ১৮। ওটাই ছিল শচীনের প্রথম বিশ্বকাপ। সেই বিশ্বকাপে শচীন একটি ম্যাচে ৮৪ করেছিলেন। ১৮ বছরের কোনও ক্রিকেটারের সেটাই ছিল বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান। যা বৃহস্পতিবার ভেঙে দিলেন আফগান তরুণ।

আপ্লুত ইকরাম বলেছেন, 'শচীনের মতো কিংবদন্তির রেকর্ড ভাঙতে পেরে ভাল লাগছে। দারুণ খুশি হচ্ছে।' তবে শচীন নন, ইকরামের পছন্দের ক্রিকেটার কুমার সাঙ্গাকারা। ইকরামের মতে, 'সাঙ্গাকারার মতো ব্যাটিং করার চেষ্টা করি। ক্রমাগত স্ট্রাইক বদল করতে পারত সাঙ্গাকারা। প্রয়োজনের সময় বাউন্ডারি মারত। সাঙ্গাকারার এই গুণগুলি নকল করার চেষ্টা করি।' বিশ্বকাপে একটিও ম্যাচ জিততে পারেনি আফগানিস্তান। তবে ইকরামের ইনিংস মন ছুঁয়ে গেছে সবার। তিনি একাই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দলের বাকি ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ হওয়ায় দলের তরুণ উইকেটরক্ষকের প্রচেষ্টা জলে গেল।

দু'বছর বিশ্রাম পেলে পরের বিশ্বকাপটাও খেলে দিতে পারি: গেল

আজকাল ওয়েবডেস্ক: শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেললেন ক্রিস গেল। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানকে হারিয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে গেল রান পাননি। মাত্র ৭ রান করে ফিরে যান। পাঁচটি বিশ্বকাপ খেলে ফেললেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি। ম্যাচ শেষে তিনি বললেন, 'এই দলটা বেশ ভাল। সবাই মিলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি হয়ত আর কয়েকটা ম্যাচ খেলব। তারপর তরুণদের জায়গা ছেড়ে দেব। এবারের বিশ্বকাপটা ভাল গেল না।' এরপরই মজা করে গেল বললেন, 'এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ড যদি আমাকে দু'বছরের বিশ্রাম দেয়। তাহলে পরের বিশ্বকাপেও খেলতে পারি।' এরপরই আসল সত্যিটা বলে দিলেন, 'শেষ বিশ্বকাপটা খেলে ফেললাম।' বিশ্বকাপে ৩৪ ইনিংসে ১১৮৬ রান করেছেন গেল। স্ট্রাইক রেট ৯০.৫৩। গড় ৩৫.৯৩। রয়েছে দুটি শতরান। পাঁচ বিশ্বকাপে মেরেছেন ৪৯ ছয়। সর্বোচ্চ ২১৫। বল হাতে ১৬ উইকেটও নিয়েছেন। ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের অংশ হতে পেরে আপ্লুত গেল। তবে বিশ্বকাপ না জেতার আক্ষেপ রয়ে গেছে। গেল বলছিলেন, 'এটা আমার কাছে বিরাট সম্মানের। তবে বিশ্বকাপ না জেতার আক্ষেপ থেকে যাবে। অবশ্য বিশ্বকাপ উপভোগ করেছি।' ঘরের মাঠে ভারতের বিরুদ্ধে সিরিজটা খেলবেন গেল। বলে গেলেন, 'ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ এবং একদিনের সিরিজটা খেলব। তারপর ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ, কানাডিয়ান টি২০ লিগেও অংশ নেব।' ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে তাঁর উত্তরসুরী হিসেবে আন্দ্রে রাসেল, নিকোলাস পুরান, হেটমেয়ারদের নাম করে গেলেন গেল।

বাংলাদেশকে ৩১৬ টার্গেট দিল পাকিস্তান

লন্ডন: প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হেরেও সরফরাজদের মধ্যে ১৯৯২-এর ছায়া দেখছিল পাক সমর্থকরা। লিগে প্রথম ছ''ম্যাচ পর্যন্ত ইমরানের খানে দলের মতো এগোচ্ছিল এবারের পাকিস্তান। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে ততই ফিকে হয়েছে সরফরাজদের বিশ্বকাপ ভাগ্য। লিগের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে ৩১৫ রান তোলে পাকিস্তান। অর্থাত সেমিফাইনালে যেতে হলে বাংলাদেশকে ৮ বা তার কম ওভারের মধ্যে অল-আউট করতে হবে পাক বোলারদের।শুক্রবার ক্রিকেট মক্কায় লিগের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নামার আগেই সেমিফাইনালের দৌড় থেকে কার্যত ছিটকে গিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু খাতায় কমলে একটা ক্ষীণ আশা ছিল সরফরাজদের। সেটা নির্ভর করছে নেট রানরেটের জটিল অঙ্কের উপরে। তবে তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ম্যাচের টস। কারণ ম্যাচের শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে টিকে থাকতে সবার আগে পাকিস্তানের দরকার টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং নেওয়া। টস হারলে (প্রথমে ব্যাটিং না করলে) সরফরাজদের বিশ্বকাপ অভিযান ম্যাচ শুরুর আগেই শেষ হয়ে যাবে। কারণ রান তাড়া করে ইনিংসের প্রথম ওভারে ম্যাচ জিতলেও নেট রানরেটে নিউজিল্যান্ডকে টপকানো সম্ভব নয় পাকিস্তানের।এই অবস্থায় লর্ডসে মহা গুরুত্বপূর্ণ টস জিতে লাইফলাইন পায় পাকিস্তান। বলাবাহুল্য টস জিতে পাক অধিনায়ক সরফরাজ আহমেদ প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন।পাকিস্তানের সামনে ব্যাটিং ছাড়া উপায় ছিল না। এই অবস্থায় প্রেজেন্টার মাইক আর্থারটন যখন সরফরাজের কাছে জানতে চান তিনি টস জিতে কী করতে ইচ্ছুক, তখন হেসে ফেলেন সরফরাজও। পাক সমর্থকরা আপাতত স্বস্তিন নিঃশ্বাস ফেলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরাফি মোর্তাজার কথা শুনে। মাশরাফি স্পষ্ট জানান যে, তিনি টস জিতলে প্রথমে ব্যাটিং নিতেন।সরফরাজ বলেন, ''ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারটা অত্যন্ত হতাশার। না হলে বাকি টুর্নামেন্টে আমরা ভালো ক্রিকেট খেলেছি। ক্ষীণ একটা সুযোগ রয়েছে। তার জন্য আমার প্রচুর রান করতে হবে। বড় ব্যবধানে জিততে হবে। সেমিফাইনালের দরজা খুলক না খুলুক, আমরা জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করতে চাই।

শো রাহা হ্যায়'', শামি-চাহালকে বললেন ক্ষিপ্ত বিরাট, কিন্তু কেন ?

দ্য ওয়াল ব্যুরো: ভারতীয় দলে দিল্লিওয়ালাদের ইমেজটা এরকমই। গৌতম গম্ভীর, ইশান্ত শর্মা বা হালফিলের শিখর ধাওয়ান, বিপক্ষ ক্রিকেটারদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়া নতুন নয়। আর এই বিষয়ে হয়তো সবাইকে টেক্কা দেন বিরাট কোহলি। এই কারণে মাঝেমধ্যেই শাস্তিও পেতে হয় বিরাটকে। কিন্তু তাই বলে নিজের দলের ক্রিকেটারকেই গালাগাল। তাও আবার বিশ্বকাপের মতো ম্যাচে। আর এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক।ঘটনাটি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ম্যাচে। বাংলাদেশের ব্যাটসম্যান লিটন দাস লং অফে একটা শট মেরে এক রান নিতে যান। লং অফে থাকা বুমরাহ সেই বল ধরে থ্রো করেন উইকেটে। কিন্তু বল উইকেটে লাগেনি। পিছনে ব্যাক আপ হিসেবে ছিলেন মহম্মদ শামি। তিনি বল ধরতে গিয়ে মিস করেন। তাঁরও পিছনে ছিলেন চাহাল। কিন্তু বল মিস করার পর সেই বল ধরার ক্ষেত্রে কিছুটা গা-ছাড়া মনোভাব দেখা যায় দুজনের মধ্যেই। এই সুযোগে আরও এক রান নিয়ে নেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা।এই বিষয়টাই পছন্দ করেননি কোহলি। ভারতীয় দলের ফিল্ডিংয়ের মান এখন যথেষ্ট উন্নত। এই অবস্থায় এই ফিল্ডিংয়ে বিরক্ত হন তিনি। দেখা যায়, যথেষ্ট রেগে গিয়ে শামি ও চাহালকে উদ্দেশ করে কোহলি বলছেন, 'শো রাহা হ্যায় ওয়াহা পে'। টিভিতে সম্প্রচারের সময় এই বিষয় সবার নজরে আসে। আর তারপরেই এই ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়।সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ার পরে অবশ্য দু''ধরণের প্রতিক্রিয়া আসছে। একদলের বক্তব্য, নিজে ক্রিকেটার হিসেবে নিজের সবটা দেওয়ার চেষ্টা করেন বিরাট। সেই কালচারটাই দলের মধ্যেও দেখতে চান তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিল্ডিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর তাই শামি-চাহালের থেকে এই গা-ছাড়া মনোভাব তিনি সহ্য করতে পারেননি। আর তখন বাংলাদেশ রান তাড়া করতে গিয়ে ভালো জায়গাতেই ছিল। তাই রাগের মাথায় এ কথা বলে ফেলেছেন বিরাট।বে সমর্থকদের একাংশ বিরাটের এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ। তাঁদের কথায়, এমনিতেই বল করার পরে কিছুটা ক্লান্ত হয়ে থাকেন বোলাররা। আর এরকম নয় যে, এই মিস ফিল্ডিংয়ের জন্য চার-ছয় হয়েছে, কিংবা ক্যাচ পড়েছে। তাই এই ঘটনার পর হয়তো বিরাট তাঁর রাগ দেখাতেই পারতেন, তবে সেটা অন্যভাবেও দেখানো যেত। সবার সামনে এ ভাবে গালাগাল করে নিজের ফ্যানদের কাছেই খারাপ হলেন কোহলি।

বিভিন্ন কোম্পানির লোগো লাগানো ব্যাটে খেলছেন ধোনি, কীসের ইঙ্গিত !

দ্য ওয়াল ব্যুরো: নিজের ক্রিকেট কেরিয়ার শুরু করেছিলেন এক সাধারণ কোম্পানির স্টিকার লাগানো ব্যাটে। সময় যত গড়িয়েছে কোম্পানি বদলেছে। বিশ্বের সব দামি কোম্পানির দামি স্টিকার লাগানো ব্যাট নিয়ে খেলেছেন তিনি। এ বারের বিশ্বকাপে অবশ্য ফের দেখা যাচ্ছে সেইসব পুরনো কোম্পানির স্টিকার। তাহলে কি সত্যিই বিশ্বকাপের পরে আর দেখা যাবে না মহেন্দ্র সিং ধোনিকে।ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আলাদা আলাদা লোগো লাগানো ব্যাট নিয়ে খেলতে দেখা গিয়েছে ধোনিকে। এই লোগোগুলি তিনি আগে ব্যবহার করতেন। কিন্তু এখন আর করেন না। তাহলে হঠাত করে পুরনো কোম্পানির লোগো লাগানো ব্যাট নিয়ে কেন নামলেন ধোনি।মাহির এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি অবশ্য জানিয়েছেন, এই কাজ ধোনি করছেন নিজের পুরনো কোম্পানিগুলি প্রতি একটা সম্মান প্রদর্শনের খাতিরে। এতদিন যারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধোনি। অবশ্য তার জন্য কিন্তু সেইসব কোম্পানির থেকে এক পয়সাও নেননি ধোনি।

সবটাই তিনি করেছেন সম্মানের জায়গা থেকে।কিন্তু এই ঘটনার পরেই শুরু হয়েছে জল্পনা। হঠাত করে কেনই বা এইসব পুরনো কোম্পানির লোগো লাগানো ব্যাট নিয়ে নামছেন তিনি। কেনই বা এই ধন্যবাদ। তাহলে কি বিশ্বকাপের পরেই অবসর নেবেন মাহি। ধোনির অবসর নিয়ে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা যা বলেছেন, সেটাই কি সত্যি।

এই ব্যাপারে মাহি ঘনিষ্ঠদের তরফে অবশ্য অনেকটা একই রকমের কথা বলা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ধোনির সব সিদ্ধান্তই হঠাত করে নেওয়া। সে বিশ্বকাপের ফাইনালে নিজের আগে নামা থেকে শুরু করে হঠাত করে টেস্ট, ওয়ান ডে ও টি টোয়েন্টির অধিনায়কত্ব ছেড়ে দেওয়া, সব ক্ষেত্রেই কেউ আগে থেকে আন্দাজ পাননি। তাই বিশ্বকাপের পরে যে ধোনি অবসর নেবেন না নেবেন না, সেটা একমাত্র তিনিই জানেন।

সরে গেলেন শারাপোভা

আজকালের প্রতিবেদন:প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল মারিয়া শারাপোভার টেনিসজীবন। চলতি বছরের শুরুতে ডান কাঁধে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। পাঁচ মাস বাইরে কাটিয়ে জুনে মায়োরকা ওপেনে কোর্টে ফিরেছিলেন। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিলেও প্রত্যাবর্তন খুব একটা খারাপ ছিল না। উইম্বলডনকে ঘিরে স্বপ্ন দেখছিলেন। কিন্তু প্রথম রাউন্ডেই চোটের জন্য ছিটকে যেতে হল শারাপোভাকে। ফ্রান্সের পাওলিন পারমেনতিয়েরের বিরুদ্ধে ভালই শুরু করেছিলেন শারাপোভা। ৬-৪ গেমে প্রথম সেট জেতেন। পরের সেটে দারুণ লড়াই করে ৬-৭ গেমে হারেন। তবে পঞ্চম সেটে শারাপোভাকে দাঁড়াতেই দেননি পাওলিন। ০-৫ গেমে পিছিয়ে থাকার সময় বাঁ হাতে চোটের জন্য ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন শারাপোভা। ম্যাচের শেষে চোখের জল বাধ মানেনি। শারাপোভা বলেন, ''আবার কোর্টে ফিরতে পেরে গর্বিত। আমার কোর্টে ফেরার রাস্তা সহজ ছিল না।'' ডোপ করার অপরাধে ২০১৬-তে দেড় বছরের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন শারাপোভা। শারাপোভা ছিটকে গেলেও তৃতীয় রাউন্ডে উঠেছেন আজারেঙ্কা। দ্বিতীয় রাউন্ডে ৬-২, ৬-০ গেমে উড়িয়ে দিয়েছেন টমজানোভিচকে। হালেপ ৬-৩, ৪-৬, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন বুজারনেস্কুকে। প্লিসকোভা ৬-০, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়েছেন পুইগকে।

যে কোনও পজিশনে ব্যাট করতে প্রস্তুত মায়াঙ্ক ঃ মুরলি

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিজয় শঙ্কর চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়াতেই বিশ্বকাপ দলে আচমকাই ডাক পেয়েছেন মায়াঙ্ক আগরওয়াল। কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। তবে ছোটবেলার কোচ আর মুরলিধরের সঙ্গে কথা বলেছেন মায়াঙ্ক। ইংল্যান্ড উড়ে যাওয়ার আগে। তারপর কিছুটা হলেও তরতাজা দেখাচ্ছে মায়াঙ্ককে। মুরলিধর বলেছেন, 'বাড়িতে বসেছিলাম। তখনই মায়াঙ্ক ফোন করেছিল। বলল, ডাক পেলাম। আমি বললাম কোথায়। ও বলল বিশ্বকাপ দলে। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। তারপর শুভেচ্ছা জানিয়েছি।' এরপরই কোচের সংযোজন, 'কিছুটা নার্ভাস ছিল। আমি ভরসা দিলাম। বললাম সুযোগ পেলে নিজের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে। অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজে ভাল পারফর্ম করেছিল। মায়াঙ্ককে বলেছি নিজের উপর বিশ্বাস রাখতে।' দেশের হয়ে এখনও একদিনের ক্রিকেট খেলেননি। তবে টেস্ট খেলেছেন। সুযোগ পেলেন একেবারে বিশ্বকাপ দলে। মায়াঙ্কের কোচ বলছিলেন, 'মায়াঙ্কের ব্যাটিংয়ে বৈচিত্র আছে। যে কোনও ঘরানায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে মুখিয়ে থাকে। চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসে। তাই আমি নিশ্চিত সুযোগ পেলে মায়াঙ্ক নিজেকে প্রমাণ করবেই।' ধাওয়ান চোট পাওয়ার পর ওপেন করছেন রাহুল। চার নম্বরে বিজয় শঙ্কর ব্যর্থ হয়েছেন।

এবার স্বার্থ সঙ্ঘাতে আটকে গেলেন রাহুল

নজরবন্দি ব্যুরোঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সংবিধান অনুযায়ী একজন ব্যক্তি একইসঙ্গে দুটি পদে থাকতে পারবেন না। তাই সৌরভ,সচিনের পর এবার স্বার্থ সঙ্ঘাতের জটে আটকে গেলেন রাহুল দ্রাবিড়। ভারতীয় -এ অনূর্ধ ১৯ দলের কোচ হলেও দ্রাবিড় ইন্ডিয়া সিমেন্টের বেতনভুক কর্মচারী। এতদিন বিষয়টা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু তাঁকে জাতীয় ক্রিকেট আকাদেমির দায়িত্ব দিতেই স্বার্থ সঙ্ঘাতের ব্যাপারটা সামনে এসে পড়েছে।ভারতীয় জুনিয়র দলের কোচ দ্রাবিড়কে ২ বছরের জন্য জাতীয় ক্রিকেট আকাদেমির দায়িত্ব দিয়েছে ভারতীয় বোর্ডের কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্স। দ্রাবিড়কে এই দায়িত্ব দেওয়ার পর ৩০ জুন মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সঞ্জীব গুপ্ত দ্রাবিড়ের বিরুদ্ধে স্বার্থ সঙ্ঘাতের অভিযোগ জানিয়ে বোর্ডের এথিক্স অফিসার ডি কে জৈনকে চিঠি দিয়েছেন।

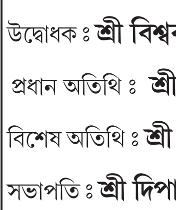

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে
ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী-২০১৯
তারিখ ঃ ৬ই জুলাই, ২০১৯, শনিবার
সময় ঃ বিকাল ৫ঘটিকা
স্থান ঃ বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবন, ধর্মনগর

উদ্বোধক ঃ **শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন,** মাননীয় উপাধ্যক্ষ, ত্রিপুরা বিধানসভা।

প্রধান অতিথি ঃ **শ্রী ভবতোষ দাস,** বিশিষ্ট সমাজসেবী।

বিশেষ অতিথি ঃ **শ্রী রসিক রঞ্জন গোস্বামী,** বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

সভাপতি ঃ **শ্রী দিপাল দাস, চেয়ারম্যান,**
জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটি।

অখন্ড ভারত এবং ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী - বিষয়ের উপর আলোচনা করবেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী গুরুপদ চক্রবর্তী।
উদ্বোধনী এবং আলোচনা পর্বের পর থাকছে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
আপনাদের সানুরাগ উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান সফল হয়ে উঠুক।

ICA/D/472/19-20

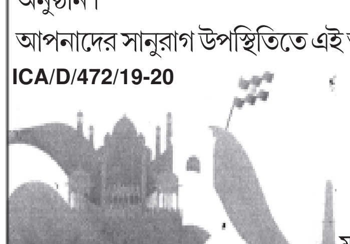

আহ্বায়ক
শ্রী দেবাঞ্জন দত্ত
মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।

রাজ্য সরকার রাজ্যে জিডিপি বাড়ানোর ল্যক্ষ্য বহুমুখী প্রকল্প হাতে নিচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে গড়ে উঠছে বহুতল ফ্ল্যাট। ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট অথরিটি (টুডা) টাউনশীপ স্কীম নামে এই প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। প্রজ্ঞা ভবনে শুক্রবার বিকেলে এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। টাউনশীপ স্কীমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যে জিডিপি বাড়ানোর ল্যক্ষ্য বহুমুখী প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। এজন্য পরিকাঠামো উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জিডিপি বাড়াতে হলে প্রথমে প্রয়োজন ডিজিটেলাইজেশান। এজন্য প্রথম থেকেই সরকার দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। সব ক্ষেত্রেই ডিজিটেলাইজেশান করার চেষ্টা হচ্ছে। ডিজিটেলাইজেশান করা সম্ভব হলে জিডিপির হাড় অনাহাসেই ২ শতাংশ বেড়ে যাবে বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ নিলে রাজ্য সরকারের কাছে টাকা আসবে। প্রসঙ্কক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার বাজেট ১৬ হাজার কোটি টাকা। বাজেটের সিংহভাগ টাকাই খরচ হয় কর্মচারীদের বেতন ভাতা মিটিয়ে দিতে। সেজন্যই রাজ্য সরকারকে বিকল্প চিন্তাধারায় উদ্যোগী হতে হচ্ছে। জিডিপির হাড় বাড়াতে হলে পরিকাঠামো উন্নয়নই হবে অন্যতম লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় সরকার ১ কোটি ২৫ লক্ষ পরিবারকে পাকা ঘর তৈরি করে দিয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে সবার জন্য পাকা ঘর তৈরি করে দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারও সবার জন্য ঘর তৈরি করার কাজ শুরু করেছে। ত্রিপুরা একটি ছোট্ট রাজ্য। ইচ্ছে করলে সহজেই ত্রিপুরাকে ডিজিটেলাইজেশন করা সম্ভব। এজন প্রয়োজন হবে ১০০ কোটি টাকা। এই টাকা কেন্দ্র থেকে আদায় করা খুব বেশি কষ্ট হবে না বলে তিনি উল্লেখ করেন। টাউনশীপ স্কীমের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে কর্মচারীরা অবসরে যাওয়ার পর ঘরবাড়ী তৈরি করার চিন্তাভাবনা করেন। কিন্তু বর্তমান সরকার চাইছে যৌবনেই যাতে নিজের ঘরে বসবাস করতে পারে সেই ব্যবস্থা করে দিতে। সেই লক্ষ্যকেই সামনে রেখেই টাউনশীপ স্কীম হাতে নেওয়া হয়েছে। আড়াই বছরের মধ্যে প্ল্যাট তৈরি করে হস্তান্তর করা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য আগাম বুকিং নেওয়া হবে। টাকার নিশ্চয়তা পাওয়ার পরেই ঘর তৈরি করা হবে। ত্রিপুরার মানুষ সিকোর্ট জায়গায় চিকিৎসা করাতে চায় এবং সিকোর্ট জায়গায় বসবাস করতে চান বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার পর্যটক উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি আয় উপার্জন সম্ভব বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বৃহস্পতিবার প্ল্যানিং বোর্ডের সদস্যরা রাজ্যে আসলে ত্রিপুরায় পর্যটন উন্নয়নের বিষয়ে তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত আলোচনা করেন। এজন্য তিনি সরাসরি বিমান দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানিয়েছেন তিনি। গোমতী দিয়ে আশুগঞ্জ বাংলাদেশ থেকে রাস্তা তৈরি করা, রাজ্যে ছোট জাহাজ নিয়ে আসা, ফেনি নদীর উপর সেতু নির্মাণ সময়ের মধ্যেই শেষ করার দাবিও জানিয়েছেন। রেল পথ, স্থল পথ, আকাশ পথ ও নদী পথে উন্নয়ন ঘটনারো মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। আক্ষেপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরা দুর্ভাগা হিসেব পরিচিত হত। আসা আগরতলা জাতীয় সড়কই ছিল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। এটিই ছিল ত্রিপুরার লাইফ লাইন। কিন্তু বর্তমানে সেই চিত্র বদলে গেছে। আগরতলা বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে উন্নিত হচ্ছে। আখউড়া দিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে রেল সংযোগ স্থাপিত হচ্ছে। আগরতলা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস, হামসফর, সহ পাঁচটি এক্সপ্রেস ট্রেন চলাচল করছে। সাব্রুম-এ শিল্প স্থাপনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিমান বন্দর থেকে আগরতলা পর্যন্ত রাস্তার দু পাশ প্রশস্ত এবং সুন্দর্যায়ন করা হবে। রাস্তার দু পাশে ফল ও ফুলের গাছ লাগানো হবে। শুধু তাই নয়, বিমান বন্দর থেকে উদয়পু পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে ফল ও ফুলের বাগান তৈরি করে পর্যকটকদের আকর্ষিত করা হবে। নীরমহল যাওয়ার রাস্তার দু'পাশেও ফল ও ফুলের গাছ লাগানো হবে। যাতে সহজেই পর্যটকরা আকর্ষিত হন সেজন্যই এধরনের উদ্যোগ। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির একান্ন পীঠের এক পীঠ। মায়ের আরও পঞ্চাশটি পীঠ রয়েছে। ঐ পঞ্চাশটি পীঠের অনুকরণে উদয়পুর আইটিআই-এ মন্দির তৈরি করে দেওয়া হবে। তাতে পর্যটকরা আকর্ষিত হবে।

বৌভাতের খাবার খেয়ে অসুস্থ ২১ জন, খোঁজ নিতে গেলেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। বিয়ে বাড়িতে বউভাতের খাবার খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ। ঘটনা সদর উত্তরের মোহনপুরের তুলাবাগান এলাকায়। অসুস্থ হয়ে পড়াদের মধ্যে ১৮ জনকে মোহনপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আরও বেশ কয়েকজন প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি চলে গেছেন।

খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেই ঘটনাটি ঘটেছে। মোহনপুরের তুলাবাগান চার নং এলাকার বাসিন্দা রঞ্জু দাস তার পুত্রের বিয়ে উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার রাতে বউভাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। নিমন্ত্রিতরা এই সামাজিক অনুষ্ঠানে খাবার খেয়ে বাড়িতে ফিরে একের পর এক অসুস্থ হয়ে পড়তে শুরু করেন। কোনওক্রমে রাত কাটিয়ে শুক্রবার সকাল থেকেই হাসপাতালে ছুটতে থাকেন তারা।

মোহনপুর হাসপাতালে ২১ জন চিকিৎসার জন্য যান। তাদের প্রত্যেকেরই পেট ব্যাথা, পাতলা পায়খানা, বমি হচ্ছিল। তাদের মধ্যে ১৮ জনকে মোহনপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে ১১জন পুরুষ এবং ৭ জন মহিলা। এছাড়াও তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দ্যেয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক দীয়া সাহা জানান খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেই ঘটনাটি ঘটেছে। বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানে খাবার খেয়েই তারা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন প্রত্যেকের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বাড়ির মালিক সঞ্জু দাস জানান ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে তিনি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। রান্নার লোকজন দিয়েই রান্না করিয়েছেন। কিভাবে খাদ্যে বিষক্রিয়ার সম্পর্ক ঘটলো সে সম্পর্কে তিনি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। ঘটনা তিনি নিজেও রীতিমতো উদ্বিগ্ন। ঘটনার খবর পেয়ে সিধাই থানার পুলিশ বিয়ে বাড়িতে ছুটে যায়। সেখানে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেয়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার বিধায়ক তথা শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এলাকায় ছুটে গেছেন। খাদ্যে বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়া প্রত্যেকের চিকিৎসা ব্যয় রাজ সরকার বহন করবে এবং প্রত্যেককে ১৫০০ টাকা চিকিৎসাবাবদ দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ জুলাই।। শুক্রবার খোয়াই জেলা দায়রা আদালত খোয়াইয়ের চাম্পাহওর থানার উৎলা বাড়ী এলাকার বাসিন্দা অলিস দেববর্মা (৩৭) কে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেন খোয়াই জেলা আদালতের বিচারক পঙ্কজ কুমার দত্ত। ২০১৮ সালের ১৪ জানুয়ারী উৎলা বাড়ির এক মহিলা গরু চড়াতে যায় জঙ্গলে। ওই মহিলা আর বাড়ি ফিরে আসেনি। পরের দিন ওই মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। তদন্তে পুলিস এলিস দেববর্মা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে আইপিসির ৩৭৬/৩০২ ধারায় মামলা হয়। মামলার রায় ঘোষণা হয় শুক্রবার। দুটি ধারাতেই এলিস দেববর্মাকে কারাদন্ড ও জরিমানা করা হয়।

ফাঁসিতে আত্মঘাতী বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুলাই।। দুই নং গৌতমনগর এলাকায় পয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধা হেমলতা নমঃ ফাসীতে আত্মঘাতী হয়েছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ফাসীতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় বাড়ির লোকজন। প্রচুর খোঁজাখুজির পর বাড়ির কিছু দূরে রাবার বাগানের একটি রাবার গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। পুলিশ এসে হেমলতার দেহটি উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতে নিয়ে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের পর মৃত দেহটি তার আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। থানায় একটি অস্বাভাবিক মামলা নথি করা হয়।

কৈলাসহর হাসপাতালের স্টোরে রহস্যজনক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ জুলাই।। কৈলাসহর মহকুমা হাসপাতালের স্টোরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এখনো থানায় মামলা করেনি। তবে, এই ঘটনা ধামাচাপা দেয়ারও চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ। প্রাইভেট সিকিউরিটি থাকা সত্বেও কিভাবে দরজার কব্জা খুলে চুরি হতে পারে এনিয়ে সন্দেহ রয়েএচ। কৈলাসহর মহকুমা হাসপাতালের জরুরী বিভাগের পাশেই স্টোর রুম। ত্রিশ জুন লক্ষাধিক টাকার চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও অন্যান্য সামগ্রী রিসিভ করেন হাসপাতালের এক মহিলা কর্মচারী। ৩ জুলাই ইঞ্জিনিয়ার এক্সরে সহ অন্যান্য মেশিন সেটিং করতে এলে স্টোর রুমে সেসব সামগ্রী পাওয়া যায়নি। সংঘমিত্রা পাল নামের ওই মহিলা কর্মী যন্ত্রপাতি রিসিভ করেন তিনি মুখ খুলতে চাননি। স্টোর কিপার রাহুল নাথ সেদিন ডেপুটেশনে ছিলেন। এই ধরনের চুরি নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। আদৌ তা চুরি না পরিকল্পিত ভাবে যন্ত্রপাতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এনিয়ে চলছে জল্পনা।

কেন্দ্রীয় বাজেটকে জনবিরোধী বলল সিআইটিইউ রাজ্য কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। শুক্রবার সংসদে বাজেট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই বাজেট জনবিরোধী ও বহুজাতিক কর্পোরেট তোষণকারী বাজেট বলে সিআইটিইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি অভিমত প্রকাশ করেছে। সংগঠনের তরফ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক সমীক্ষায় যা সরকারী ভাবে বলা হয়েছে তারই প্রতিফলন পড়েছে বাজেটে। চূড়ান্ত সংকটে দেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের ঋণ মুকুবের কোন ঘোষণা নেই বাজেটে। ন্যূনতম সহায়ক মূ্যে কৃষিপণ্য ক্রয়ের কোন কথাও নেই। রেগায় বরাদ্দ অর্থ এক হাজার কোটি টাকা কমানো হয়েছে। এক কোটি প্রকল্প কর্মীদের সম্পর্কে নীরবতা রয়েছে বাজেটে। মোট ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ যা কর্পোরেট গোষ্ঠীগুলি ব্যাঙ্ক থেকে নিয়ে রেখেছে তা আদায়ের কোন লক্ষ্যমাত্রা নেই। সিআইটিইউ রাজ্য কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনবিরোধী বাজেটের বিরুদ্ধে সমাজের সমস্ত স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

গন্ডাছড়ায় কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুলাই।। গন্ডাছড়ায় হরিপুর শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির উদ্যোগে ২০১৯ সনের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হরিপুর টিলা বাড়ী এলাকার কৃতি ছাএ-ছাত্রীদের শুক্রবার সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। এই দিন এই উপলক্ষ্যে হরিপুর সিনিয়র বেসিক স্কুলে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের সম্বর্ধনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খজেন্দ্র ত্রিপুরা, স্টেট লেভেলের আই,এস রঞ্জন মল্লিক তাছাড়া এডিসি-র আই,এস, গন্ডাছড়া ডিগ্রি কলেজের অধ্যাপক, ওবিসি ডুম্বুর নগর ব্লক চেয়ারম্যান নির্মল সরকার, এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবক সজল মল্লিক সহ স্কুলের ছাএ-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবকরা। এই দিন মোট সতের জন কৃতী ছাএ-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা করার পাশাপাশি এক জন সেরা অভিভাবককেও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। আজকের এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার ছাএ-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে ব্যপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

মহিলাদের আইনী সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন ড. বি আর আম্বেদকর স্কুল ক্যাম্পাসে শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে দু'দিনব্যাপী মহিলাদের আইনী সচেতনতা শিবির। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন ও জাতীয় মহিলা কমিশনের যৌথ উদ্যোগে এই আইনী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত এবং রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী প্রমুখ। দু'দিনব্যাপী আইনী সচেতনতা শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল বলেন, মহিলাদের সামনের সারিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বর্তমান সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মহিলারা দীর্ঘকাল ধরেই অবহেলিত ও বঞ্চিত। তথাকথিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে মহিলাদের মুক্ত করে আইনী অধিকার সঠিকভাবে ভোগ করার সুযোগ দিতে হবে। পুরুষদের সমান ভাগে মহিলাদেরকেও অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। এজন্য এ ধরনের আইনী সচেতনতা শিবির খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহিলা ক্ষমতায়ণের যুগে মহিলারা যাতে তাদের অধিকার সঠিকভাবে ভোগ করতে পারেন সেজন্য অনেকগুলো আইনী সংস্থান রয়েছে। সেগুলির সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে না। মহিলাদের অনেকেই তাদের জন্য আইনী সংস্থা সম্পর্কে অবগত নন। সে কারণেই এ ধরনের আইনী সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মহিলাদের সুরক্ষিত রাখার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানিয়েছেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল। পাশাপাশি বিগত বাম সরকারের আমলে মহিলা কমিশনকে যেভাবে রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যবহার করা হয়েছে তারও তীব্র সমালোচনা করেন বিধায়ক শ্রী পাল। তিনি বর্তমান সরকার মহিলা কমিশনকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে সুযোগ দিয়েছে। সেই সুযোগকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে মহিলাদের কল্যাণে এবং মহিলা নির্যাতন রোধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী জানান জাতীয় মহিলা কমিশন ও ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে রাজ্যের ১৬টি স্থানে এ ধরনের মহিলা আইনী সচেতনতা শিবির করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলারা যাতে তাদের সত্যিকারের অধিকার খুঁজে পেতে পারেন সেই দিশা তৈরি করতেই এ ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

গরু চুরির দায়ে যুবককে পিটিয়ে হত্যা, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৫ জুলাই।। গরু চুরির অভিযোগ তুলে গনপিটুনি দিয়ে এক যুবককে মেরে ফেলার ঘটনায় রইস্যাবাড়ী থানায় সাত জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে মৃত ব্যক্তির বড় ভাই দয়া কুমার ত্রিপুরা। অভিযুক্তরা হলেন প্রান জয় চাকমা, নিরেন চাকমা, আলোময় চাকমা, সুরেশ কান্তি চাকমা, বচা চাকমা, অমর সিং চাকমা ও সারতী জয় জমাতিয়া। রইস্যাবাড়ী থানার পুলিশ সাত জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১/৩২৫/৩০২/৩৪ ধারায় মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ৮/২০১৯, পুলিশ বৃহস্পতি বার মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে এবং শুক্রবার সাত জনের মধ্যে অভিযুক্ত তিন জনকে গ্রেফতার করে। আজই তাদের গন্ডাছড়া এসডিজেএম কোর্টে তুলা হলে বিচারক তাদের চার দিনের জেল হেফাজতে পাঠান। অর্থাৎ আগামী আট তারিখ তাদের পুনরায় কোর্টে তুলা হবে। উল্লেখ্য ঘটনাটি ঘটে গত মঙ্গলবার রাত দশটা নাগাদ। রইস্যাবাড়ী থানা এলাকার নোয়ারাম পাড়ায় এক বাড়িতে গরু চুরি করতে যায় দুই চোর। এই সময় বাড়ির মালিক তা টের পেয়ে চিৎকার শুরু করে। গ্রামবাসীরা ছুটে এসে দুই চোরকে ই ধরে ফেলে। তবে এক চোর পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও অপর চোর বুদ্ধি কুমার ত্রিপুরা কে গ্রামবাসীরা আটকে রাম ধোলাই শুরু করে। পেটাতে পেটাতে গরুচোর বুদ্ধি কুমার ত্রিপুরা কে রক্তাক্ত অবসায় ফেলে পালিয়ে যায় গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে রইস্যাবাড়ী থানার পুলিশ এই দিন রাত বারটা নাগাদ বুদ্ধি কুমার ত্রিপুরা কে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেও তাকে বাচাঁনো যায়নি। এই দিনই রাত সাড়ে তিনটা নাগাদ রইস্যাবাড়ী প্রাথমিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবসায় বুদ্ধি কুমার ত্রিপুরার মৃত্যু ঘটেছিল।

শুক্রবার মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বিজেপির গোমতী জেলা পরিষদের প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ জুলাই।। শুক্রবার মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন বিজেপি দলের গোমতী জেলা পরিষদের প্রার্থীরা। এদিন বেলা আনুমানিক বারোটায় উদয়পুর বিজেপি জেলা কার্যালয় থেকে জেলা পরিষদের তেরো জন প্রার্থী দলীয় কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সুবিশাল এক মিছিল করে গোমতী জেলা শাসক তরুণ কান্তি দেবনাথ এর নিকট মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এদিন এই সুবিশাল মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন কৃষি পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান শীতল চন্দ্র মজুমদার, ভাইস চেয়ারম্যান অনুপম চৌধুরী, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য সমীর চক্রবর্তী সহ বিজেপির জেলা নেতৃত্বরা। এদিন একে একে জেলা পরিষদের তেরো জন প্রার্থী গোমতী জেলা শাসকের কাছে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। মনোনয়ন পত্র জমা দিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সমস্ত বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থীরা জানান জয়ের ব্যাপারে এরা একশো শতাংশ নিশ্চিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর চিন্তাভাবনা কে বাস্তবায়িত করে মানুষের উন্নয়নে কাজ করাই এদের প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানান সমস্ত প্রার্থীরা।

শান্তিরবাজারে যুবমোর্চার উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। ৩৬ শান্তিরবাজার যুবমোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক মেগা রক্তদান শিবির ও যোগদান সভা। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। শুক্রবার সকাল ১১ টায় দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার দেবিপুর কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় এক মেগা রক্তদান শিবির ও যোগদান সভা। এই রক্তদান শিবিরের ফিতাকেটে শুভ উদ্বোধন করেন ৩৬ শান্তিরবাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। যুব মোর্চা কর্তৃক আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে অধিকাংশ জনজাতি অংশের লোকজন অংশগ্রহণ করে। সাধারণ জনজাতির অধিকাংশ লোকজন রক্তদান করতে ভয় পেত। তাই জনজাতি অংশের লোকজন রক্তদানে অংশগ্রহণ দেখে আন্যান্য জনজাতি অংশের লোকজনও এই রক্তদানে আপ্লুত হবে। এই রক্তদান শিবিরের ১০০ জন যুবক রক্তদানে এগিয়ে আসে। অপরদিকে যুব মোর্চা কর্তৃক আয়োজিত রক্তদান শিবির ও যোগদান সভায় ১৫ পরিবারের ৬০ ভোটার বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রক্তদানের গুরুত্ব সকলের সামনে তুলে ধরেন। বিধায়ক যুব সমাজকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য বিশেষ আহ্বান জানান। যুব মোর্চা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মেগা রক্তদান ও যোগদান সভায় লোকজনের উপস্থিতির হার ছিলো লক্ষ্যণীয়।

গছিরাম পাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎ চপলতায় দুর্ভোগে রোগীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। শুক্রবার বেলা ২ ঘটিকায় গছিরাম পাড়ার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গেলে এক অসাধারণ চিত্র সংবাদ এর ক্যামেরায় ধরা পড়ে যেখানে নাকি সব সময় বিদ্যুৎ থাকেনা বলে রোগীরা জানান। তাই ম্যালেরিয়া রোগীরা নিজের সিট ফেলে রেখে গরমের তাপমাত্রা বেশি হওয়ার কারণে মাটিতে শুয়ে আছেন। তাছাড়া ওই অসুস্থ ব্যক্তি মাটিতে শুয়ে থাকার ফলে সুস্থ না হয়ে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমনটাই পরিস্থিতি গরমের। তাছাড়া জানা যায় ওই গ্রাম পাড়াতে আনুমানিক দুই হাজারের ও বেশি জনসংখ্যা রয়েছে, ওই এলাকায় পাশাপাশি কোন হেলথ সেন্টার না থাকায়, ঐ ওই এলাকাতে তৈরি হয় সর্ব জনসাধারণের স্বার্থে এক প্রাইমারি হেলথ সেন্টার। আজ তা ধরা পড়ে যেখানে নাকি একজন ডাক্তার চিনময় দেববর্মা এবং ৪ জন নার্স ও দুইজন জি ডি এ এর দ্বারাই চলছে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্র টি। তাছাড়া ডাক্তার বাবু দের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে জানা যায় শুধু মাত্র একজন ডাক্তার রয়েছেন এবং উনি শরণার্থী শিবিরগুলোতে চলে গেছেন। বর্তমানে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ১০ জন রোগীরা রয়েছেন। এবং দুই জন রোগী ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত তাদের নাম (১) আইযাক রাই রিয়াজ বয়স ৫৬, (২) সুধনবতী রিয়াং বয়স ৬০ বাড়ি গছিরাম পাড়ার এবং সূত্রের খবর রয়েছে ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জুন এবং জুলাই মাসে ম্যালেরিয়া ও ডায়রিয়া ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত ১৩ জন ছিলেন। এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন ছোট ছোট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এভাবেই যদি চলতে থাকে তাহলে মানুষ কিভাবে স্বাস্থ্য কে সঠিক ভাবে রাখতে পারবে এটাই এখন দেখার বিষয়।

আগরতলা শহরে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ জুলাই।। রাজধানী আগরতলা শহরে চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। নানা কৌশলে চোর ও ছিনতাইকারীরা তাদের কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছে। রাজধানীর বটতলার ওভার ব্রীজের নিচ থেকে একটি অটো রিক্সা চুরির ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলা বাজার এলাকা থেকে গত রাতে একটি অটো রিক্সা চুরি হয়ে গেছে। অটো রিক্সাটির নম্বর টিআর০১-জি-৩২২৩ অটোর মালিকের নাম প্রানতোষ দাস। এক বছর আগে শেফাল দাসের কাছ থেকে অটোটি ক্রয় করেছিলেন সবজি ব্যবসায়ী প্রানতোষ দাস। তিনি প্রতিদিন বটতলা বাজারে সবজি বিক্রি করেন। অটো করেই সবজি বাজারে নিয়ে আসতেন। প্রতিদিন এই অটোটি বটতলায় ওভার ব্রীজের নিচে রেখে যেতেন। এখানে আরও অটো থাকে। গতকাল বিকেল ৫টা নাগাদ অটো সেখানে রেখে সবজির দোকান খুলতে চলে যান প্রানতোষ দাস। রাত ১০টা নাগাদ এসে লক্ষ্য করেন সেখানে অটোটি নেই। তাতে মাথায় বাজ পড়ার উপক্রম সবজি ব্যবসায়ী প্রানতোষ দাসের। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে অটোর হদিশ মিলেনি। রাজধানীর ব্যস্তম এলাকায় পুলিশি আনাগোনার মধ্যেই অটো চুরির ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সংশয় দেখা দিয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।